উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

অসুস্থ ধনকর, আরোগ্য কামনা মোদির
» ৭

জলের পাইপে গ্যাস, জ্বলছে আগুন
হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে গিয়েছে ফুলহর নদী। সেখানে একটি গ্রামে এক চাষির বসানো জায়গায় জলের পাইপ লাইনের ফুটো দিয়ে বেরোচ্ছে গ্যাসের মতো পদার্থ।
» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

টস ভাগ্যে লারার পাশে রোহিত
» ১১

২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 290

নীল বসন্ত

ভিত গড়লেন রোহিত, জেতালেন রাহুল-জাড্ডু

নিউজিল্যান্ড-২৫১/৭
ভারত-২৫৪/৬ (৪৯ ওভারে)

দুবাই, ৯ মার্চ : মরু শহরে নীল সমুদ্র!

আর সেই নীল সমুদ্রের মেজাজে উৎসব। ক্রিকেট উৎসব।

উৎসবের নির্যাস কাঁটে কা টক্কর! কখনও টিম ইন্ডিয়া, আবার কখনও বা নিউজিল্যান্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের মঞ্চে পেন্ডুলামের মতো দুলছিল ম্যাচের ভাগ্য। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন চতুর্ভুজের দাপটের পরও শেষ দশ ওভারে ৭৯ রান করে ম্যাচে ফিরেছিল নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের ২৫১/৭-এর চ্যালেঞ্জের সামনে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (৭৬) ব্যাটিং আগ্রাসনে জয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরও নাছোড় নিউজিল্যান্ড ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়নি। সীমিত স্পিন দক্ষতা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ে চাপ তৈরি করেছিলেন মিচেল স্যান্টনাররা। শেষপর্যন্ত চাপ কাটিয়ে ধৈর্য ও ক্রিকেটীয় স্কিল দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন করলেন লোকেশ রাহুল (অপরাজিত ৩৪) ও রবীন্দ্র জাদেজা (অপরাজিত ৯)।

জয়ের পাঁচ কারণ

- রোহিত শর্মার আগ্রাসী ব্যাটিং ভারতের ওপর থেকে আস্কিং রেটের চাপ সরিয়ে দেয়
- স্পিনারদের বিরুদ্ধে ঝুঁকি না নিয়েই লোকেশ রাহুলের স্কোরবোর্ড চালিয়ে নিয়ে যাওয়া
- শ্রেয়স আইয়ারের ক্যাচ মিস করে উইল ইয়ংয়ের ওভার বাউন্ডারি দেওয়া
- ২ ওভারের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের দুই বড় ভরসা রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসনকে তুলে নেন কুলদীপ যাদব
- ভারতের স্পিন চতুর্ভুজের ৩৮ ওভারে মাত্র চারটি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা দেওয়া

প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই মায়াবী ক্রিকেট উপহার দিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। টানা চার ম্যাচ জিতে ভারত ফাইনালে। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে গ্যালারির রং নীল হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। গ্যালারির সেই উৎসবের আমেজ দুই দফায় পূর্ণতা পেল সাফল্যে। প্রথম দফা, যখন টসে হেরে ফিল্ডিং করতে নেমে বরুণ চক্রবর্তী (৪৫/২) ও কুলদীপ যাদবের (৪০/২) ঘূর্ণির শো দেখল ক্রিকেট সমাজ। 'ব-কুল' শোয়ের পর এল দ্বিতীয় দফা। যখন ব্যাট হাতে ভারত অধিনায়ক রোহিত দেখালেন দুবাইয়ের বাইশ গজ মন্থর হতেই পারে। কিন্তু সেই মন্থর পিচে ব্যাটিং কত সহজ, অনায়াস ব্যাপার। শর্ট এক্সট্রা কভারে শুভমান গিলের (৩১) অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে গ্লেন ফিলিপস ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন কিউয়িদের। বিরাট কোহলি (১) রান পাননি। পরে স্টেপ আউট করতে গিয়ে হিটম্যান ফেরার পর ভারত রীতিমতো চাপে পড়েছিল। সেই চাপ কাটিয়ে অক্ষর প্যাটেল (২৯) ও শ্রেয়স আইয়াররা (৪৮) দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করেছিলেন। কিন্তু তারপরও একসময় দিল্লি বহুত দূর বলে মনে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত রাহুল-জাড্ডুর জুটিতে এল স্বপ্নপূরণের রাত। স্বস্তি পেলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও।

ড্যারিল মিচেল (৬৩) ও ফিলিপসের (৩৪) ব্যাটে ভর দিয়ে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজ সামলে সামান্য স্বস্তি ফিরেছিল কিউয়ি শিবিরে। পরে মাইকেল ব্রেসওয়েল (অপরাজিত ৫৩) নিউজিল্যান্ডের রানটা ২৫১/৭-এ নিয়ে যান। কিন্তু তখন আর কে জানত, হিটম্যানের মনের অন্দরে কী চলছে। রান তাড়া করতে নেমে রোহিত শুরু থেকেই টপ গিয়ারে ব্যাটিংয়ের এমন আগ্রাসন দেখালেন, যার কোনও জবাব স্যান্টনারের দলের কাছে ছিল না। ওপেনিং জুটিতে শুভমানের সঙ্গে ১০৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ম্যাচের ভাগ্য প্রায় চূড়ান্ত করে দিয়েছিলেন হিটম্যান। কিন্তু তারপরও অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে অনেক ওঠাপড়া বাকি ছিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরু থেকে টিম ইন্ডিয়ার বিজয়রথ যতই এগিয়েছে, ভারত অধিনায়ক রোহিতের অবসর জল্পনাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। গত সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাঝে রোহিত, কোহলি ও কোচ গৌতম গম্ভীরের মাঠের বৈঠক হিটম্যানের শেষের কবিতার সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিল প্রবলভাবে। রোহিত আজ ব্যাট হাতে প্রমাণ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেটীয় বারুদ ঠাসা। যে বারুদে বিস্ফোরণ ঘটলে কী হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পেল নিউজিল্যান্ড। পঁচিশ বছর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত ক্রিস কেয়ার্নসের তাণ্ডবের সামনে মাথা নীচু করে মাঠ ছেড়েছিল। দুবাইয়ে আজ কেন উইলিয়ামসন (১১), রাচিন রবীন্দ্রদের (৩৭) কেয়ার্নস হয়ে ওঠার সুযোগই দেননি ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজ। বিশেষ করে বরুণ, কুলদীপরা। চায়নাম্যানের যে গুগলিতে বোল্ড হলেন রাচিন, তেমন ডেলিভারি নিশ্চিতভাবেই আগে খেলেননি কিউয়ি ব্যাটার।

বরুণও কিসি সে কম নেহি। বাইশ গজে জমে গিয়ে সতীর্থ মিচেলের সঙ্গে ৫৭ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ফেলার পর ফিলিপসকে যে গুগলিতে ফেরালেন বরুণ, প্রতিযোগিতার সেরা ডেলিভারি বললেও ভুল হবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবিষ্কার বরুণকে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখতেই পারে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডকেও ভাবতে হবে সর্বোচ্চ মঞ্চে ফাইনালে পৌঁছানোর পরও ট্রফি জিততে না পারার রোগের দাওয়াইয়ের কথা। রোহিত টানা ১২ ম্যাচে টস হেরে নয়া রেকর্ড গড়ার পর ফিল্ডিংয়ের সময় শ্রেয়স-শুভমান-মহম্মদ সামিরা চারটি ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য যা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। ক্যাচ মিসের রোগ কিউয়ি ফিল্ডিংয়ের সময়ও দেখা গিয়েছে। মিচেল, কাইল জেমিসনদের ক্যাচ হাতছাড়া হওয়া ম্যাচের ভাগ্যনির্ধারণে বড় ভূমিকা নিয়েছে নিশ্চিতভাবেই।

জাড্ডুর ব্যাট থেকে জয়ের শটটা আসার পর ফিল্ডিংয়ের এই হতাশা পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। কারণ, মরু শহরের নীল গ্যালারিতে তেরঙা ঝড় উঠেছে যে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর জাদেজা ও রাহুল (উপরে), উল্লাস ভারতীয় দলের। - এএফপি

কর্তব্যে গাফিলতিতে দুই জওয়ান সাসপেন্ড

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৯ মার্চ : কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে বিএসএফের ৬৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক কনস্টেবল ও এক এএসআইকে সাসপেন্ড করা হল। আর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সেই নির্দেশিকায় এই দুজনের এক মাসের বেতন কেটে নেওয়ারও কথা বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকরহাট সীমান্ত দিয়ে সম্প্রতি কাঁটাতারের বেড়া কেটে গোরু পাচারের ঘটনা ঘটেছে। সেটার তদন্তেই দুই জওয়ানের কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়টি উঠে আসে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত পাচারকারী রয়েছে, তাদের নাম নথিভুক্ত করে তল্লাশি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বিএসএফ। ইতিমধ্যে গোরু ও মাদক পাচারে যুক্ত ১৬ বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে রায়গঞ্জ জেলা আদালত।

বেতনেও কোপ

- সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত পাচারকারী রয়েছে, তাদের নাম নথিভুক্ত করে তল্লাশি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বিএসএফ
- গোরু ও মাদক পাচারে যুক্ত ১৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে রায়গঞ্জ জেলা আদালত
- স্থানীয় বাসিন্দা গনেশচন্দ্র বর্মন হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানান, তাঁর দুটি গোরু চুরি হয়েছে
- বিএসএফের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে পুলিশের পাশাপাশি বিএসএফও বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে

তাদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ এবং বিএসএফ।

বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক বলেন, 'রাতের অন্ধকারে ফের পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। গত বুধবার মাঝরাতে মাকরহাট সীমান্তের কাঁটাতারে লাগানো সাইরেন বেজে ওঠে। বিএসএফ ছুটে গিয়ে দেখে কাঁটাতারের কিছু অংশ কাটা। কোনও পাচারকারী এই কাঁটাতার দিয়ে অবৈধ কারবার করেছে বলে অনুমান করে বিএসএফ।

পরদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা গনেশচন্দ্র বর্মন হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানান, তাঁর দুটি গোরু চুরি হয়েছে। বিএসএফের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে পুলিশের পাশাপাশি বিএসএফও বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যে কাঁটাতার মেরামত করা হয়েছে।

চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দুলালচন্দ্র বর্মন বলেন, 'বিএসএফ আধিকারিকরা এসে স্থানীয় বাসিন্দারা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছেন। এলাকায় কারা পাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে, সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। আরও নজরদারি বাড়াতে হবে।'

দোলের আগে শ্যামভক্তদের শোভাযাত্রা। মালদায়। - স্বরূপ সাহা

বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কান ধরে ওঠবস

আজাদ

মানিকচক, ৯ মার্চ : ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। বন্দুকের গুলিতে গুরুতর আহত জমির মালিক দীনেশ মণ্ডল। মেরে তাঁর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি মালদা মেডিকেলে গুরুতর আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

শুধু দীনেশ মণ্ডল নন, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার বিকেলে মানিকচক ব্লকের ভূতনি দিয়ারা চর এলাকায়। দুষ্কৃতীদের হামলার ভয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি কেউ।

জমির মালিক আহত

- নিজেদের জমির ফসল কেটে নিচ্ছে শুনে দীনেশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাধা দেন
- বচসায় জড়িয়ে পড়েন দু'পক্ষ। তাঁদের জমির উপযুক্ত কাগজ সহ থানায় যেতে বলা হয়
- ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ যেতেই দীনেশের ওপর চড়াও হয় ঘোষ পরিবারের সদস্যরা
- লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয় দীনেশকে। তিন রাউন্ড গুলিও চলে

দক্ষিণ চণ্ডীপুর অঞ্চলের পশ্চিম নারায়ণপুরের জানকীরামটোলার বাসিন্দা দীনেশ মণ্ডল। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিগত কয়েকমাস আগে চরের প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে মশুর চাষ করেছিলেন। শনিবার ভূতনির দুর্গারামটোলা, কিষনটোলার বাসিন্দা হরি ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, রামপ্রকাশ ঘোষ, ভীম ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন সেই জমির ফসল কেটে নিচ্ছে শুনে দীনেশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গিয়ে বাধা দেন। দুই পক্ষই বচসায় জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভূতনি থানার পুলিশ। দুই পক্ষকেই ফসল তোলা বন্ধ করে জমির উপযুক্ত কাগজ সহ থানায় যেতে বলা হয়। অভিযোগ, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ফিরে যেতেই দীনেশের ওপর চড়াও হয় ঘোষ পরিবারের সদস্যরা। লাঠি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয় দীনেশকে। মাথাও ফাটে তাঁর। তাঁকে বাঁচাতে গেলে তার ভাইপো রাম ও শ্যাম এরপর আটের পাতায়

সময়ের কথা

উত্তরের চিকিৎসায় বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত

সরকারি চিকিৎসায় চাহিদা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধান দীর্ঘদিনের আলোচনার বিষয়। তত্ত্ব ও তথ্যের গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণে মানুষ সচরাচর প্রভাবিত হন না। তাঁরা চান, হাসপাতালে গিয়ে কী পেলাম, রোগের উপশম হল কি না ইত্যাদি।

২০১১ সালে রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এ রাজ্যে অনেকগুলি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্ম। যা জনগণের মধ্যে প্রবল উচ্চাশা তৈরি করে। কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্য মোহভঙ্গ হল। নেই আর নৈরাজ্যের এই হাসপাতালগুলির কয়েকটির পরিকাঠামো তো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমতুল্য। উত্তরবঙ্গের অবস্থা তো আরও খারাপ। এমনিতেই উত্তরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংখ্যায় কম। বিশেষজ্ঞ পরিষেবা, অধিকাংশেই অমিল। তদুপরি, প্রতি লক্ষ মানুষ পিছু হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও প্রতি হাজার মানুষ পিছু চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যার নিরিখে দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গ অনেক পিছিয়ে। ফলে বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার প্রবণতা উত্তরবঙ্গে বেশি। আর একটা উদাহরণ দিই, জলপাইগুড়ি- কোচবিহার তো দূরস্থান, এখানকার প্রাচীনতম কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আজও কোনও ক্যাথ ল্যাব নেই। হৃদরোগের সর্বজনগ্রাহ্য চিকিৎসা পদ্ধতির এই সামান্য সুযোগটুকুও উত্তরবঙ্গের কোনও সরকারি হাসপাতালে মিলবে না। অথচ শিলিগুড়িতে এক ডজনেরও বেশি বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে, ক্যাথ ল্যাবের সুবিধা পাওয়া যায়। কাজেই উচ্চ ও মধ্যবিত্তের গন্তব্যস্থল বেসরকারি হাসপাতালগুলি। যেখানকার মূলমন্ত্র, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। ফলে গরিব মানুষও ঘটিবাটি বিক্রি করে ওদিক পানে ছোটেন প্রাণরক্ষার তাগিদে।

চিন-কিউবার প্রশংসা করলে দেশদ্রোহীর এরপর আটের পাতায়

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?

কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ

বলবেন আপনারাই

লিখব আমরা
আপনাদের মনের কথা

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সিরিয়ায় সংঘর্ষ, মৃত হাজারের বেশি

ক্ষমতাধীন সিরিয়ান সরকারের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিরাপত্তা বাহিনীর আনুগত্য প্রদর্শন। - এএফপি

দামাস্কাস, ৯ মার্চ : দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ। রাজধানী দামাস্কাসের দখল নিয়েছে তাহরির আল শাম এবং জইশ-আল-ইজ্জর নামে দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট। কিন্তু তারপরেও সিরিয়ায় শান্তি ফেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার থেকে সেখানে নতুন করে সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিয়েছে। সিরিয়ায় সদ্য ক্ষমতায় আসা বিদ্রোহী জোটের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে আসাদ অনুগামীরা। দু'পক্ষের হামলা, পালটা হামলায় হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ।

লন্ডনভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি জানিয়েছে, সিরিয়াজুড়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ায় চেষ্টা করছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসাদের অনুগতরা। তাদের মধ্যে পূর্বতন সরকারের পদাধিকারী, সমর্থকদের পাশাপাশি বহু প্রাক্তন সেনা সদস্য রয়েছে। বৃহস্পতিবার আসাদ পরিবারের শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত জাবলেহ শহরে একজনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের বিরাট বাহিনী। সেই অভিযানকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। আসাদ অনুগতদের পালটা হামলায় জাবলেহতে সরকারি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পর সেখানে বাড়তি বাহিনী পাঠিয়েছে সরকারপক্ষ। পাশাপাশি সিরিয়ার নানা অংশে সরকারি আধিকারিকদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে আসাদ সমর্থকরা। তাদের সঙ্গে বর্তমান সরকারের অনুগত নিরাপত্তাকর্মীদের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে শত শত সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সরকারের দাবি, নিহতদের মধ্যে ১২৫ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। আসাদ অনুগতদের মৃত্যুর সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ লাতাকিয়া শহরে। সংঘর্ষের জেরে এরপর আটের পাতায়

জাল ভারতীয় নথি তৈরির পান্ডা গ্রেপ্তার হিলিতে

বিধান ঘোষ

হিলি, ৯ মার্চ : মাছের হ্যাচারি থেকে বাংলাদেশি ডাক্তার গ্রেপ্তারি কাণ্ডে নতুন মোড়। তদন্ত এগোতেই বেরিয়ে এল জাল আধার ও প্যান কার্ড তৈরির চক্র। যার অন্যতম পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল হিলি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাফিজ খা ওরফে খান সাহেব। রবিবার তাকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পূর্ব কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা খান সাহেবকে লোকজন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মুহুরি বলেই জানে। ত্রিমোহিনীতে বিভিন্ন ঠেকে বসে খদ্দের ধরতেন তিনি। আর তার আড়ালেই তৈরি করে ফেলেছিলেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভারতীয় নথি তৈরি করে দেওয়ার আস্ত একটা চক্র। মিডল ম্যান হিসেবে বেকার তরুণদের ভিড়িয়েছিলেন। এদের কাজ ছিল সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাংলাদেশি খরিদ্দারদের নথি তৈরির জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। খান সাহেবকে জেরা করে এমনই তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে উঠে এসেছে।

বুধবার হিলি থানার ৩ নম্বর ধলপাড়া পঞ্চায়েতের ডাবরা গ্রামের একটি মাছের হ্যাচারি থেকে বাংলাদেশের নওগাঁর বাসিন্দা শ্যামকুমার সাহা নামে এক মাছের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় হ্যাচারির কর্ণধার অমৃত দাস ওরফে হরেকৃষ্ণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই দুজনকে জেরা করে বাংলাদেশির আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরির অপরাধে কিসমতদাপট গ্রামের বাসিন্দা অলোক পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত অলোক বালুরঘাটের একটি বেসরকারি ব্যাংকে আধার সংক্রান্ত বিভাগে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ গত বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তুলে ৬ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করে বাংলাদেশিদের ভারতীয় নথি তৈরির চক্রের সন্ধান মেলে। জার জেরেই গ্রেপ্তার হল রাফিজ খা ওরফে খান সাহেব। গোটা চক্রের হদিস পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রবিবার। - সংবাদচিত্র

প্রেম করায় তরুণী গৃহবন্দি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : সদ্য শনিবারই নারী দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলাজুড়ে। অথচ সেই শহরের একেবারে লাগোয়া পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল এক তরুণীকে। অন্য কেউ নয়, নিজের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর মেসেজ পেয়ে কাকতালীয়ভাবে নারী দিবসের দিনই তাঁকে উদ্ধার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শনিবার থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের দায়িত্বেই ছিলেন সেই তরুণী। যদিও তিনি সাবালিকা, তবুও তাঁকে বাড়িতে 'ফিরিয়ে নিয়ে যেতে' রাজি হননি তাঁর বাবা।

কী ঘটেছিল? গত ৭ তারিখের ঘটনা। সেদিন কোতোয়ালি থানার পুলিশের মোবাইল নম্বরে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে মেসেজ আসে। সেই মেসেজে তরুণী নিজের পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেন যে, পরিবারের তরফে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে বাড়ির একটি ঘরে। পুলিশ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে। বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন হল, মেয়েটিকে বাড়িতে আটকে রাখা হল কেন? থানা সূত্রে খবর, এর পিছনে রয়েছে সেই ভালোবাসার সম্পর্কের গল্প। এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে সেই তরুণীর, যা তাঁর পরিবারের পছন্দ নয়। সেকারণেই এই 'ফিল্মি' পদক্ষেপ পরিবারের।

কোনও সাবালিকাকে কি এভাবে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা যায়? আইনের দিক থেকে দেখলে, যায় না। তার ওপর সেই তরুণী উচ্চশিক্ষিত। তিনি নাগরাকাটার একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। বাড়িতে আটকে রাখার ফলে তিনি স্কুলেও যেতে পারছেন না। তবে কতদিন ধরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। কারণ সেই তরুণী বা তাঁর পরিবারের কেউই সংবাদমাধ্যমের কাছে এসব নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পর তরুণী জানিয়েছেন, মানসিকভাবে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। যেহেতু তাঁকে কর্মক্ষেত্রেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই তিনি আরও ভেঙে পড়েছেন। পুলিশের কাছে তরুণীর কাতর অনুরোধ, তাঁকে যেন স্কুলে যেতে দেওয়া হয়। মেসেজ পাওয়ামাত্রই শনিবার মেয়েটির বাড়িতে টিম পাঠায় পুলিশ। মেয়েটিকে থানায় নিয়ে আসার পর, তাঁর বাবাও পুলিশের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

শনিবার মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর সেই রাতে তাঁকে রাখা হয়েছিল ওয়ান স্টপে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রয়েছে সেই ওয়ান স্টপ। কোনও নাবালিকা বা সাবালিকাকে পুলিশ উদ্ধার করার পর তাঁদের প্রাথমিকভাবে সেখানেই রাখা হয়। পরে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলা দায়রা আদালতে জানানো হয়েছে।

যা ঘটেছে

- পাহাড়পুরের তরুণীর সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক
- সেই সম্পর্কে আপত্তি মেয়েটির পরিবারের
- তাই তাঁকে বাড়িতে আটকে রাখা হয়
- পুলিশের দ্বারস্থ হন সেই তরুণী
- পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে

মাছের সন্ধানে। বালুরঘাটের কাশিয়া খাঁড়িতে। - অভিজিৎ সরকার

হেমতাবাদে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ সব দল

পুড়িয়ে খুনে বেপাত্তা দুষ্কৃতীরা

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৯ মার্চ : তৃণমূল নেত্রীর ভাইপোকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে খুন করার পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েছে। এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা। এবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। বিরোধীদের পাশাপাশি শাসকদলের তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন।

গত শনিবার হেমতাবাদের নুরপুরে খড়ের গাদায় তৃণমূল নেত্রীর ভাইপোর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সেদিনই নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হেমতাবাদ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিকের আশ্বাস, 'দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে শীঘ্রই ঘটনার কিনারা হয়ে যাবে।'

মৃত বিট্টু ক্ষেত্রীর ভাই সাধন ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন পুলিশের উপর আস্থা রাখব কীভাবে? যে ঘটনা আমাদের সঙ্গে হয়েছে সেই ঘটনা কোনও মন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে ঘটলে কী করতেন?'

বিট্টুর পরিবারের বক্তব্য, বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীর নাম সহ তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অথচ অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হচ্ছে না।

পুলিশের দাবি

- বিট্টু খুনের ঘটনায় তদন্ত করছে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ
- বিট্টুর ফোনের সিডিআর এবং কে কে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে
- ক্রাইম স্পটে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে

পুলিশ জানিয়েছে, বিট্টু খুনের ঘটনায় তদন্ত করছে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বিট্টুর ফোনের সিডিআর এবং কে কে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্রাইম স্পটে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কানাইয়ালাল বলেন, 'পুলিশের কাছে দাবি, প্রকৃত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতেই হবে।'

সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনাহারুল হকের কথায়, 'জেলাজুড়ে মানুষের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে। পুলিশের উচিত অপরাধে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা।'

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারের মন্তব্য, 'জেলায় দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে আমরা জেলাজুড়ে আন্দোলনে নামব।'

ব্রাউন সুগার সহ কালিয়াচকে ধৃত ১

কালিয়াচক, ৯ মার্চ : লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগারসহ একজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার দশদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম মোস্তফা আলি (৩৫)। তাঁর বাড়ি ভগবানপুর পঞ্চায়েতের বড়কামাত এলাকায়।

রবিবার ভোররাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ একটি অভিযান চালায় বালিয়াডাঙ্গা মোজমপুর রাজ্যসড়কের পাশে মহেশপুর এলাকার। সেখানে হানা দিয়ে ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩০৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ব্রাউন সুগার বলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং কোথায় বিক্রি করা হত, এই চক্রের সঙ্গে আর কারাযুক্ত রয়েছে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে।

জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানান, 'একটি অভিযানে ৩০৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

কুম্ভকার সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : রবিবার অল ইন্ডিয়া অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বাহিন অঞ্চলের ঝিটকিয়াতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মৃৎশিল্পীদের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মৃৎশিল্পী নির্মল পাল, সম্বল পাল সহ প্রমুখ। উপস্থিত প্রতিনিধিরা আলোচনায় জানান, জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রীর দাম তেমনভাবে বাড়েনি। ফলে কমেছে লাভের পরিমাণ।

ট্যাংকারের ধাক্কায় মৃত বাইকচালক

সামশেরগঞ্জ, ৯ মার্চ : সামশেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর ঘোষপাড়া মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম তোফিজুল শেখ(৪০)। সামশেরগঞ্জ থানার চাঁদনিচহা গ্রামে তাঁর বাড়ি। রবিবার তিনি বাইক নিয়ে বাসুদেবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। জয়কৃষ্ণপুর ঘোষপাড়া মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পার হতে গিয়েই তেলের ট্যাংকারবাহী একটি লরি তাঁর মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর জখম হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তোফিজুলকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পেট্রোল ডিলারদের বার্ষিক সভা

গাজোল, ৯ মার্চ : মালদা জেলা নর্থ বেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার গাজোলে সংগঠনের জেলা বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান হল। এই বার্ষিক সভায় জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ দাবি উঠে আসে। অন্যতম দাবি গুলি হল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেট্রোলের বকেয়া বিল পরিশোধ, পেট্রোল পাম্পের কমিশন বৃদ্ধির দাবি তুলেন সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি তাঁরা ফায়ার ব্রিগেডের লাইসেন্স নিয়েও জটিলতার সমস্যায় ভুগছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন নর্থ বেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যামলপাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বিনোদ গিদরা সহ প্রমুখ।

কিডনি চাই

একটি কিডনি চাই। রক্তের গ্রুপ - B+ (Male)। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে চান তবে যোগাযোগ করুন। M - 7407684638, 7477805707. (B/S)

বিক্রয়

ভক্তিনগর N.J.P পাইপলাইনের পাশে $1^1/_2$ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। 7679833688. (C/115610)

•

কলাবাগান বৃন্দাবন সাহার চৌপথিতে অতিসত্বর 570 Sqft স্টল বিক্রয় হইবে। Ph - 9907555891. (C/114651)

সভা/সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন ১১ই মার্চ ২৫, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০.৩০ মিনিটে এই উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/115611)

অ্যাফিডেভিট

আমার স্কুল সার্টিফিকেট নং - 11, মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, কোচবিহার, আধার কার্ড নং 5294 3791 1870 এবং ভোটার কার্ড নং LZL 2394674 নাম ভুল থাকায় গত 06-03-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sisir Dutta এবং Sisir Datta এবং Shishir Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বাইশগুড়ি, নিউ কোচবিহার, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114650)

সাংসদ কোটায় ৫টি ঘর উদ্বোধন খগেনের

গাজোল, ৯ মার্চ : সাংসদ খগেন মুর্মুর কোটার বরাদ্দ টাকায় ৫টি ঘরের উদ্বোধন হল রবিবার। ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানের শেষের দিনে এই ঘরগুলির উদ্বোধন করে সাংসদ নিজেই। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজি মহারাজ, সাংসদ খগেন মুর্মু, তিন বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, জুয়েল মুর্মু এবং গোপাল সাহা।

সাংসদ বলেন, 'সমাজের বিভিন্নরকম সেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ভারত সেবাশ্রম সংঘ। আগামীদিনে এই সংঘের জন্য প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয় করে সোলার সিস্টেম বসানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে আশ্রমের সামনে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।'

ভারত সেবাশ্রম সংঘে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রবিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি, গীতা পাঠ এবং চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারাদিন ধরে চলে নানাধরনের ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই চলে দীক্ষাপ্রদান কর্মসূচি। রাতে ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠান এবং নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের বড় ধরনের অনুষ্ঠান পালিত হয় রবিবার। এদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিক কর্মসূচি। সকালে পালিত হয় বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে পুণ্যবারি আনয়ন কর্মসূচি। পরপর অনুষ্ঠিত হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের অভিষেক, পুজো এবং অন্নকূট ভোগ। দুপুর একটা থেকে শুরু হয় প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি, চলে রাত পর্যন্ত। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় আত্মরক্ষামূলক লাঠি এবং ছোরা খেলা। সন্ধ্যেবেলা অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় সম্মেলন। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন আশ্রমের মহারাজেরা। সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু হয় বৈদিক শান্তি যজ্ঞ। সবশেষে পরিবেশিত হবে ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠান।

এদিন সাংসদ কোটার তহবিল থেকে ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে পাঁচটি নতুন ঘরের উদ্বোধন করেন সাংসদ খগেন মুর্মু।

ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ স্বামী বৈবস্বতানন্দজি মহারাজ জানান, 'প্রতিবছরই ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের ঢল নামে আশ্রমে। এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই আমাদের দারুন ভাবে সহযোগিতা করেন। সকলের সহযোগিতা নিয়ে এবারেও খুব সুন্দর ভাবে পালন হচ্ছে আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান।'

হাঁটুর রোগ নির্ণয়ে নিঃশুল্ক শিবির

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : রায়গঞ্জের জীবনরেখা হাসপাতালে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে হাঁটুর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষ নিঃশুল্ক শিবির। শিবিরের সূচনা করেন কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: অভীক রায়। তিনি গত তিনমাস ধরে এখানে রোগী দেখছেন এবং হাঁটু প্রতিস্থাপন করছেন। রবিবার এনিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন জীবনরেখার কর্নধার ডাঃ শান্তনু দাস। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে হাঁটুর সমস্যা বহু সাধারণ মানুষকে কাবু করে দেয়। প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে বাইরে যান। জীবনরেখা হাসপাতালে এই সমস্যার চিকিৎসা করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এখানে হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হয়। সম্প্রতি ইএসআই স্কীমে হাঁটুর টিউমার অস্ত্রপচার করা হয়েছে বিমামূল্যে। হাঁটুর সমস্যার চিকিৎসা নিয়ে তিনদিনের ক্যাম্প চলছে।'

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অভীক রায় জানান, 'তিনমাস ধরে জীবনরেখায় আসছি কলকাতা থেকে। হাঁটুর রোগ নিয়ে বিশেষ বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে হাঁটুকে ভালো রাখা যায়, তা নিয়ে রোগীদের পরামর্শ দিই।'

নারী সশক্তিকরণ নিয়ে চর্চা

চাঁচল, ৯ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার নারী সশক্তিকরণ ও নারী প্রতিভা নিয়ে চর্চা হল চাঁচলে। এদিন চাঁচল মহকুমা আইনি পরিষেবা অফিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চাঁচল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত বিচারক সুরজিৎ দে, চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস ও চাঁচল থানার আইসি পুর্ণেন্দু কুণ্ডু সহ প্রমুখ।

ডিআই-কে ডেপুটেশন

মালদা, ৯ মার্চ : গত ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে ইংরেজি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত চামাগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। তারই প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) মালদা জেলা শাখা চামাগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক অরুণকুমার প্রসাদ, সহ সভাপতি শংকর সেনগুপ্ত, সহ সম্পাদক রাহুলরঞ্জন দাস, মিসবাউল আলম, অমৃত ঘোষ প্রমুখ।

পাকা রাস্তা নির্মাণের সূচনা

হবিবপুর, ৯ মার্চ : রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের। পাকা রাস্তা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হত গ্রামবাসীদের। অবশেষে প্রশাসনের তরফে রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতের শোলাডাঙা গ্রামের রাস্তা। এই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। এদিন থেকেই ঢালাই রাস্তাটির কাজের সূচনা হয়। বর্ষার মরশুমে তাঁদের আর দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে না বলে আশাবাদী গ্রামবাসী।

আজ টিভিতে

পরশুরাম রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা: সকাল ৭.০০ সাথী আমার, ১০.০০ নাগপঞ্চমী, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি, রাত ১০.৩০ দাদার আদেশ, ১.০০ গেট টুগেদার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৭.৩৫ মজনু, রাত ১০.১৫ অন্ধবিচার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভগিনী নিবেদিতা

তুই আমার হিরো সন্ধে ৬.০০

চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০

সিরিয়াল দুটি জি বাংলায়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

জি সিনেমা : দুপুর ২.২৫ ২.০, বিকেল ৫.২৬ খুঁখার, রাত ৮.০০ ভজে বায়ু বেগম, ১০.৩৯ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৬ খিচড়ি-টু, দুপুর ১.০৮ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৪৭ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ ওম ভীম বুশ, রাত ১০.২৩ দবং-থ্রি

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৪ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৪৪ শক্তিমান, সন্ধে ৭.৩০ জিগর, রাত ১০.২৮ মজাল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.১৮ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৪.২০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.৩১ বধাই হো, রাত ৯.০০ ক্রু, ১১.১৩ জওয়ানি জানেমন

বন্ধন দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

দবং থ্রি
রাত ১০.২৩ **অ্যান্ড পিকচার্স**

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.০৮ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ

সাবোতাজ রাত ৯.০০ **এমএনএক্স**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার জন্যে দুশ্চিন্তা কাটবে। **বৃষ :** রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বন্ধুকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। **মিথুন :** পেটের অসুখে সমস্যায়। পুরোনো কোনও বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। **কর্কট :** নতুন কোনও চাকরিতে যোগদানের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে। **সিংহ :** অন্যায়ের বিরোধিতা করে সমস্যায়। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অনুশোচনা। **কন্যা :** বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **তুলা :** অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বেশি কথা বলে বিপদে। **বৃশ্চিক :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। **ধনু :** গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **মকর :** দূরের কোনও বন্ধু উপহার পাঠাতে পারেন। আজ বেফাঁস কোনও কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। **কুম্ভ :** অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। **মীন :** সর্দিকাশিতে ভুগতে হবে। মায়ের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৯ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, ২০২৫, ২৫ ফাগুন, সংবৎ ১১ ফাল্গুন সুদি, ৯ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৫।৪০। সোমবার, একাদশী দিবা ৯।৫০। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ২।৩১। শোভনযোগ অপরাহ্ন ৪।১। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।৫০ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।৪১ গতে বালবকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ২।৩১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ৯।৫০ গতে নৈরৃতে। কালবেলাদি ৭।২৪ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১২ মধ্যে। শুভকর্ম-নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।৫২ গতে ৯।৫০ মধ্যে সাধভক্ষণ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৯।৫০ গতে ২।৪৪ মধ্যে নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (আমলকী)। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে অদ্য একাদশীর উপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দিবা ৯।৫০ মধ্যে গোস্বামীমতে আমর্দ্দকীব্রত ও শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চন। দিবা ৯।৫০ মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীদামোদর দেবের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ১০।২৬ গতে ১২।৫৩ মধ্যে ও রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২০ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দোলের আনন্দ। রবিবার কলকাতা ময়দানে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি কাজে পিছিয়ে

আবাসে দেরি, শোকজ ডিএম-দের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মার্চ : গত বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে মিটিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ৭ মার্চ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, ওই উপভোক্তাদের ৭,৫৬,২৯৬ জন উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজই শুরু করেননি। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ছিল, প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকায় উপভোক্তারা বাড়ির ঢালাইয়ের আগে পর্যন্ত তৈরি করে ফেলবেন।

মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তির যে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে, তাতে ঢালাই ও বাড়ির প্লাস্টার, রঙের কাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু মার্চ মাস পর্যন্ত ওই উপভোক্তারা টাকা খরচ না করায় চিন্তায় পঞ্চায়েত দপ্তর। বাড়ির ঢালাই পর্যন্ত তৈরি না হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে না। কী কারণে উপভোক্তারা কাজ শুরু করেননি, তা জানতে জেলা শাসকদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল পঞ্চায়েত দপ্তর। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে এই নিয়ে জেলা শাসকদের পঞ্চায়েত দপ্তরে রিপোর্ট করতে হবে।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'গৃহহীনদের বাড়ি তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই টাকা দিয়েছে। উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করছেন কি না, তা দেখার দায়িত্ব ব্লক ও পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের। বাড়ি তৈরিতে কোনও সমস্যা হলে সরকারি অফিসার ও জনপ্রতিনিধিরা তা সমাধান করবেন। কিন্তু টাকা নিয়ে ফেলে রাখা যাবে না। যাঁরা বাড়ি তৈরি করেননি, কেন করেননি তা জেলা শাসকদের তদন্ত করে জানাতে হবে।'

বাড়ি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। একইভাবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দুই দিনাজপুর জেলায় মাত্র ৩৭ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। তুলনামূলক এগিয়ে আছে কোচবিহার জেলা। সেখানে ৭০ শতাংশ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মালদা জেলাতেও ৫৬ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে অনীহার কারণ জানতে জেলা শাসকদের নীচু স্তরে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে। এখনও কয়েকটি জেলায় সিন্ডিকেটরাজ চলার কারণে উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করতে পারছেন না বলে নবান্নের কাছে রিপোর্ট এসেছে। তাই ফের তৎপর হয়েছে নবান্ন।

বাংলার বাড়ি

- বাড়ি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা
- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দুই দিনাজপুর জেলায় মাত্র ৩৭ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে
- তুলনামূলক এগিয়ে আছে কোচবিহার জেলা

ঐক্যের চেষ্টা সুকান্তদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মার্চ : দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে এক হয়ে চলার কথা দিয়েও নিরাশ হয়ে বসে আছেন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষনেতারা। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই সহমত ও আলোচনার ভিত্তিতে রবিবার পর্যন্ত এরাজ্যে দলের সভাপতির নাম ঘোষণা না হওয়ায় তাঁদের হতাশা বাড়ছে। দলের জেলা সভাপতিদের নামও ঘোষণা হয়নি।

রাজ্যে দলের একাধিক শীর্ষনেতার প্রশ্ন, এখনও সাংগঠনিক নির্বাচন পর্বই সারা হল না, তাহলে আগামী বছর রাজ্য বিধানসভার ভোটে দল লড়াইয়ের ময়দানে কবে নামবে? গেরুয়া শিবিরের খবর, রাজ্য সভাপতি বাছাইয়ের আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই রাজ্য নেতাদের ঐক্যের বার্তাই সবচেয়ে জরুরি মনে করেছেন। রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় দেরি হওয়ার পিছনে এটাই মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপি কার্যত তিন শিবিরে বিভক্ত। রাজ্যে দলের তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী পরোক্ষে ওই তিন শিবিরের নেতৃত্বে বলেই খবর। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বরাবরই চেয়ে এসেছেন বঙ্গ বিজেপির এই শীর্ষনেতারা এক হয়ে চলুন। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে রাজ্যে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করুন। যদিও এখনও পর্যন্ত বাস্তবে ওই ছবিটা স্পষ্ট হয়নি।

জানা গিয়েছে, দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের এই মনোভাব বুঝেই রাজ্য বিজেপির শীর্ষনেতারা তাঁদের কাছে এক হয়ে চলার বার্তা পাঠিয়েছেন। এটা স্পষ্ট হয়েছে রাজ্যে অতিসম্প্রতি আরএসএসের সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষনেতাদের এক আলোচনায়। সেখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরাও হাজির ছিলেন। সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের আরও কয়েকজন শীর্ষনেতা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সকলের সাক্ষাতেই বঙ্গ বিজেপির ওই তিন শীর্ষনেতা রাজ্যে এক হয়ে চলার ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। সামনে রাজ্যে বিধানসভার ভোট। বৈঠকে শুভেন্দু দিলীপকে বলেন, দ্রুত সাংগঠনিক নির্বাচন পর্ব সেরে আমাদের এক হয়ে মাঠে নামতে হবে।

সভাপতি ঘোষণা এখন মাথাব্যথা

একইভাবে দিলীপ, সুকান্ত এবং অন্যেরা এক হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহমত পোষণ করেন। তবে এখনই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সেরে ফেলা দরকার, সেটাও তাঁরা বলেন। দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সামনে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে পরোক্ষে তাঁরা বুঝিয়ে দেন, এখন তাঁরা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কী চাইছেন।

অভিষেকের সঙ্গে রফার খোঁজে বক্সী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মার্চ : সাংগঠনিক রদবদল নিয়েই শাসকদল তৃণমূলের নেতৃত্বের অন্দরে জট এখনও অব্যাহত। এই নিয়েই নতুন ফর্মুলার খোঁজে নেতৃত্বের লাগাতার প্রয়াস শুরু হয়েছে বলে রবিবার দলীয় সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের মধ্যেই এই বাড়তি বোঝা নিতে হয়েছে তাঁদের। দলনেত্রীর জরুরি নির্দেশে আবার তাঁর আস্থাভাজন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের মতবিনিময় শুরু হয়েছে।

অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, নেত্রীর কথামতো অভিষেক ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে ১৬ মার্চ দলকে নিয়ে বসবেন। তবে সেই সঙ্গে দলকেও সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হতে হবে।

জানা গিয়েছে, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে দলের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে আবার দলে কথা হবে। নেত্রীর এই অভিমতের পরই অভিষেকের সঙ্গে এই ব্যাপারে নতুন এক ফর্মুলার খোঁজ শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। নেত্রীর নির্দেশে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে অভিষেকের আবার একান্তে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নয়া ফর্মুলার কোনও হদিস না মিললেও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তৃণমূলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, দলনেত্রী চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব দলের মধ্যে এই জটিলতা ও ধোঁয়াশা কাটুক। তাঁর কাছে, অভিষেকের ভূমিকা দলে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভোটের আগের বছরে দলের কাছে ঝুঁকিপূর্ণই হয়ে উঠবে। ভোটে দলের প্রচারে কেন্দ্র ও বিজেপি বিরোধী ইস্যুকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে অভিষেককে দলের দরকার। এর আগে এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে অভিষেক সাফল্য পেয়েছেন এটা দলনেত্রীও বোঝেন ও মানেন। তাই ভিতরে ভিতরে একটা সমঝোতা হবেই। নেত্রী ও নেতা দুজনেরই তাই বিশ্বাস।

কল্যাণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী রাজীব

কলকাতা, ৯ মার্চ : 'দাদা ভুল হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করে দাও।' রবিবার ছুটির সকালে হুগলির শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হঠাৎই হাজির ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই রাগ জল। ভাইয়ের মতো রাজীবকে বুকে টেনে নেন বর্ষীয়ান সাংসদ।

যাদবপুরে বাম উচ্ছেদের ডাক পদ্মের

কলকাতা, ৯ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বামেদের হিন্দু ভোট কাটা রুখতে যাদবপুরের মতো বামেদের লালদুর্গেও মন্দির ভাঙার মতো মেরুকরণের রাজনীতি চায় বিজেপি। রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য বাম ও অতি বামদের দুষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ধিক্কার মিছিল করেছে বিজেপি। সেই মিছিলেই যাদবপুর থেকে বাম ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উচ্ছেদ দাবি করে উচ্চমাধ্যমিকের পর এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সিপিএম ও বামেদের ভোটকাটুয়া বলে কটাক্ষ করে বিজেপি বলে, ভোট এলেই নো ভোট টু বিজেপি বলে তাদের হিন্দু ভোট কাটে সিপিএম আর অতি বামেরা। বিজেপি বিরোধিতার নামে তৃণমূলকে সুবিধা করে দিতে তাই কখনও টেবিলের তলায় বাম-তৃণমূল বোঝাপড়া, কখনও ফিশ ফ্রাই পলিটিক্স বামেদের অস্ত্র। যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়াতেও সেই বাম-তৃণমূল বোঝাপড়ার দাবি বিজেপির। যাদবপুর কাণ্ডে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু আক্রান্ত হওয়ার পরেও পুলিশ না পাঠানো, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, যাদবপুরের ভিতরে বামেদের পিঠ চুলকে দেয় তৃণমূল, বাইরে তৃণমূলকে পিঠ চুলকে দেয় বামেরা। এই আবহে এদিন ধিক্কার মিছিল করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, ১৬ মার্চ নাগরিক কনভেনশন করে যাদবপুর লোকসভা নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবে। উচ্চমাধ্যমিকের পর সেই আন্দোলনকে রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিজেপির দাবি, ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট অতিরিক্ত পেলেই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারে বিজেপি। সে কারণে, যাদবপুর ইস্যুতে বামেদের প্রাসঙ্গিক করে বিজেপির ওই হিন্দু ভোট বামেদের ঝুলিতে রাখতে চান মমতা। মমতার সেই চাল ভেস্তে দিতেই বামদের হিন্দু ভোট কাটা রুখতে যাদবপুরের মতো বামেদের লালদুর্গেও মন্দির বার্তা দিতে চায় বিজেপি। এদিন শুভেন্দুর ঘোষণা, বারুইপুরে যে মন্দির ভাঙা হয়েছে সেখানে গিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তাকে পবিত্র করে নতুনভাবে ওই মন্দিরকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
56 A, B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice: FC/PG/PHD-01/25 **Date: 10/03/2025**

On basis of the decision taken by the Admission Board of the Faculty of Arts, the University invites online applications for admission to the Ph.D. academic programme in deferent subjects under the Faculties of Arts in the academic session 2023-2024 in compliance with the pertinent UGC Regulation 2022 and subsequent university regulation in this regard.

Application Forms can be filled up **Online** on the University Admission/Students portal **https://online.rbu.net.in** from **11/03/2025** to **28/03/2025.**

For further details, please visit the University website. **(www.rbu.ac.in)** and Admission/Students portal **https://online.rbu.net.in.**

Secretary, Faculty Councils

*Terms and conditions apply. #Cashback Offer is available on purchase of any Honda two wheeler model includes 5% cashback upto maximum of ₹5000 on EMI transactions using HDFC bank credit card and IDFC FIRST bank credit card through Pine Labs machines only. #The scheme is available in selected outlets only. #Cashback offer is valid until 31st March 2025. **The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. **The offers may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. **This scheme is offered by Authorised Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of Activa 110cc and Activa 125cc from Authorised Main Dealers and Associate Dealers. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

আধপোড়া কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার

তপন, ৯ মার্চ : মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী রঞ্জিত মণ্ডলের পরিত্যক্ত হ্যাচারি থেকে এবার মিলল আধপোড়া কাফ সিরাপের বোতল। ঘটনায় ফের ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তপন থানার হারদিঘি গ্রামে।

শনিবার তপন থানার হারদিঘির বাসিন্দা রঞ্জিতের গোডাউন থেকে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সঙ্গে রঞ্জিতকে গ্রেপ্তার করে। এদিন তপন থানার পুলিশ রঞ্জিতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পাঠালে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এরই মধ্যে রবিবার রঞ্জিতের মকদমপুর গ্রামের বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত হ্যাচারিতে আধপোড়া অবস্থায় কাফ সিরাপ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তপন থানার পুলিশ। সেইসঙ্গে আসেন বিএসএফের জওয়ানরাও।

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'কাফ সিরাপের কিছু পোড়া বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি কুমারগঞ্জে

কুমারগঞ্জ, ৯ মার্চ : কুমারগঞ্জে এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত তিনজনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা। এরপরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কয়েকদিন আগে ওই বধূকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ ওঠে এক প্রতিবেশী সহ তাঁর দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত ও তাঁর সহযোগীরা ওই বধূকে হেনস্তা করার পাশাপাশি শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। তাঁর চিৎকারে এক প্রতিবেশী বাঁচাতে গেলে আক্রান্ত হতে হয় তাঁকেও।

স্থানীয়ভাবে সালিশি সভার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। তবে অভিযুক্তরা সালিশি সভাতে উপস্থিত হননি। ফলে নির্যাতিতা কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কন্যাসন্তান জন্মে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ

পতিরাম, ৯ মার্চ : কুমারগঞ্জের একটি গ্রামের দাম্পত্যজীবন সংকটের মুখে। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির লোকজন গৃহবধূর ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই স্বামী সহ মোট তিনজনের বিরুদ্ধে শনিবার পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ।

প্রায় বছর চারেক আগে ওই তরুণীর বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পরেই তিনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ, কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে তাঁকে অপরাধী হিসেবে দোষারোপ করতে থাকেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপর ক্রমশ বাড়তে থাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। প্রায় সাত মাস আগে স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে রেখে ওই ব্যক্তি কলকাতায় চলে যান। স্বামী চলে যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই বধূকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরও স্বামীর বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে একাধিকবার বাধা দেওয়া হয়। নিরুপায় হয়ে শনিবার তিনি পতিরাম থানায় স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখা নাচের প্রস্তুতি। রবিবার বালুরঘাটের বাদামাইলে। - অভিজিৎ সরকার

শ্রাদ্ধবাড়িতে এসে দুর্ঘটনার শিকার

টোটোর চাকায় পিষ্ট শিশু

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসে টোটোর চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। রবিবার তপন থানার চকসাথিহার গ্রামের এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মৃত শিশুর নাম অনুপ কিসকু। তপন থানার আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানলাহারে তার বাড়ি। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দিদার সঙ্গে চকসাথিহার গ্রামে গিয়েছিল সে। এদিন তার মা, বাবার আসার কথা ছিল। তার আগে সকালে এলাকারই এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা পারাপার হচ্ছিল অনুপ। সেইসময় বালুরঘাটগামী একটি টোটো তাদের ধাক্কা মারে। বন্ধুটি অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও যাত্রীভর্তি টোটোর চাকায় পিষ্ট হয় অনুপ। তার মাথায় আঘাত লাগে। তড়িঘড়ি তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ভিড় করতে শুরু করলে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শন্ত করে। পরে ঘাতক টোটোচালক জুয়েল সরকারকে আটক করেছে। তার বাড়ি তপনের দাঁড়ালে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মুর্মু বলেন,'যাত্রী ভর্তি টোটোটি খুব দ্রুতগতিতে ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' অভিযুক্ত টোটোচালক জুয়েলের বক্তব্য,কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না। ঘটনার পর শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয়রা তাকে বাইকে করে নিয়ে যান। পরে তাদের বাড়ির লোকেদের আমিই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

হাসপাতালে শোকার্ত মৃত শিশুর মা। রবিবার বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

গ্রামে মাধ্যমিক স্কুল তৈরির উদ্যোগ নিতাম

রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বীরঘই। রাজ্যে বামেরা ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিন এই পঞ্চায়েত তাদের দখলে ছিল। পরবর্তীতে কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি ও কখনও তৃণমূল দখল করে। বর্তমানে পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় বিজেপি। বিরোধী দলনেত্রী তৃণমূলের মঞ্জু মণ্ডল। তিনি প্রধান হলে কী কী করতেন?

পেতাম যদি সিংহাসন

দীপঙ্কর মিত্র

মঞ্জু মণ্ডল

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : আমি প্রধান হলে যেসব অঞ্চলের রাস্তা বেহাল এবং যেসব জায়গায় পানীয় জল পৌঁছায়নি, সেসব বেহাল রাস্তার সংস্কার করতাম। চেষ্টা করতাম পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে। রাস্তাগুলির মান নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তোলেন। এ ক্ষেত্রে আমি ঠিকাদারদের শিডিউল মেনে কাজ করার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতাম। পানীয় জলপ্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও গ্রামগুলিতে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায়নি। অধিকাংশ জলের লাইন বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। সোলার পাম্পগুলিও অকেজো। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে শূন্য সহনশীল (জিরো টলারেন্স) নীতি গ্রহণ করতাম।

রাস্তার পাশাপাশি অঞ্চলের পুরোনো বহু হাটের অবস্থাও বেহাল। বর্ষা ও শীতে হাট ব্যবসায়ী, ক্রেতারা রীতিমতো সমস্যায় পড়েন। অথচ রায়গঞ্জ ব্লকের হাজার মানুষ হাটে বেচাকেনার সঙ্গে যুক্ত। তাদের কথা চিন্তা করে হাটগুলির সংস্কার করতাম। স্কুলের পড়াশোনার মানে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট নয়। বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত পঠনপাঠনের ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দিতাম। পাশাপাশি এই অঞ্চলে একটি মাধ্যমিক স্কুল তৈরির উদ্যোগ নিতাম।

কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। কাজের অভাবে গ্রামাঞ্চলে বহু শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে। তারা যাতে কাজ পায়, তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম। চাকরি পরীক্ষার জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা করতাম। স্কুল ও কলেজের ছেলেমেয়েদের পঠনপাঠনে সুবিধার জন্য লাইব্রেরি তৈরির উদ্যোগ নিতাম। এছাড়াও আমার চেষ্টা থাকত গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আরও একটা উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম নেশার স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। বাদ নেই বীরঘই। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা, দিন আনি দিন খাই মানুষগুলো নেশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এই নিয়ে প্রায় বাড়িতে অশান্তি। ছেলেরা নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ির সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে। নিঃস্ব হচ্ছে তাদের পরিবার। মাদকে আসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। কারণ ছাত্র-যুবসমাজকে নেশার হাত থেকে বাঁচাতে পারলে অসামাজিক কাজকর্ম কমবে। এজন্য নিয়মিত তাদের কাউন্সেলিং, কর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, খেলাধুলার ব্যবস্থা করতাম। আর যারা গ্রামে নেশার সামগ্রী ঢুকিয়ে পরিবেশ বিষময় করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানুষকে নিয়ে নজরদারি দল গঠন করতাম। আমার বিশ্বাস, আমি সাফল্য পেতাম।

একনজরে

- ২৮টি সংসদ নিয়ে বীরঘই পঞ্চায়েত
- গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ১৫টি, তৃণমূল ১৩টি, কংগ্রেস ও সিপিএম একটি করে আসনে জয়লাভ করে
- জনসংখ্যা ৩৮ হাজার
- মূল সমস্যা পানীয় জলের অভাব ও মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া

পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদে গ্রেপ্তার দুই

কুশমণ্ডি, ৯ মার্চ : পারিবারিক জমির দখল নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে উত্তেজনা ছড়াল কুশমণ্ডি থানার পইনালা গ্রামে। দুই পরিবারের বিবাদে এক তরুণ ও তাঁর স্ত্রী আহত হন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত আবদুল সালাম (২৭) ও মাইজার রহমানকে (২৫) রবিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

অভিযুক্ত দু'জনের বাড়ি পইনালা গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে একটি জমি নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদ চলছিল। শনিবার সকালে ট্র্যাক্টর নিয়ে জমিতে চাষ করতে যান আবদুল সালাম ও মাইজার রহমান। তখনই অপরপক্ষ বাধা দিলে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলেও পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয়পক্ষ। আহত হন আবুল হোসেন ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম সহ আবদুল গোলাম নামের ওই পরিবারের আরেক সদস্য। আবদুল গোলামকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কুশমণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর আবুল হোসেন ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগমকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় উভয়পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেন।

আইসি তরুণ সাহা জানান,'শনিবার সকালে পইনালা গ্রামে জমির বিবাদে আবদুল সালাম ও মাইজার রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।'

১০ কিমি রাস্তা মরণফাঁদ, অবরোধ বৈরগাছিতে

বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ৯ মার্চ : রাস্তা তো নয়, যেন মরণফাঁদ। কোথাও পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। কোথাও আবার বের হয়ে গিয়েছে কুচো পাথর। রাস্তার মাঝে তৈরি হয়েছে ছোট, বড় অসংখ্য গর্ত। করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণনগর মোড় থেকে গোয়াগাঁও পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি পাকা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে বেহাল রাস্তায়। অভিযোগ, সমস্যার কথা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাই রবিবার বৈরগাছিতে অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া -১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রাণনগর মোড় থেকে গোয়াগাঁও পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নির্মাণ করা হয়েছিল বাম আমলে। তারপর থেকে একবারের জন্যও রাস্তা মেরামত হয়নি। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। তাঁদের নজরে পড়লেও রাস্তা সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। বৈরগাছির বাসিন্দা মহম্মদ হানিফের কথায়,'১৪টি গ্রামের বাসিন্দা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। প্রাণনগর মোড় থেকে গোয়াগাঁও মোড় পর্যন্ত ১০ কিমি রাস্তায় পিচের চাদর নেই।'

প্রাক্তন উপপ্রধান সৈয়ব রেজা আক্ষেপের সুরে বলেন, 'দিঘলগাঁও, বহিরগাছি, ছিপি, কাচন এলাকার ছাত্রদের যাতায়াতে সমস্যা হয়।'

স্থানীয় সিপিএম নেতা মোহনলাল সিংহের অভিযোগ,'বাম আমলে নির্মিত রাস্তাটি তৃণমূলের আমলে একবারের জন্যও সংস্কার করা হয়নি। ফলে দুর্ভোগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, 'স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পাল, বিডিও ও জেলা পরিষদের নির্বাহী বাস্তুকার রাস্তাটি পরিদর্শন করেছেন। দ্রুত রাস্তা মেরামতের টেন্ডার সম্পন্ন করে কাজ শুরু হবে।'

করণদিঘির বৈরগাছিতে পথ অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের। - সংবাদচিত্র

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হাসিমুখে কাজ।। আলিপুরদুয়ারের দমনপুর চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

নতুন স্পিডব্রেকার

কুমারগঞ্জ, ৯ মার্চ : কুমারগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তায় থাকা স্পিডব্রেকারগুলো ভেঙে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সেগুলো সরিয়ে মোহনা, সাহাপুকুর, ডাঙারহাট, সাফানগর সহ দশটি জায়গায় নতুন করে স্পিডব্রেকার বসানো হল। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দুর্ঘটনা কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্তদান শিবির

বামনগোলা, ৯ মার্চ : ঠাকুর তপোবন বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে পাকুয়াহাট সমবেত প্রয়াস ও সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। ৫জন মহিলা সহ মোট ২১ জন শিবিরে রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন তপোবন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক রতন মণ্ডল, পাকুয়াহাট সমবেত প্রয়াসের সম্পাদক বরুণ সরকার, সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের মালদা শাখার সম্পাদক সৌমিত্র সরকার প্রমুখ।

বাংলা ছোটগল্পের সম্প্রীতি নিয়ে গবেষণায় ডি-লিট

সৌকর্য সোম

মালদা, ৯ মার্চ : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুল রহিম গাজি 'বাংলা ছোটগল্পে সম্প্রীতি সাধনা' বিষয়ের ওপর ডিলিট উপাধি পেলেন। শুক্রবার রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গাঙ্গওয়ারের হাত থেকে তিনি এই উপাধি পান। অধ্যাপক সুব্রতকুমার পালের তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণা করেন। তিনি বর্তমানে কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

আবদুর রহিম গাজি জানান, 'দীর্ঘ আট বছরের নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল এই গবেষণাকর্ম। আমি নিজে ১২ জন গবেষককে পিএইচডি ও তিনজনকে এমফিলের কাজ করিয়েছি। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি আমার প্রিয় বিষয় হলেও ছোটগল্পকেই এই ক্ষেত্রে আমি বেছে নিয়েছি। দুই বাংলার ৩০০ জন লেখকের ৫০০ টি ছোটগল্পের ওপর কাজ করেছি। গবেষণাকে আমার অন্যতম নেশা এবং পেশা হিসাবে দেখি। এর মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকতে আমার ভালো লাগে। বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে সাধনার জায়গা। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকের মধ্যে আমি প্রথম এই সম্মান পেলাম।'

তত্ত্বাবধায়ক সুব্রতকুমার পাল বলেন, 'ছোটগল্পের সম্প্রীতি ও ভাবনা নিয়ে কাজ আজকের দিনে খুবই উপযুক্ত একটা বিষয়। দুই বাংলা গল্প নিয়ে কাজ খুব কম হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ঝাড়খণ্ডের ছোটগল্প রয়েছে তালিকায়। আজকের দিনে খুবই উপযুক্ত কাজ হয়েছে।'

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমার প্রাক্তন সহকর্মীর এই প্রয়াসের কথা শুনে আমি খুব খুশি ও আনন্দিত হয়েছি। তাঁকে আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।'

আবদুর রহিম গাজি। - সংবাদচিত্র

বাঁধের নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে বার্তা সাবিত্রীর

মানিকচক, ৯ মার্চ : শুখা মরশুমেই শেষ করতে হবে বাঁধ নির্মাণের কাজ। ভাঙনে ভিটেমাটি হারা পরিবারদের জন্য করতে হবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। সেচ দপ্তরের সঙ্গে শনিবার বৈঠকে বসে একথা সাফ জানিয়ে দিলেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

মাত্র কয়েক মাসে ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। পরপর দুবার বন্যার কবলে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। এই বছরের বন্যায় বাঁধ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ১০০ মিটার নিশ্চিহ্ন বাঁধ। কাজের দাবিতে সরব হন ভূতনির ভাঙন পীড়িত মানুষ। শেষমেশ নতুন করে বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে সেচ দপ্তর। প্রায় ২.৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয় ছয় কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আর সেই বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে শনিবার মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবনে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মালদা জেলা সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী সহ মালদা জেলা সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে কাজের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'বন্যার পর থেকেই বাঁধ নির্মাণে তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন বাঁধের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

রেকর্ড মধু উৎপাদনের সম্ভাবনা গৌড়বঙ্গে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৯ মার্চ : আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবছর গৌড়বঙ্গে রেকর্ড পরিমাণে মধু উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি মরশুমে সর্ষের ফুল থেকে প্রচুর পরিমাণে মধু আমদানি করেছেন মৌ পালকরা। ইতিমধ্যে লিচুর ফুলের মধুও সংগ্রহ শুরু করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক পরিমাণে মধুর উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মালদা বি কিপিং ও হানি প্রসেসিং ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটির কর্মকর্তারা উৎপাদন নিয়ে আশাবাদী। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এবছর প্রায় তিন হাজার মেট্রিক টন বা তারও বেশি মধু উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সংস্থার ম্যানেজার প্রসেনজিৎ পাহাড়িয়া বলেন, 'এবছর মধু উৎপাদনের জন্য আবহাওয়া অনুকূলে ছিল। শীতে ঘন কুয়াশা তেমন লক্ষ করা যায়নি। আমরা ইতিমধ্যে দু'হাজার মেট্রিক টনের বেশি মধু সংগ্রহ করে ফেলেছি। সবগুলোই সর্ষের ফুলের মধু। লিচুর মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। লিচুর মধু উৎপাদন জুড়ে দিলে আমাদের সম্ভাবনা ছাপিয়ে যাবে।'

মৌ পালকরা জানান, সর্ষে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা মৌমাছির বাক্স স্থাপন করেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার থাকায় নির্বিঘ্নে মধু সংগ্রহ করা গিয়েছে।

মালদার পাশাপাশি গৌড়বঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, অসম এবং ঝাড়খণ্ডেও মধু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

মালদার কাদিরপুরের মধু সংগ্রহকারী এক বাসিন্দা সুজিত রায় বলেন,'এই মধু সংগ্রহের বেশিরভাগ উৎস হচ্ছে সর্ষের জমি। শীতের শুরু থেকেই আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মধু সংগ্রহে কোনও প্রতিকূলতা লক্ষ করা যায়নি।'

ললিত মণ্ডল নামে আরেক মধুচাষির বক্তব্য, 'উৎপাদিত মধুর বেশিরভাগই পঞ্জাবে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আমেরিকা, ইউরোপ এবং আরব দেশে রপ্তানি করা হয়। মালদা জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাতে মধু সংগ্রহ ব্যাপক পরিমাণে হয়েছে। জেলার মধু প্রসেসিং করে বিদেশে পাঠানো হয়। এটা আমাদের গর্ব।'

> উৎপাদিত মধুর বেশিরভাগই পঞ্জাবে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আমেরিকা, ইউরোপ এবং আরব দেশে রপ্তানি করা হয়। মালদা জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাতে মধু সংগ্রহ ব্যাপক পরিমাণে হয়েছে। জেলার মধু প্রসেসিং করে বিদেশে পাঠানো হয়। এটা আমাদের গর্ব।
>
> **ললিত মণ্ডল, মধুচাষি**

ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদে মাথা ফাটল পাঁচজনের

হরিরামপুর, ৯ মার্চ: হরিরামপুর ব্লকের শিরশি পঞ্চায়েতের ন্যাংড়াপাড়া গ্রামে তিন ভাইয়ের বাড়ি তৈরিকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে মাথা ফাটল পাঁচজনের। ঘটনায় হরিরামপুর থানার পুলিশ আনিকুল ইসলাম নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে রবিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। বিচারক তাকে ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে আজাদ হুসেন(৬০), সাজ্জাদ হুসেন(৪৮) ও মোয়াজ্জেম হুসেন(৫২) নামে তিন ভাই আহত হন। এছাড়াও আজাদ হুসেনের পরিবারের দুই সদস্য আনোয়ার হুসেন (২৭) ও সুলতানা খাতুন (৩৫) আহত হন। ধারালো অস্ত্র, লাঠির আঘাতে তাঁরা আহত হন। ঘটনার জেরে হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ আনিকুল ইসলাম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। আইসি অভিষেক তালুকদার জানান,'ধৃতকে আজ আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি

পতিরাম ও কুশমণ্ডি, ৯ মার্চ : রবিবার পতিরাম পেট্রোলপাম্পে পালিত হল পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন এসআই সমীর সিংহ। গতকাল মোহনা পেট্রোলপাম্পেও একই কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। ট্রাফিক দপ্তর জানিয়েছে, পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ আগামীদিনেও নেওয়া হবে।

মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে রবিবার জাতীয় নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করলেন কুশমণ্ডি ব্লকের বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। স্টেশন ম্যানেজার জগদীশ বর্মন জানান, 'জাতীয় নিরাপত্তা সপ্তাহ আজ কুশমণ্ডি ব্লকেও পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পালন করা হল।'

ফরাক্কার গঙ্গায় ভাসছে মরা শুশুক ও মাছ

ফরাক্কা, ৯ মার্চ : ফরাক্কার গঙ্গায় মাঝেমধ্যেই ভেসে আসছে মরা শুশুক, মাছ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক দানা বাঁধছে সাধারণ মানুষের মনে। গত শুক্রবার একটি মৃত শুশুককে ভেসে আসতে দেখা যায়।

ফরাক্কা ব্যারেজের ডাউনস্ট্রিমে নদীর পাড় ঘেঁষে কখনও রিঠা, কখনও বোয়াল মাছ মাঝেমধ্যেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কোনওভাবে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্যই কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রয়োগ করছে। এতে শুধু মাছের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, ভুক্তভোগী হচ্ছেন আমআদমিও।

গৌর চৌধুরী নামে এক মৎস্য ব্যবসায়ী বলেন, 'পাঙ্গাস বা অন্য মাছ ধরার জন্য অনেকে এগুলো করছে। যদি এক কুইন্টাল মাছ পাওয়া যায় সেখানে চার কুইন্টাল মাছের পরোক্ষভাবে ক্ষতি হচ্ছে। এই বিষ এতটাই মারাত্মক যে, মাছগুলো বিষ প্রয়োগের ফলে কাতরাতে কাতরাতে নদীর তীরে চলে আসে। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' একই মত তৃণমূল নেতা বাবলু ঘোষের।

ফরাক্কা ব্লকের ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার সুনিত পালের বিরক্তি, 'আমরা সবসময়ই এলাকার মানুষ ও মৎস্যজীবীদের সচেতন করি। তবু এটা আটকানো যাচ্ছে না। অভিযোগপত্র পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

জঙ্গিপুর বন দপ্তরের সার্কেল হেড আনন্দ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুর স্তরে জলজ প্রাণীদের সংরক্ষণ নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছি। ফরাক্কার গঙ্গায় শুশুকের মৃত্যুর বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি।'

মৌমাছির হানায় জখম

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : মৌমাছির হানায় হুলবিদ্ধ একাধিক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের সত্যজিৎ মঞ্চ এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় মৌমাছির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পথচলতি সাধারণ মানুষ। একাধিক ব্যক্তি মৌমাছির হানায় আহত হয়েছেন।

রবিবার বিকেলে আচমকা ওই এলাকায় ফের মৌমাছি হানা দেয়। ভয়ে পথচলতি সাধারণ মানুষজন পালাতে থাকে। তবে এক ব্যবসায়ীকে মৌমাছি ছেঁকে ধরে। তাকে বেশ কয়েকটি মৌমাছি হুলবিদ্ধ করেছে। যার ফলে তিনি গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

নাবালিকা উদ্ধার

বুনিয়াদপুর, ৯ মার্চ : নিখোঁজ হওয়া এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। শনিবার রাতে তাকে গঙ্গারামপুর সেফ হোমে রাখা হয়। রবিবার তাকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পরিবার জানিয়েছে, গত ৩ মার্চ বংশীহারীর এক প্রত্যন্ত গ্রামের নাবালিকা নিখোঁজ হয়। ৭ মার্চ অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। তদন্তে নেমে পুলিশ শনিবার রাতে নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানিয়েছেন, তাকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

সংশোধনী

৯ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে পাঁচের পাতায় প্রকাশিত 'সহকর্মীকে খুনের...' শীর্ষক খবরে অভিযোগকারী সুকান্ত চক্রবর্তীর বয়ানে প্রকাশিত তথ্য আসলে ওঁর লিখিত অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, 'যা বলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবেন।' অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ফুলহরে অবাক কাণ্ড দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী

জলের পাইপে 'গ্যাস', জ্বলে উঠছে আগুন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে গিয়েছে ফুলহর নদী। গত কয়েকদিন ধরে আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ করছেন নদীপারের বাসিন্দারা। সেখানে একটি গ্রামে এক চাষির বসানো জায়গায় জলের পাইপলাইনের ফুটো দিয়ে বেরোচ্ছে গ্যাসের মতন কোনও পদার্থ। আর তাতে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরলেই জ্বলছে আগুন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতনগর পঞ্চায়েতের খিদিরপুর গ্রামে ফুলহর নদীর তীরে মাটির নীচ থেকে এভাবে গ্যাস বেরোনোয় অবাক স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর বন্যায় ফুলহর নদীর ভাঙনে অসংখ্য জমি নদীর গর্ভে চলে যায়। জমিগুলো জেগে উঠেছে। অনেক চাষি ধান ও ভুট্টা চাষ করেছেন। শুক্রবার স্থানীয় এক চাষি সেখ হাকিমুদ্দিন জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পাম্প বসান। পাম্পের কাজ শেষ হলে দেখা যায়, ওই জায়গায় জলের মধ্য থেকে বুদ্বুদ আকারে গ্যাস বেরোচ্ছে। কৌতূহলবশত তাতে দেশলাই ধরতেই তা জ্বলে ওঠে। তা দেখার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসছে মানুষ।

চাষি হাকিমুদ্দিন বলেন, 'আমার জমি গত বছর বন্যায় ফুলহর নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নদীর চর জেগে উঠেছে। জমিতে ধান ও ভুট্টা চাষ করেছি। এদিন পাম্প বসানোর পর দেখি পাইপের গোড়া থেকে জলের মধ্যে বুদ্বুদ করে কী যেন একটা উঠছে। জল সরিয়ে দেশলাই কাঠি ধরতেই জ্বলে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা সভাপতি সুনীল দাস বলেন, 'বিষয়টি না দেখে পরিষ্কারভাবে বলা কঠিন। তবে এই গ্যাস থেকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক অরিজিৎ দাসের কথায়, 'পাইপ থেকে গ্যাস বেরোলে আগুন জ্বললে এটা অ্যামোনিয়া কিংবা মিথেন হতে পারে। ওই এলাকায় মাটির নীচে প্রাকৃতিক গ্যাস থাকলে আশ্চর্য হব না।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পালের কথায়, 'বিষয়টি জেলায় জানানো হবে।'

> **মাটির নীচে বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবে মিথেন তৈরি হয়। ওই গ্যাস থেকে ভালো জ্বালানি পাওয়া যায়। এটি মিথেন গ্যাস হতে পারে।**
>
> **সুনীল দাস, জেলা সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ**

ঠান্ডা কমতেই জলে ঝাঁপ। রবিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

ফোন নিয়ে দুই সতিনের মারামারি

অনুপ মণ্ডল

বংশীহারী, ৯ মার্চ : মর্মান্তিক! দুঃসহ! একই বাড়িতে দুই সতিনের বাস। তার মধ্যে শনিবার মোবাইল নিয়ে দুই পক্ষের স্ত্রীর মধ্যে বাধে গণ্ডগোল। সেখান থেকে হাতাহাতি। জল গড়াল থানা ও হাসপাতালে। রবিবার স্বামী, শাশুড়ি, দেওর, ননদ ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে বংশীহারী থানার দ্বারস্থ হলেন প্রথম পক্ষের গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারীর এক এলাকায়।

স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকার এক ব্যক্তি ২০১৭ সালে উত্তর দিনাজপুরের এক মহিলাকে সোনা, নগদ, আসবাব সহকারে মুসলিম শরিয়ত মতে বিয়ে করে। তাদের তিন বছরের একটি কন্যাসন্তানও আছে।

অভিযোগ, বেশ কিছুদিন থেকে ওই স্বামী অতিরিক্ত যৌতুক নিয়ে আসার জন্য প্রথম স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। পরে সে আরেকটি বিয়ে করে। তারপর থেকেই স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সহ পরিবারের বাকিদের অত্যাচার বাড়ে প্রথম স্ত্রীর ওপর। শনিবার সকালে মোবাইল নিয়ে দুই সতিনের বিবাদ চরম আকার নেয়। ওই সময় স্বামী বাইরে ছিল। প্রতিবাদ করলে শাশুড়ি, দেওর, ননদের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীকে চড়, কিল, ঘুসি মারতে থাকে। তাঁর গলা টিপে ধরে ও কাঠের বাতা দিয়ে মারধর করে। এমনকি তাঁর শ্লীলতাহানিও করে। শেষমেশ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

জ্ঞান ফিরলে স্বামীকে ফোন করে ডেকে নেন। স্বামী বাড়িতে ফিরলে তাঁর কথা না শুনেই কিল, চড়, ঘুসি মারতে শুরু করে। পেটে লাথিও মারে। প্রথম স্ত্রীকে টেনেহিঁচড়ে কান ও নাকের অলংকার ছিনিয়ে নেয়। তাঁকে ও মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তিনি তাঁর বাবাকে ফোন করলে তিনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুটা সুস্থ হলে বাবাকে নিয়ে রাতেই বংশীহারী থানার দ্বারস্থ হন ওই গৃহবধূ।

যদিও পুরো অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি ওই সময় বাড়িতে ছিলাম না। আমার ভাই এবং বোন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তারা বাইরে থাকে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে।' বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে।'

> **আমি ওই সময় বাড়িতে ছিলাম না। আমার ভাই এবং বোন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তারা বাইরে থাকে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে।**
>
> **রহিম আনসারি, অভিযুক্ত**

উচ্চমাধ্যমিকে অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তর দিনাজপুরে এবছর ৪ হাজার ৬৬৫ জন পরীক্ষার্থী কমেছিল। এরপর ইংরেজি ও বাংলা পরীক্ষায় দেখা গেল, রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর মহকুমায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও কমেছে।

এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফর্ম ফিলআপ করেছিলে ১৮ হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭ হাজার ৪১৬ জন এবং ছাত্রী ১০ হাজার ৮৮৪ জন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জয়েন্ট কনভেনার সুব্রত সাহা বলেন, 'বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় ১৩০ জন অনুপস্থিত।'

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়াতে কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। পড়াশোনার সুবিধার জন্য ট্যাব কিনতে ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। তারপরেও এই অবস্থা।

পাগলা কুকুর ধরতে পথে প্রধান

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : বিগত দুইদিন ধরে ৮ নম্বর বাহিন পঞ্চায়েতের সোহারই মোড় এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল এক পাগলা কুকুর। ওই পাগলা কুকুরের দাপটে চরম আতঙ্ক ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ইতিমধ্যেই ওই কুকুরের কামড়ে ৪ শিশু সহ একাধিক গোরু ও ছাগল আহত হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এসব দেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুপ্রেমীদের নিয়ে পথে নামেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি। শনিবার রাতেই অবশ্য জালবন্দি হয় ওই সারমেয়। বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি জানান, 'দুইদিন ধরে পাগলা কুকুরের আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনা শুনছিলাম। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মায়ারানি শীলকে নিয়ে পথে নামি। খবর দেওয়া হয় উত্তর দিনাজপুর পিপলস ফর অ্যানিমালসের স্বেচ্ছাসেবকদের। তাঁরা শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর গভীর রাতে বিশেষ জালের সাহায্যে তাঁরা কুকুরটিকে আটক করতে সক্ষম হন।'

পিপলস ফর অ্যানিমালসের সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া জানান, 'গত দুদিন ধরে এই ঘটনা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। অবশেষে এদিন পূর্ণবয়স্ক ওই কুকুরটিকে ধরা সম্ভব হয়েছে। আপাতত কুকুরটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। যদি জ্বলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা যায়, তবে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় বাসিন্দারা প্রধান এবং পিপলস ফর অ্যানিমালসের এই উদ্যোগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত।

কুমারগঞ্জকে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি গড়ে তোলার অঙ্গীকার

কুমারগঞ্জ, ৯ মার্চ : কুমারগঞ্জ ব্লকের সমস্ত গ্রামকে 'চাইল্ড ফ্রেন্ডলি' গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসনের সেই কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ ও নাবালিকাদের গর্ভধারণ রোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে যাঁরা অবদান রেখে চলেছেন, তাঁদেরকেই সম্মানিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

এদিন উপস্থিত ছিলেন সিডব্লিউসির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায়, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় সহ প্রশাসনের একাধিক কর্তাব্যক্তি।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মহিলা সংঘ নেত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, আইসিডিএসের সুপারভাইজার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহিলাদের সম্মান, কাজের ব্যবস্থা, সমান মজুরি, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

জেলার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে 'চাইল্ড ফ্রেন্ডলি' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কুমারগঞ্জ ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। এই উদ্দেশ্যে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাস্তার ধারে উদ্ধার গ্যাস কাটার সরঞ্জাম

রতুয়া, ৯ মার্চ : রাস্তার ধার থেকে গ্যাস কাটার সরঞ্জাম, দুটি গাড়ির নম্বর প্লেট উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার প্রধান পাড়ায়। এদিকে, শনিবার ভোররাতে রায়গঞ্জ শহর ও ইটাহার থানা এলাকায় এটিএমে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনার সঙ্গে উদ্ধার হওয়া জিনিসের কোনও যোগ রয়েছে কি না তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

দেবাশিস সাহা নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, 'পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। সম্ভবত দুষ্কৃতীমূলক কাজের জন্য সরঞ্জাম এখানে মজুত করা হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও একটি এটিএম রয়েছে। সেখানে দুষ্কৃতীমূলক কাজ করার জন্য হয়তো এই সরঞ্জাম মজুত করা হয়েছিল। বিহারের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কারণ এই রাস্তা হয়ে অনায়াসে বিলাইমারি হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড যাওয়া যায়। আমরা এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়াতে অনুরোধ করছি।'

আর্থিক সাহায্য

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ মার্চ : দুর্ঘটনাগ্রস্ত ২ তরুণকে আর্থিক সাহায্য দিলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান। গত মাসে রতুয়ার পরানপুর এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় আহত হন ভালুকা বাজারের দুই তরুণ শেখ সিদ্দিক ও শেখ হাসিব। পূর্ণিয়াতে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি জানতে পেরে রবিবার বুলবুল খান আহত ২ তরুণের বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্য দেন।

দীক্ষাদান

ডালখোলা, ৯ মার্চ : রবিবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের ডালখোলা হিন্দু মিলন মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এদিন আশ্রম প্রাঙ্গণে স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের অভিষেক ও পূজারতির পর অন্নকূট ভোগ, দীক্ষাদান হয়।

বাতিস্তম্ভ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ মার্চ : জেলা পরিষদের তহবিলের অর্থ ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ ব্লকের পাঠানপাড়া কবরস্থানে রবিবার বাতিস্তম্ভ বসানো হল। ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষিসেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম।

পেয়ারা তুমি খাও...

রবিবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন জয়ন্ত সরকার।

ডালা খোলা ট্র্যাক্টরে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ মার্চ : নম্বর প্লেট নেই। তার ওপরে ট্রলির ডালাও খোলা। ট্র্যাক্টরে করে এভাবেই চলছে মাটি পাচার। খোদ জাতীয় সড়কের উপর এমন বেআইনি কাজ দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। অথচ প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা।

উচ্চমধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ভোর হতে না হতেই ৩১ নম্বর চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর জাতীয় সড়কজুড়ে চলছে নম্বর প্লেটবিহীন ট্রলিযুক্ত ট্র্যাক্টরের দাপাদাপি। খোলা ডালা দিয়ে চাপ চাপ মাটির চাঙড় জাতীয় সড়কে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এর জেরে সকাল থেকেই ধুলোয় ঢাকা পড়ছে জাতীয় সড়ক সহ হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল। এরই মধ্যে কার্যত প্রাণ হাতে করে রাস্তায় চলাচল করতে হচ্ছে পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক দাসের অভিযোগ,' ট্র্যাক্টরের ট্রলি থেকে রাস্তায় মাটি উপচে পড়ছে। পাকা রাস্তা ঢেকে যাচ্ছে ধুলোর আস্তরণে। সেই মাটিতে শীতে শিশির পড়ে বা অন্যসময় বৃষ্টি পড়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। হামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা।' দীপক আরও বলেন,'ট্র্যাক্টরে করে মাটি নিয়ে গেলে ডালা বন্ধ করে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। অনেক ট্র্যাক্টরের ট্রলিতে নম্বর প্লেটও নেই।'

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেন,'এই সমস্যা নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি।' হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান,' আইন মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মাটি নিয়ে চলেছে ডালাখোলা ট্র্যাক্টর। রবিবার। - সৌরভকুমার মিশ্র

দোলযাত্রায় শান্তিরক্ষায় বৈঠক প্রশাসনের

কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর, ৯ মার্চ : দোলযাত্রা উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রবিবার শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচকের সদ্ভাব ভবনে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক ১ ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার, মালদা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমান প্রমুখ। বিডিও সত্যজিৎ হালদার জানান, 'দোল উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন তৎপর থাকবে।'

পাশাপাশি কালিয়াচক ৩ ব্লক ও বৈষ্ণবনগর থানা প্রশাসন দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তি বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার, কালিয়াচক ৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার, বৈষ্ণবনগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার প্রমুখ।

দুইদিন ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক

গঙ্গারামপুর, ৯ মার্চ : সম্মেলনের মধ্য থেকে চলতি মাসের দুই দিন ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিল ইন্ডিয়ান ব্যাংক এমপ্লয়িজ সংগঠন। রবিবার ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির ১৩তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন।

এদিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করা হয়। প্রতিবেদন পাঠের ওপর বক্তব্য রাখেন প্রতিনিধিরা। সম্মেলন থেকে একগুচ্ছ দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি এ মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেন নগর, বিপিবিইএ-এর চেয়ারম্যান কমল ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ। এদিন সম্মেলন শেষে ৩৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেন নগর জানান, 'দিন-দিন ব্যাংকের শাখা বাড়ছে। কিন্তু ব্যাংককর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় একজন কর্মীকে অনেক কাজ করতে হয়। ফলে ব্যাংককর্মীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ করানো হয়। কিন্তু সেই কর্মীদেরও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নেই। আসলে সরকার ব্যাংককর্মীদের সংগঠনকে শেষ করতে চাইছে। তাই আমরা কর্মী নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে এ মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি।'

বিঘোরের বেগুন চাষ ভট্টদিঘিতে

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : রায়গঞ্জের বিঘোরের বেগুন মানেই লা জবাব। তবে এবার বিঘোরে নয়, রায়গঞ্জের ভট্টদিঘিতে প্রথম বিঘোরের বেগুন চাষ করে সাফল্য পেলেন জৈবচাষি টিপুল মণ্ডল। কোনও রকম রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে পচা খোল ও গোবর সার দিয়ে বিঘোরের এই চাষ করেছেন তিনি। যদিও ১০ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেন। বেগুনের ওজন ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম। খুশি চাষি।

টিপু মণ্ডল বলেন, 'এর আগে জৈব পদ্ধতিতে ধান করেছি। এবার জৈব পদ্ধতিতে প্রথম বেগুন চাষ করলাম। ভীষণ ভালো লাগছে।'

সিসি রোডের শিলান্যাস

পতিরাম, ৯ মার্চ : অপেক্ষার অবসান। জন্তিগ্রামে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তা পাকা করার। সেই দাবিপূরণ হল এবার।

রবিবার আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থে সিসি রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস হল নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্তিগ্রামে। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তোতন হালদার প্রমুখ।

২০টি সিসিটিভি

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের পর লাগানো হল আরও ২০টি সিসিটিভি। আগেও নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দুষ্কৃতীদের ভেতরে ঢোকার ঘটনা সামনে এসেছিল। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হল বালুরঘাটে। রবিবার শহরের রথতলা এলাকার মন্মথ নাট্য ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আগামীতে আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতাও হবে।

তিন দশক বাদে বীণা নদীর ওপর পাকা সেতু

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : রায়গঞ্জের সাংসদ থেকে বিধায়ক, পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ সদস্য সকলেই প্রতি নির্বাচনের আগে বীণা নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু ভোটের পর তাদের আর দেখা মিলত না। এভাবে কেটেছে তিরিশ বছর। ২০২৪'এর লোকসভা ভোটের মুখে জেলা পরিষদ ১১ নং বীরঘই অঞ্চলের ধর্মডাঙি গ্রামে বীণা নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের সূচনা করে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করে দুই কোটি ৫৪ লক্ষ ৭১ হাজার ২২৯ টাকা। এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ প্রায় শেষ। এলাকার মানুষ রীতিমতো উচ্ছ্বসিত।

স্থানীয় বাসিন্দা ৬৫ বছরের যতীন বর্মন জানান, 'স্থায়ী সেতুর স্বপ্ন দেখতাম। তবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে কি না তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বর্ষায় বাঁশের সেতু আর নৌকাই ভরসা। জলের স্রোতে অস্থায়ী বাঁশের সেতুটি ভেঙে পড়লে পারাপারের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াত নৌকা। এবার সেই কষ্ট আমাদের আর ভোগ করতে হবে না। আমরা ভীষণ খুশি।' খুশি দীপিকা বর্মন সহ অন্যরাও।

বিজেপির উপপ্রধান কনক বর্মন বলেন, 'জেলা পরিষদ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেতু করে দেওয়ায় আমরাও খুশি। মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হল।' ধর্মডাঙির বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৈলাসচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এতদিন বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক ও বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করেছে। তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ মানুষের সমস্যা দূর করল।'

স্থানীয় বাসিন্দা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নবনীতা দাস মিত্রের কথায়,'লোকসভা ভোটে এই অঞ্চলের মানুষ কথা না রাখলেও আমরা প্রতিশ্রুতি মতো তাদের সেতু উপহার দিলাম। আশা করব, আসন্ন বিধানসভা ভোটে এই অঞ্চলের মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

অবশেষে তৈরি হচ্ছে সেতু। রবিবার রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯০ সংখ্যা, সোমবার, ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১

মার্কিন আত্মকেন্দ্রিকতা

'আমেরিকাকে ফের এক নম্বর' করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করেছেন, যাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্রটাই বদলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ট্রাম্পের রাশিয়া-প্রীতি বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি ওভাল অফিসে ট্রাম্প, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কির বাগযুদ্ধ হল। ২০২২-এ যে ন্যাটোয় কিভের অন্তর্ভুক্তির দাবি ঘিরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূচনা, সেই ন্যাটোর অস্তিত্বই এখন প্রশ্নের মুখে।

জেলেনস্কির 'অপরাধ' হল, ভান্সের কথামতো বৈঠকে ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পুতিনের নিন্দা এবং ইউক্রেনের হাজারো সমস্যা উত্থাপন। ঠিক ছিল, ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তির প্রসঙ্গ তুলবেন জেলেনস্কি। নিজের মতো তা তাঁর বলে যাওয়াই কাল হল। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে কার্যত বৈঠক ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়।

যদিও ট্রাম্পের মুখের ওপর কথা বলার সাহস, ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বিশ্ববাসীর প্রশংসা-করতালি কুড়িয়েছেন জেলেনস্কি। ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ বহু দেশ ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে শান্তিপ্রস্তাবও ওই দেশগুলি তৈরি করেছে। রাশিয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করতে পারে বলে খবর।

দেরিতে হলেও জেলেনস্কি বুঝেছেন, বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে তাঁর ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। তাই ট্রাম্পকে চিঠি লিখে আমেরিকার প্রতি তাঁর চিরকৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথাও লিখেছেন। চিঠি পেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুশি বলে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ট্রাম্পের রাগ তো পড়েনি, বরং বেড়েছে। ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানও বন্ধ করে দিয়েছেন। ওভাল বৈঠকের ঘাতপ্রতিঘাত যে এতদূর গড়াবে, তা কেউ অনুমান করেননি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জেলেনস্কিকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। চলতি সপ্তাহেই সৌদি আরবে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি আছে ইউক্রেনের।

ট্রাম্প আসলে কী চাইছেন, বোঝা কঠিন। প্রেসিডেন্ট হয়ে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন তিনি। তার অনেকগুলি ইতিমধ্যে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিচারকরা তাঁর একাধিক সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দিয়েছেন। চমক দিতে দিতে কোথায় থামবেন, ট্রাম্প নিজেও জানেন না। আর আছেন তাঁর পারিষদরা! 'বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।'

গত দেড় মাসে ট্রাম্পের বিভিন্ন ঘোষণার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর পারিষদদের। সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পপন্থী এক প্রভাবশালী গুষ্ঠের ইগলম্যান লিখেছেন, 'ইটস টাইম টু লিভ ন্যাটো অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড নেশনস।' প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর, মন্ত্রীসভায় সতীর্থ এলন মাস্ক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ইগলম্যানের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। ইগলম্যানের বক্তব্য, এখনকার পরিস্থিতিতে উপকৃত হচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য দেশ। বরং ন্যাটোতে থেকে আমেরিকার কোনও লাভ হচ্ছে না।

রিপাবলিকানদের মধ্যেও এই ধারণা দানা বাঁধছে। একই কারণে রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকেও আমেরিকার বেরিয়ে আসা উচিত বলে রিপাবলিকান কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও যুক্তি হল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এতে উপকৃত হলেও আমেরিকার লাভের লাভ কিছু হয় না। রিপাবলিকান সেনেটর মাইক লি'র সাফ কথা, এ ধরনের সব সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে আমেরিকার নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ট্রাম্পের মসনদে বসার এখনও দু'মাস হয়নি। এর মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুটা কমেছে। ট্রাম্প এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের 'কল্যাণে' থরহরিকম্প অবস্থা এখন গোটা বিশ্বের। আগামী চার বছরে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা সহজে অনুমেয়।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

র‍্যাংকিংয়ের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় উধাও

শুধুমাত্র যুদ্ধ ও প্রেম নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে র‍্যাংকিং সহ সব প্রতিযোগিতায় ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম সীমারেখা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে।

শুভঙ্কর ঘোষ

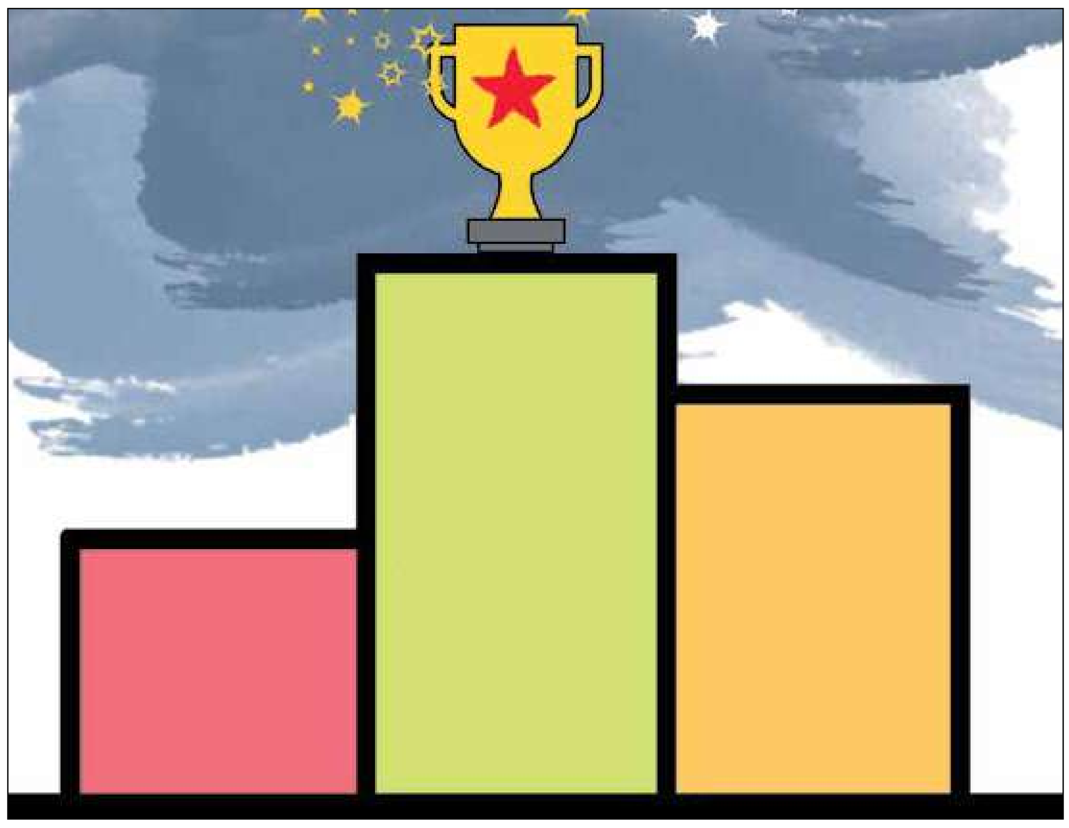

এখনও এমন ঘটে, চিরকালই ঘটবে। নামীদামিদের পাশে হঠাৎ করে উঠে আসে কোনও অখ্যাত অনামী ব্যক্তি, উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায় চারপাশ। কখনও গান, কখনও অভিনয়, কখনও খেলার জগতে এমনটি হামেশাই ঘটে। শিক্ষাঙ্গনে যখন এমন হয়, কোনও নতুন বা স্বল্পখ্যাত প্রতিষ্ঠান পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়ে, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না সহজে।

খেলা, গানবাজনার মতো শিক্ষা জগতেও টি টোয়েন্টি, সারেগামাপাপা এমন অনুষ্ঠানের প্রতীকী উত্তেজনা থাকছে- ফলাফল বেরোলে সেটি ব্রেকিং নিউজ। ন্যাক, এনআইআরএফ, টিএইচই, কিউএস-- এমন কত সব পরীক্ষায় শিক্ষাঙ্গনের আসর জমজমাট। কখনও বেঙ্গালুরুর প্রসিদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান আইআইএসসি'র পাশাপাশি নাম চলে আসছে অল্পখ্যাত ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের। একটিও ইট না গেঁথে বিখ্যাত শিল্পগোষ্ঠীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত সম্ভাবনার তকমা জুটে যাচ্ছে। আবার ভালো লাগছে যখন সুন্দরবনের কিংবা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার অনামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশ ভালো র‍্যাংকিং করে চমকে দিচ্ছে।

গত দুই দশক ধরে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্ব মেতে আছে তৈলাক্ত দণ্ড বেয়ে বাঁদরের ওঠানামার মতো র‍্যাংকিং নিয়ে প্রতিযোগিতায়। স্বাভাবিকভাবেই এযুগে শুধুমাত্র যুদ্ধ আর প্রেম নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে র‍্যাংকিং সহ সব প্রতিযোগিতাতেও ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম সীমারেখা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। সম্প্রতি দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘটনা মনে করিয়ে যাচ্ছে এক দশক আগে ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের প্রধান চিকিৎসক মহোদয়ের কুকীর্তির পুনরাবৃত্তি।

মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কাণ্ডের স্মৃতি এখনও টাটকা। ২০১৭ সালে ৬৩৪ জন চিকিৎসকের ডিগ্রি বাতিল হয়েছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশে। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার কথা বলি। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাক মূল্যায়নে প্রত্যাশিত গ্রেড পেতে বিপুল অঙ্কের উৎকোচ দেয়। সিবিআই পরে গ্রেপ্তার করে পরিদর্শক দলের প্রধান আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্য সদস্যদের।

এটাই প্রথম নয়। ২০২১ সালে করোনা অতিমারির মধ্যে মিথ্যা তথ্যদানের জন্য ন্যাক তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং রাজস্থানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করে।

সময়টি ছিল বিশ্বায়নের দশক। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় দু'দশক পরে সেটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয়েছে আইনসভায়। পরবর্তীকালে কিছু সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিকতায় সেটির পরিমার্জন পরিবর্ধন সংযুক্ত হয়ে ১৯৯২ সালে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। শিক্ষা জগতের নীতি নির্ধারকরা আগেই লক্ষ করেছেন, আমেরিকা ইউরোপ সহ উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গুণমান ধরে রাখতে মূল্যায়ন সহ র‍্যাংকিং প্রদান অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠছে।

আমেরিকাতে আশির দশকে ইউএস নিউজ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মান যাচাই শুরু করে। পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে চিনের সাংহাই জিয়াও টং বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে আসে বিশ্বের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং তৈরি করতে। এই সময় ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের ছত্রছায়ায় সাধারণ ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাই করতে ১৯৯৪ সালে এনএএসি বা ন্যাক নামক সংস্থা গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন এবং প্রত্যায়ন পরিষদ। এটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা- প্রধান দপ্তর অবস্থিত বেঙ্গালুরু শহরে।

প্রথম প্রথম এটির মূল্যায়ন ও র‍্যাংকিং সাড়া ফেলে দেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। শুরুতে হোটেল ব্যবসার মতো তারা ভিত্তিতে পাঁচতারা চারতারা চালু করে। সাতটি বিভাগ মিলিয়ে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেলে তবেই পাশ অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেড। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত নয় পয়েন্ট স্কেল ধরে মূল্যায়ন হয়। পরে বিভিন্ন বিভাগে মোট মার্কস ফলাফল বিচার করে সিজিপিএ চালু হয়। ৪ এর মধ্যে ৩.০১-এর উপর হলে এ, ২.০১-৩.০০'এর মধ্যে বি, ১.৫১-২.০০'এর মধ্যে সি আর ১.৫০-এর নীচে ডি অর্থাৎ অকৃতকার্য হওয়ার শামিল। শুধু আবার এ নয়, ৩.২৫-এর উপর নম্বর পেলে এ প্লাস আর ৩.৫০-এর উপর এ ডাবল প্লাস। কয়েক বছরেই ইঁদুর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল এ বা প্লাস প্লাস পেতে- যেনতেনপ্রকারেণ মার্কস চাই। তথ্য সাজানো শুধু নয়, কারচুপির অবতারণা ঘটল কখনও আড়ালে কখনও প্রকাশ্যে। এল উৎকোচ উপঢৌকনের নোংরামি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং নিয়ে দুর্নীতি শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আগেই বলেছি ইউএস নিউজ এবং সাংহাই-এর কথা। এর সঙ্গে যোগ দেয় আরও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা- টাইমস হায়ার এডুকেশন সংক্ষেপে টিএইচই এবং কোয়াককোয়ারেলি সিমন্ডস বা কিউএস। টিএইচই এবং কিউএস র‍্যাংকিং নিয়ে তীব্র বিশ্বায়ত প্রতিযোগিতা। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ফলাফল নিয়ে বিতর্ক প্রতিনিয়ত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই র‍্যাংকিং নিয়ে দুর্নীতি শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আগেই বলেছি ইউএস নিউজ এবং সাংহাই-এর কথা। এর সঙ্গে যোগ দেয় আরও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা- টাইমস হায়ার এডুকেশন সংক্ষেপে টিএইচই এবং কোয়াককোয়ারেলি সিমন্ডস বা কিউএস। এই মুহূর্তে টিএইচই এবং কিউএস র‍্যাংকিং নিয়ে তীব্র বিশ্বায়ত প্রতিযোগিতা। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ফলাফল নিয়ে বিতর্ক প্রতিনিয়ত। তথ্যসূত্র এবং সেই সংক্রান্ত মূল্যায়ন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। ফলাফলের বিচারে অর্থনৈতিক লাভক্ষতি আছে, জড়িয়ে যাচ্ছে শাসক সরকার এবং রাজনৈতিক রং।

স্বাভাবিকভাবে সব দেশে এইসব দুর্নীতি কীভাবে দূর করা হবে, তা নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। ভারতবর্ষে কম্প্রিহেনসিভ প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট বা সিপিসিএ আইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৮ সালে। তাতে কী যায় আসে? সুরাহার কথা ভেবে চিকিৎসাবিদ্যার স্বয়ংশাসিত পুরোনো এমসিআই সংস্থা ভেঙে গঠিত হয়েছিল নতুন করে রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বিজ্ঞান আয়োগ- এনএমসি। গত বছরেই ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে ব্যাপক কারচুপি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট আয়োগ বা আধিকারিকদের কাছে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিয়ে প্রায়ই নানা অভিযোগ ওঠে। সঠিক পরিকাঠামো নেই, কিন্তু লাভজনক প্রতিষ্ঠান যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং ব্যবসাশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে সহজেই অনুমোদন মিলে যায়।

পুনর্মূল্যায়ন কখনো-কখনো একই রকম বিতর্ক টেনে আনে। ন্যাকের মূল্যায়ন তাই আবার পরিবর্তিত হচ্ছে রাধাকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশকে মান্যতা দিয়ে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন কাঠামো ঘোষিত হয়েছে- বেসিক বা বাইনারি এবং এমবিজিএল অর্থাৎ ম্যাচিউরিটি বেসড গ্রেডিং লেভেল। আরও বজ্রকঠিন নাগপাশে মূল্যায়ন ও প্রত্যায়নকে বেঁধে ফেলে ভুয়ো তথ্য এবং অর্থ-উৎকোচ-উপঢৌকনের বিষাক্ত পরিসরকে দূর করবে। কিন্তু এও জানি, এই নতুন পদ্ধতির ফাঁকফোকর বেরিয়ে আসবে- শুরু হবে কোন অজানা নতুন খেলা। ফার্স্ট বয় কে না হতে চায়- যেনতেনপ্রকারেণ।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক)

আজ

১৯৪৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার।

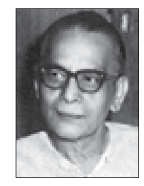

১৯৮০

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

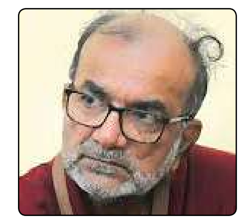

সৌগতবাবুরা যে এখন আরএসএসের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন, এটা স্পষ্ট। যত মানুষের আন্দোলন বাড়বে, তত ওঁদের মুখোশ খুলে পড়বে। যাদবপুর মেধাচর্চার কেন্দ্র। ওঁরা সেখানে এই কাজ (হামলা) করার চেষ্টা করলে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়বেন।

- বিকাশ ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

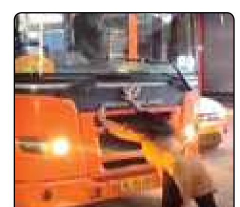

দিল্লির মোহন গার্ডেনে এক মহিলার কীর্তি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। মহিলাটি মাঝরাস্তায় বাস থামান। বাসের সামনে গিয়ে দু'হাতে গায়ের জোরে ঠেলতে থাকেন। পরে রাস্তার মাঝে শুয়ে পড়েন। তাঁর সেই আচরণে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

ভাইরাল/২

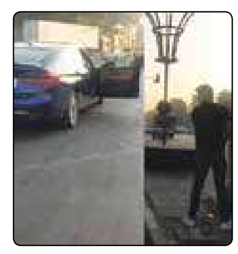

রাস্তার মাঝে দাঁড় করানো নীল রঙের বিএমডব্লিউ। গাড়ির ভিতরে বিয়ারের বোতল নিয়ে বসে একজন। আরেকজন গাড়ি থেকে নেমে জনসমক্ষে প্রস্রাব করছেন। এক পথচারী ভিডিও করলে তাঁর দিকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন ওই তরুণ।

জনমন জনমত

সম্মান কি শুধু নারী দিবসে?

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৮ মার্চ সকাল বা বলা ভালো ৭ মার্চ রাত বারোটা থেকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যম নানা ধরনের ছবি, ইমোজি, ওয়ালপেপারে ভরে গিয়েছিল। ক্যাপশন ছিল একটাই - 'হ্যাপি উইমেন্স ডে'। কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন মিম বানিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ৮ মার্চ সকাল থেকে এসবের মাতামাতি দেখে মনে হয় নারী যেন সবার চোখে কত না শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার, সম্মানের পাত্রী। কিন্তু আদতে সে গুড়ে বালি। ওই একটি দিনে সবাই বা বলা ভালো বেশিরভাগই পারলে নারীকে গাছের মগডালে বসিয়ে দেন। আর তারপর দিন মই কেড়ে নেন। এবার নারী তুমি বোঝো, কীভাবে গাছ থেকে নামবে। তখনই ভালোবাসা, সম্মানের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শতকরা ৬০ জন নারী স্বাধীনভাবে নিজের মর্জিমতো চলতে পারলেও বাকি ৪০ জন নারী আজও পরাধীন, শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজও তাকে বাড়ির লোকের অনুমতি নিয়েই সব কাজ করতে হয়। পরিবারের সবার ইচ্ছেমতো চলতে হয়। আর তারপর তো নারীর কপালে জোটে কত না গালমন্দ! এসব ছাড়াও নারী যখন কোনও ধর্ষকের বলি হয়, তখন মনে হয় শুধু শুধু এই তারিখটা পালন করার কী অর্থ?

যেদিন অভয়ার সুবিচার হবে, অভয়ার মতো মেয়েরা সমাজের পরোয়া না করে মাথা উঁচু করে চলবে, কোনও নিয়মশৃঙ্খলার জালে আবদ্ধ না রেখে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারবে, যেদিন পুরুষের বিকৃত কামের বলি হতে হবে না - সেদিনই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্থকতা আসবে, তার আগে নয়।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

দৃষ্টিহীনদের খবরের জন্য ধন্যবাদ

৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'দৃষ্টিহীনদের স্কুলে দৃষ্টি নেই কারও' শীর্ষক খবরটি জনমানসে অত্যন্ত আলোড়ন তৈরি করেছে। এত তথ্যসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ খবর প্রকাশ করার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একইসঙ্গে সাহস করে খবরটি করার জন্য কোচবিহারের প্রতিনিধি তন্দ্রা চক্রবর্তী দাসকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, যদি ধারাবাহিকভাবে দৃষ্টিহীনদের সমস্যাগুলি উপস্থাপন করা যায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহলে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করা যাবে।

শুধু দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারেই নয়, দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও খবর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করে এই পত্রিকা। আমি নিজে কয়েকজন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। অত্যন্ত যত্ন সহকারে ওদের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের রাষ্ট্রনায়করাও দৃষ্টিহীন তথা বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তাঁদের কাছে দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পৌঁছায় না। আমার বিশ্বাস, এই খবরটিও যদি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে তাহলে তিনি অবশ্যই যথার্থ পদক্ষেপ করবেন।

বিপদতারণ দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পর্যটনে অতিনির্ভরতায় নষ্ট ভারসাম্য

উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের বড় উদ্বেগ স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা নিয়ে।

রুদ্র সান্যাল

পাহাড়ে ঘুরতে গেলে একটা কথা নিয়মিত শোনা যায় স্থানীয় মানুষের মুখে, 'আমরা উন্নয়ন চাই। তবে আমরা চাই না, আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাক।'

দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং পাহাড়ে সর্বত্র এক ছবি। এই বক্তব্য শুধু এক স্লোগান নয়, বরং এটি তাঁদের দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। উন্নয়ন প্রত্যেক সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার সঙ্গে যদি স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতিগত পরিচয় বিলীন হয়ে যায়, তাহলে সেই উন্নয়ন প্রকৃত অর্থে কোনও সম্প্রদায়ের কল্যাণ বয়ে আনে না। বাংলার পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ ঠিক এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে!

দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেড়াতে গেলে যে কেউ বুঝবেন, এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান এখনও অনেক পিছিয়ে। পর্যটন এই অঞ্চলের প্রধান আয়ের উৎস হলেও, এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে তরুণরা বাধ্য হচ্ছেন সমতলে শহরমুখী হতে।

উলটোদিকে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ও বড় বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগ এলেও, সেগুলোর বাস্তবায়নে পাহাড়ের মানুষের চাহিদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছোচ্ছে কম, আর বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা সুবিধাভোগী হয়ে উঠছেন।

পাহাড়ে বেড়াতে গেলে একটা কথা বোঝা যায়। উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিং-কালিম্পংবাসীর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ, তাঁদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। গোর্খা, লেপচা,

ভুটিয়া, শেরপা- এই জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের ভাষা, ঐতিহ্য, পোশাক ও জীবনধারা ধরে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে এই পরিচয় রক্ষার লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে আছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো এই আন্দোলনকে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ খুব কমই নেওয়া হয়েছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণও এখানে বড় চ্যালেঞ্জ। দার্জিলিংয়ের প্রধান ভাষা নেপালি, যা সংবিধানের স্বীকৃত হলেও সরকারি নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার চাপে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। একইসঙ্গে, বহিরাগতদের ক্রমবর্ধমান বসতি স্থাপন ও ব্যবসার বিস্তার স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, উন্নয়নের নামে যদি এই বহিরাগত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তবে স্থানীয় জনগণের আত্মপরিচয় একসময় মুছে যেতে পারে।

এর পাশাপাশি চোখে পড়ে, পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উন্নয়নের পথকে জটিল করে তুলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধের কারণে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদি সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। আন্দোলন ও ধর্মঘট পাহাড়ের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলেছে, যার ফলে তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থান সংকটে পড়ছে।

পাহাড়ি মানুষ উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন, তবে সেই উন্নয়ন যেন তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি, কিন্তু তা যেন তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ে না হয়। কোনও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা তাদের ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে একীভূত হয়।

সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব হল এমন একটি নীতি গ্রহণ করা, যেখানে উন্নয়ন ও সংস্কৃতি একসঙ্গে টিকে থাকবে। পাহাড়ের মানুষ তাঁদের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সঠিক নেতৃত্ব এবং সচেতন নাগরিক অংশগ্রহণ। দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ সেই ভারসাম্য রক্ষা করেই উন্নয়নের পথ দেখতে চান।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। আইন, বিধি ৪। খেজুর ৫। হাবলা, বোবা ও কালা ৭। প্রতিকারের কোনও পথ নেই এমন, নিরুপায়, অসহায় ৮। আধ পাকা, ভিতরে কাঁচা কিন্তু বাইরে পাকা ৯। বৃত্তিমূলক কাজে সুখ্যাতি, দক্ষতার খ্যাতি ১১। প্রকৃত, যথার্থ ১৩। আপস, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত ১৪। দিন, সারাদিন ১৫। বোনা, তাতে কাপড় বোনা।

উপর-নীচ : ১। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা ২। পশুপাখির তীক্ষ্ন নখ ৩। নিন্দা, অপবাদ, অখ্যাতি ৬। ছোট বাগান, উপবন ৯। তীক্ষ্ন দাঁতওয়ালা হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ ১০। শরৎকালের চাঁদ ১১। ইন্দ্র ১২। কথাবার্তা, কথন।

সমাধান ■ ৪০৮৪

পাশাপাশি : ১। তটভূমি ৩। জহর ৫। ককবরক ৭। নোটন ৯। পামর ১১। কালভৈরব ১৪। মকুব ১৫। দলাদলি।

উপর-নীচ : ১। তড়পানো ২। মিশুক ৩। জবাব ৪। রসিক ৬। রক্তিম ৮। টহল ১০। রসকলি ১১। কালাম ১২। ভৈরব ১৩। বরদ

বিন্দুবিসর্গ

কুম্ভের জল, বদলে গেল দূষণ রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সঙ্গমে সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভের জলে মারাত্মক দূষিত পদার্থ, ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতির কথা জানিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)। ওই রিপোর্ট নিয়ে হইচই শুরু হলেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং তিনি দাবি করেছিলেন, স্নান তো বটেই, ত্রিবেণি সঙ্গমের জল পানেরও যোগ্য। এবার নিজেদের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও জানিয়েছে, ত্রিবেণি সঙ্গমের জল মহাকুম্ভের সময় স্নানের উপযুক্তই ছিল। তাতে বিপজ্জনক ব্যাকটিরিয়াও ছিল না। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালকে দেওয়া এক রিপোর্টে সিপিসিবি জানিয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য উঠে আসছে। তাই নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সার্বিকভাবে গোটা সঙ্গম এলাকার হিসাব ধরলে জলের মান ঠিকই ছিল। স্নানেরও উপযুক্ত ছিল।

১২ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহে দু-বার করে গঙ্গার পাঁচটি স্থানে এবং যমুনা নদীর দুটি জায়গা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে সার্বিকভাবে ওই জল স্নানের উপযুক্ত বলে জানানো হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছিল। ৭ মার্চ গ্রিন ট্রাইবিউনালের ওয়েবসাইটে তা আপলোড করা হয়েছে। মহাকুম্ভ মিটতেই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের

স্নানের যোগ্য জল, ভোলবদল কেন্দ্রীয় পর্ষদের

তরফে কেন নতুন করে রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমএনএস নেতা রাজ ঠাকরে সরাসরি মহাকুম্ভের জল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মহারাষ্ট্রের মহাযুতি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেও তিনি গঙ্গার দূষিত জলে স্নান করাকে কুসংস্কার বলে সরাসরি তোপ দেগেছেন।

শনিবার দলের ১৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ ঠাকরে বলেন, 'আমাদের দলের নেতা বালা নন্দগাঁওকর আমার জন্য মহাকুম্ভের খানিকটা জল নিয়ে এসেছিলেন। ওঁকে আমি সাফ বলেছি, ওই জলে আমি স্নান করব না। ওই জল কে পান করবেন? করোনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মানুষ ২ বছর ধরে মুখে মাস্ক পরে ঘুরছিলেন। আর এখন তাঁরাই মহাকুম্ভে গিয়ে স্নান করেছেন। ওই গঙ্গায় কে পুণ্যস্নান করবেন?' গঙ্গার দূষণের প্রসঙ্গ তুলে বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো বলেন, 'আস্থার অর্থ থাকা উচিত। দেশের একটিও নদী স্বচ্ছ নয়। অথচ আমরা সেগুলিকে আমাদের মা বলি। বিদেশে নদীকে মা বলা হয় না। অথচ সেগুলি পুরোপুরি স্বচ্ছ। আমাদের সমস্ত নদী দূষিত। হয় কেউ স্নান করছেন, নয়তো কাপড় কাচছেন।' রাজ বলেন, 'আমি রাজীব গান্ধির সময় থেকে শুনছি গঙ্গা পরিষ্কার করা হবে। অথচ এখনও পর্যন্ত তা হল না। মানুষের উচিত, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধি খাটানো।'

গোধূলিবেলায় পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে পর্যটকদের বোটযাত্রা। রবিবার প্রয়াগরাজে।

অসুস্থ ধনকর, আরোগ্য কামনা মোদির

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : গুরুতর অসুস্থ উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। বুকে ব্যথা অনুভব করায় রবিবার তাঁকে নয়াদিল্লির এইমসের কার্ডিয়াক বিভাগে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। ধনকরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এইমসে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এইমসে গিয়েছিলাম। আমি ওঁর সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' ধনকরকে দেখতে যান বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও। সোমবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান অসুস্থ থাকায় তিনি আগামী কিছুদিন রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন না।

জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত ৪

মুম্বই, ৯ মার্চ : জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন ৫ কর্মী। সেখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। একজনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে নাগপদ এলাকায় ৫ শ্রমিক জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন। অনেক্ষণ পরেও তাঁরা বের না হওয়ায় সন্দেহ হয় অন্যদের। ডাকাডাকি করেও ট্যাংকে নামা শ্রমিকদের সাড়া মেলেনি। খবর যায় দমকলে। দমকলকর্মীরা ৫ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় বার করে আনেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ৪ শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের নাম হাসিপাল শেখ (১৯), রাজা শেখ (২০), জিয়াউল্লা শেখ (৩৬) এবং ইমান্দু শেখ (৩৮)। হাসপাতালে পুরহান শেখ (৩১) নামে এক শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে।

বাংলাদেশে একের পর এক ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। রবিবার।

পরপর ধর্ষণে উত্তাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ মার্চ : 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শহর, শহরতলি রাত জেগেছিল এই স্লোগানকে সামনে রেখে। এবার তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল পদ্মাপারের একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পালিত রাতদখল কর্মসূচিও। মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া এক আট বছরের শিশু সহ সারা দেশে একাধিক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঠি হাতে মিছিল করেন পড়ুয়ারা। তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও। রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু করে ভিসি চত্বর, নীলখেত, কাঁটাবন, শাহবাগ মোড় ঘুরে মিছিলটি আবার রাজু ভাস্কর্যে শেষ হয়।

মিছিলে স্লোগান ওঠে, 'জান-মালের নিরাপত্তা দে, নইলে গদি ছেড়ে দে'। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর অপসারণ, দ্রুত ট্রাইবিউনালে সমস্ত ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার সহ মোট নয় দফা দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন লেখক নিগার সুলতানাও। শনিবার মধ্যরাতেও পড়ুয়ারা ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার চেয়ে

বিচারের দাবিতে পথে পড়ুয়ারা

একটি সমাবেশ করেছিলেন। ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ, সমাবেশ করে। সেই প্রতিবাদ সমাবেশেও স্লোগান ওঠে, 'আমার সোনার বাংলায় ধর্ষকদের ঠাঁই নাই'।

মাগুরা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ধর্ষণের ঘটনায় সুর চড়িয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্ষকদের কোনও স্থান নেই। ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।' অপরদিকে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, '১৫ দিনে তদন্ত শেষ করে ৯০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের মামলার বিচার সম্পন্ন করা হবে।' এদিকে বিক্ষোভের কারণে মাগুরার ঘটনায় ধৃতদের এদিন আদালতে হাজির করতে পারেনি পুলিশ। মাগুরা সরকারি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি কলেজ থেকে মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মূল ফটকের সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

ঝড় ওঠার সম্ভাবনা ট্রাম্প, ওয়াকফ নিয়ে বিতর্কে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। এই পর্বে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক বার্তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষেই সুর চড়ানোর কৌশল নিয়েছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। মণিপুরে নতুন করে যে অশান্তি শুরু হয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা চাইতে পারে বিরোধীরা। সেই রাজ্যে অবশ্য এখন রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। তাই রাজ্যের জন্য পৃথক বাজেটের অনুমোদন চাইতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সিদ্ধান্ত সংসদে অনুমোদন করাতে চান শা। সোমবার থেকে শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ চলবে।

বিরোধীরা অবশ্য সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, ত্রিভাষা নীতির মতো একাধিক ইস্যুকে এবার হাতিয়ার করেছে। ভুয়ো এপিক নম্বর বরাদ্দ করা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধতে চাইছে তৃণমূল। এই ইস্যুতে অন্য বিরোধী দলগুলিকেও পাশে পেতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যে তৃণমূল, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী দলের চাপে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, যাঁদের নকল এপিক কার্ড আছে তাঁদের তিন মাসের মধ্যে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। পাশাপাশি নতুন ভোটারদেরও ওই কার্ড দেওয়া হবে। তৃণমূলের অভিযোগ, বহিরাগত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকাতেই কারচুপি করা হয়েছে। ভূতুড়ে ভোটার তাড়াতে রীতিমতো কোমর বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল।

বাজার মাতাচ্ছে ফরাসি ফ্যাশন ব্র্যান্ড কোম্পানির নতুন সৃষ্টি ওয়ান লেগ জিনস। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিনসে একটি পা ঢাকা। অন্যটি হাফপ্যান্টের ধাঁচে কাটা। জিনসের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৩৮ হাজার টাকা।

অশান্তি থামলেও থমথমে মণিপুর

ইম্ফল, ৯ মার্চ : নতুন করে অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি ঠিকই। কিন্তু মহাসড়কগুলিকে অবরোধমুক্ত করার শাহি নির্দেশ ঘিরে হিংসার জেরে রবিবারও থমথমে থাকল মণিপুর। কুকি-জো গোষ্ঠীর তরফে রবিবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধের ডাক দেওয়া হয়। তার জেরে কাংপোকপি জেলার স্বাভাবিক জন-জীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়। শনিবার কাংপোকপি জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১ জন প্রতিবাদী মারা যান। মহিলা এবং নিরাপত্তাকর্মী সহ ৪০ জনেরও বেশি আহত হন। এদিন গামঘিপাই এবং জেলার অন্য এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ইম্ফল-ডিমাপুর মহাসড়কে যাতে যান চলাচলে কোনওরকম বাধাবিঘ্ন তৈরি না হয় সেজন্য বাহিনীর টহলদারিও ছিল চোখে পড়ার মতো। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত বাহিনীর সঙ্গে কুকিদের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। কুকি-জো কাউন্সিলের ডাকা বনধকে সমর্থন জানায় আইটিএলএফ। এক বিবৃতিতে তারা বলে, 'গতকাল কুকি-জো এলাকার মধ্যে দিয়ে মেইতেইদের যাতায়াতের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে, তার প্রতিবাদেই আন্দোলন শুরু হয়েছে কাংপোকপিতে। নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিবাদীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে। যাঁরা গতকাল প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে আমরা সম্মান করি।' এদিকে মণিপুর পুলিশ বলেছে, কুকিদের হামলায় ২৭ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান আহত হয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আক্রান্ত হিন্দু মন্দির

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৯ মার্চ : কানাডার পর এবার আমেরিকায় আক্রান্ত হল হিন্দু মন্দির। সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো হিলসে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় স্থান বিএপিএস শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মন্দির তছনছ করার পাশাপাশি একাধিক জায়গায় ভারত বিরোধী স্লোগান লিখেছে তারা। আমেরিকায় বসবাসকারী হিন্দুদের ভারতে ফিরে যেতে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার না করলেও ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মন্দিরে ভাঙচুরের জেরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। বিষয়টি নজরে আসার পর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকও। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে লিখেছেন, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের কথা জানা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে। সব ধর্মস্থানকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রশাসনের কাজ।'

প্রতিবাদ জানিয়েছে আমেরিকায় হিন্দুদের যৌথ মঞ্চ 'কোয়ালিশন অফ হিন্দুজ ইন নর্থ আমেরিকা'। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'হিন্দু সম্প্রদায় ঘৃণার বিরুদ্ধে অবিচল রয়েছে। চিনো হিলস তথা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেন। আমরা এখানে কখনোই ঘৃণাকে শিকড় ছড়াতে দেব না। মন্দিরে হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে এফবিআই প্রধান কাশ প্যাটেল, গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর তুলসী গাবার্ড এবং চিনো হিলস পুলিশ বিভাগকে তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

নিন্দা ভারতের

ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের কথা জানা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে। সব ধর্মস্থানকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রশাসনের কাজ।

রণধীর জয়সওয়াল

কাঠুয়া হত্যাকাণ্ড

নেপথ্যে কি সন্ত্রাস যোগ

জম্মু, ৯ মার্চ : কাঠুয়া জেলার বিলাওয়ার তহশিলে তিনজন নাগরিককে খুনের ঘটনায় সন্ত্রাসবাদী যোগ থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। একই মত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনেরও। শনিবার মালহার এলাকার ইসু নালা থেকে বরুণ সিং (১৫) নামে এক কিশোর, ও তার কাকা যোগেশ সিং (৩২) এবং দর্শন সিং (৪০)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা থমথমে রয়েছে। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'তিন নাগরিককে এভাবে হত্যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। একটি শান্তিপূর্ণ এলাকার পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য গভীর চক্রান্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব নিজে জম্মুতে যাচ্ছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন রবিবার। লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। তিন নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের জেরে বানি, বিলাওয়ার এবং কাঠুয়া সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বনধ পালিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রমুখ এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।

যোগী-রাজ্যে খুন সাংবাদিক

লখনউ, ৯ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে গুলি করে খুন করা হল এক সাংবাদিক তথা আরটিআই কর্মীকে। শনিবার সীতাপুরে লখনউ-দিল্লি হাইওয়েতে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। নিহতের নাম রাঘবেন্দ্র বাজপেয়ী। জানা গিয়েছে, বাইকে সওয়ার দুষ্কৃতীরা প্রথমে তাঁর পিছু নেয়। তারপর তারা সোজা রাঘবেন্দ্রের বাইকে ধাক্কা মারে। তিনি বাইক থেকে পড়ে গেলে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি চালানো হয়। প্রথমে এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু জখম অবস্থায় ওই সাংবাদিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি মৃত বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসকেরা। ৩৫ বছরের রাঘবেন্দ্রর কাছে শনিবার দুপুরে একটি ফোন আসে। ফোন পেয়েই তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। তার কয়েকঘণ্টা পর বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তবে কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, সেই সম্পর্কে এখনও ধন্দে পুলিশ। কোনও এফআইআরও দায়ের করা হয়নি। সীতাপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীণরঞ্জন সিং বলেন, রাঘবেন্দ্রের কাঁধে এবং বুকে গুলি লেগেছিল। খুনের পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় আততায়ীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বালুচিস্তানে হত মুফতি মীর

কোয়েটা, ৯ মার্চ : অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন কুলভূষণ অপহরণের মাস্টারমাইন্ড। বালুচিস্তানের মৌলবাদী নেতা মুফতি শাহ মীরের মৃত্যুর খবরে স্বস্তিতে ভারত। গতবছরও দু-বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে নমাজ সেরে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আততায়ী একের পর এক গুলি চালায়। গুরুতর জখম মুফতিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাক পুলিশ।

২০১৬ সালের ৩ মার্চ গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করে পাক সেনা। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারিতে মুফতির বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, মানব পাচার ও ভারতে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশেও মুফতির যোগ ছিল। এমনকি বালুচিস্তানে হেপাজতে থাকা কয়েকজন তরুণকে অপহরণ ও হত্যাতেও নাম জড়ায় তাঁর।

হোয়াইট হাউসের কাছে গুলির লড়াই

ওয়াশিংটন, ৯ মার্চ : পরপর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউস চত্বর। শনিবার মাঝরাতের ঘটনার পর হোয়াইট হাউসের আশপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, একজন বন্দুকবাজ হোয়াইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ওই ব্যক্তিকে আটকানোর চেষ্টা করেন সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মীদের দেখে গুলি চালাতে শুরু করে বন্দুকবাজ। পালটা গুলি চালায় সিক্রেট সার্ভিস। গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে হামলাকারী। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্দুকবাজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। ঘটনার সময় হোয়াইট হাউসে ছিলেন না ট্রাম্প।

বন্দুকবাজ ইন্ডিয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা। তার সম্পর্কে আগেই সিক্রেট সার্ভিসকে সতর্ক করেছিল স্থানীয় পুলিশ। হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র একটি ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করার সময় তাকে দেখতে পান সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তাকর্মীরা। সন্দেহ হতেই নিরাপত্তাকর্মীরা তার দিকে এগিয়ে যেতেই শুরু হয় গুলির লড়াই। কী কারণে ওই ব্যক্তি হোয়াইট হাউসের কাছে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দা বিভাগ।

মার্কিন পণ্যে শুল্ক হ্রাসের ইঙ্গিত দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর থেকে শুল্কের পরিমাণ কমাতে চলেছে ভারত। সম্প্রতি একথা জানিয়ে কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও রবিবার পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফে সরকারিভাবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। কেন্দ্রের একটি সূত্রে আমেরিকার পণ্যের ওপর কর কমানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, কোনও দেশের পণ্যে শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ভারত নিজের স্বার্থে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। কূটনৈতিক চাপ এক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি উড়িয়ে দিয়ে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি থেকেই বাণিজ্য ইস্যুতে কেন্দ্রের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিদেশে ভারতের রপ্তানি বাড়াতে এবং এদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে আমেরিকার জিনিসপত্রের ওপর কর কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। অতীতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সুইৎজারল্যান্ড এবং নরওয়ে থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ কমানো হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে আমেরিকা। ট্রাম্প সরকার ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। দিল্লিকে চাপে ফেলে শুল্ক হ্রাসে বাধ্য করেছেন বলে ট্রাম্প যে দাবি করেছেন সরকারি সূত্রে তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'ভারত আমাদের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। যাই হোক, এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।' ট্রাম্পের মন্তব্যের রেশ ধরে কেন্দ্রের কাছে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

আইফায় সেরা চমকিলা

জয়পুর, ৯ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (আইফা)-এ সেরা ছবির শিরোপা পেল অমর সিং চমকিলা। এই ছবির সুবাদে সেরা পরিচালকের তকমা পেয়েছেন ইমতিয়াজ আলি। শনিবার জয়পুরে আয়োজিত আইফা ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ অমর সিং চমকিলার পাশাপাশি নজর কেড়েছে দো পাত্তি, সেক্টর ৩৬-এর মতো ছবি। দো পত্তিতে দুরন্ত অভিনয়ের জন্য সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেত্রী হয়েছেন কৃতি স্যানন। সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেতা হয়েছেন বিক্রান্ত মাসে (সেক্টর ৩৬)। সিরিজ ক্যাটিগোরি বিভাগে সাড়া ফেলেছে পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজের তৃতীয় সংস্করণ। পঞ্চায়েত সিজন থ্রিতে অভিনয় করে সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেতা হয়েছেন জিতেন্দ্র কুমার।

বাকিদের খোঁজে জারি তল্লাশি

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে উদ্ধার ১ মৃতদেহ

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ : দীর্ঘ ১৬ দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রবিবার তেলেঙ্গানার নাগারকুর্নুলের এসএলবিসি সুড়ঙ্গ থেকে একজন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করল উদ্ধারকারী দল। বাকি সাতজনকে উদ্ধারে এখনও জারি রয়েছে তল্লাশি। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই সুড়ঙ্গের একটি অংশ আচমকা ধসে পড়ে। সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ধারে নামানো হয় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। বিশেষ এক ধরনের রোবটও ব্যবহার করা হয়। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা সহ ১২টি উদ্ধারকারী দলের মোট ৭০০ জন সদস্য উদ্ধারকাজে নেমেছেন। যে অংশে শ্রমিকরা আটকে পড়েছিলেন, তার অনেকটাই কাছে পৌঁছে গিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা একজনের মৃতদেহ যন্ত্রের মধ্যে আটকে থাকতে দেখেছি। তাঁর শুধুমাত্র হাত দেখা যাচ্ছিল। উদ্ধারকারী দল ওই যন্ত্রটি কেটে মৃতদেহ উদ্ধার করে।' উদ্ধারকাজে সবরকমের সাহায্য করছে তেলেঙ্গানা প্রশাসন।

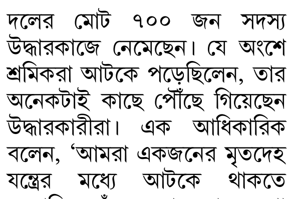

প্লাস্টিকের জলের বোতলে না বিয়েবাড়িতে

তিরুবনন্তপুরম, ৯ মার্চ : বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান মানেই দেদার খাওয়া-দাওয়া। আর সেই ভোজন বিলাসিতার অপরিহার্য অঙ্গ হল প্লাস্টিকের বোতলে পানীয় জল। অনুষ্ঠান শেষে সেইসব বোতলের স্তূপ নজরে আসে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহারে রাশ টানতে এবার সক্রিয় হল কেরল হাইকোর্ট। সম্প্রতি পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত একটি মামলার পর্যবেক্ষণে আদালত জানিয়েছে, বিয়ের মতো অনুষ্ঠানে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার অনুচিত। কীভাবে এর ব্যবহার আরও কমানো যায় তা খতিয়ে দেখতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সরকারি, বেসরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে প্লাস্টিকের ছোট জলের বোতল ব্যবহার বন্ধ করার পক্ষেও অবস্থান স্পষ্ট করেছে আদালত।

সাইকেলের চাকা ঘোরে, ঘাসের গন্ধে ভরে চারপাশ...। রবিবার বালুরঘাটের জলঘরে। - অভিজিৎ সরকার

অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত বাংলাদেশি তরুণ

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : সীমান্তের কাঁটাতার টপকে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে শনিবার গভীর রাতে বাংলাদেশি এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ তারেক (২৪)। বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার হাবুপাড়া গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ফরেন অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে কাঁটাতার সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করে মহম্মদ তারেক। শনিবার গভীর রাতে করণদিঘি ও ভাটোল সংলগ্ন নোনা নদীর আশপাশে তারেককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ভাটোল ফাঁড়ির নাইট পেট্রোলিং ভ্যান। তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জেরায় পুলিশকে সে জানায়, সীমান্তের কাঁটাতার টপকে সে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নেই। বাংলাদেশি ও ভারতীয় দালালের মাধ্যমে ১২০০০ টাকার বিনিময়ে সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল, দিল্লি বা হরিয়ানাতে গিয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করা।

জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'বাংলাদেশি এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জমি দখলে রক্ত ঝরল দুই দিনাজপুরে

সীমানায় কলা গাছ নিয়ে সংঘর্ষ, জখম ৮

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : প্রাচীর বা পিলার নয়, একটি কলা গাছই সীমানা নির্ধারণের ভিত্তি। আর সেই কলা গাছটির হেলে পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী পরিবারের বিবাদ কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাসাগর এলাকা। এক প্রতিবেশী নতুন বাড়ি তৈরি শুরু করার পরে ওই কলা গাছ আদতে কার সীমানায় রয়েছে, তা নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের আট জন অল্পবিস্তর আহত হন। এর মধ্যে তিন জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই পরিবারই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

বালুরঘাট ব্লকের গঙ্গাসাগর গ্রামের বাসিন্দা মনোতোষ মণ্ডল ও দীপেন প্রধানের বাড়ি পাশাপাশি। দুই পরিবারের সীমানা নির্ধারণ করতে একটি কলা গাছই ভরসা। মনোতোষের দাবি, ওই গাছটি তাঁদের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আবার দীপেনের বক্তব্য, কলা গাছটি বড় হয়ে তাঁদের সীমানার দিকে বেশি হেলে গিয়েছে। সম্প্রতি দীপেন প্রধান নতুন ঘর তৈরির কাজ শুরু করেছেন। মনোতোষ বলছেন, 'কলা গাছের সীমানা লঙ্ঘন করে নতুন গৃহনির্মাণ করছিল প্রধান পরিবার। তাতে বাধা দেওয়ায় ওরা দলবদ্ধভাবে আমাকে ছাড়াও বাবা ও স্ত্রীকে মারধর করেছে। তারা বালুরঘাট হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।'

> সীমানায় থাকা কলা গাছটি আমাদের দিকে ঢলে আসায় নতুন বাড়ি তৈরিতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কথা বলতে গেলে মণ্ডল পরিবার বিবাদ শুরু করে।
>
> **দীপেন প্রধান**

> কলা গাছের সীমানা লঙ্ঘন করে নতুন গৃহনির্মাণ করছিল প্রধান পরিবার। তাতে বাধা দেওয়ায় ওরা দলবদ্ধভাবে আমাকে ছাড়াও বাবা ও স্ত্রীকে মারধর করেছে।
>
> **মনোতোষ মণ্ডল**

দীপেন প্রধানের ছেলে বিপিন প্রধানের পালটা অভিযোগ, 'সীমানায় থাকা কলা গাছটি আমাদের দিকে ঢলে আসায় আমাদের নতুন বাড়ি তৈরিতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই অসুবিধার কথা বলতে গেলে মণ্ডল পরিবার বিবাদ শুরু করে। আমার মাকে বেধড়ক মারধর করে। আমার স্ত্রী মাকে রক্ষা করতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়।'

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতেই সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলায় রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

জায়গা ছাড়তে রাজি না হওয়ায় 'খুনে'র চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : বসতবাড়ির জমি দখলকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা দফায় দফায় মারধরের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ থানার বীরঘই পঞ্চায়েতের রূপাহার সংলগ্ন সরাই গ্রামে। ঘটনায় ১৩ বছরের এক নাবালক ও তাঁর মাকে অর্ধনগ্ন করে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্ত্রী ও নাবালক সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে প্রহৃত হয়ে গুরুতর জখম হন নাবালকের বাবা। স্থানীয়দের তৎপরতায় জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। রাত বারোটা নাগাদ রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় এলাকার তিন প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। জখম স্বামীর নাম জীবন বর্মন (৩৫), স্ত্রীর নাম রুম্পা বর্মন দাস (৩০), ছেলের নাম জয় বর্মন (১৩)।

শনিবার রাতে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জীবন বর্মন। অভিযোগ, আচমকা বাড়ির অদূরে রাস্তা আগলে ধরেন এলাকার প্রভাবশালীরা। এরপর শুরু হয় মারধর। স্বামী ও বাচ্চার চিৎকারে ছুটে আসেন স্ত্রী রুম্পা বর্মন। তাঁকেও অর্ধনগ্ন করে বেধড়ক মারধর করা হয়। দফায় দফায় মারধরের ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দাদের চেষ্টায় জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় রাতেই রায়গঞ্জ থানায় এলাকার প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জীবন বর্মন।

> আমার ৩০ শতক বসতবাড়ির জমি হাতিয়ে নিতে চায় এলাকার প্রভাবশালীরা। কিন্তু আমরা সেই জমি বিক্রি করব না বলে জানিয়ে দিই। তারপর থেকে আমাদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শনিবার আমাকে, আমার স্ত্রীকে ও আমার নাবালক সন্তানকে খুন করার চেষ্টা করে অভিযুক্ত প্রভাবশালীরা।
>
> **জীবন বর্মন, আক্রান্ত**

বাড়ির মালিক জীবন বর্মনের অভিযোগ, 'জাতীয় সড়কের ধারে ৩০ শতক বসতবাড়ির জমি রয়েছে। সেই জমি হাতিয়ে নিতে এলাকার প্রভাবশালীরা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা সেই জমি বিক্রি করব না বলে জানিয়ে দিই। তারপর থেকে আমাদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শনিবার আমাকে, আমার স্ত্রীকে ও আমার নাবালক সন্তানকে খুন করার চেষ্টা করে অভিযুক্ত প্রভাবশালীরা। আমি চাই, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

স্কুল ভ্যানে আগুন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তুলসীহাটা পঞ্চায়েতের সদরে রবিবার বিকেলবেলায় হঠাৎ করে একটি চার চাকার স্কুল ভ্যানে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি তুলসীহাটা সদর এলাকার শীতলা মন্দিরের কাছে দাঁড় করানো ছিল। বাসিন্দারা লক্ষ করেন, গাড়িটিতে আগুন ধরে গিয়েছে। তাঁরা তৎপর হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। খবর দেওয়া হয় দমকলে। অবশেষে দমকলের একটি ইঞ্জিনের এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গাড়ির মালিক সোনু গুপ্তা বলেন, 'কী করে আগুন লাগল বুঝতে পারছি না। আগুনে আমার গাড়িটা পুরো নষ্ট হয়ে গেল।'

শোয়ার ঘরে প্রৌঢ়ার দেহ

চাঁচল, ৯ মার্চ : বাড়িতে শোয়ার ঘর থেকে এক প্রৌঢ়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম বীণা মালাকার (৫৬)। বাড়ি চাঁচলের মকদমপুর পঞ্চায়েতের শেরপুর এলাকায়। চারটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের কারণে বিধবা ওই প্রৌঢ়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।

গাছ কাটা বন্ধ

চাঁচল, ৯ মার্চ : সরকারি জায়গা থেকে দু'টি আমগাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগে স্থানীয়দের একাংশ রুখে দাঁড়ানোয় বন্ধ হল গাছ কাটা। রবিবার দুপুরে মালদার চাঁচলের মালঞ্চা এলাকার ঘটনা। আগেও ওই এলাকার একটি পুরোনো বটগাছ কাটা হয় বলে অভিযোগ। এদিন দু'টি আমগাছ কাটা শুরু হতেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

২০ রক্তদাতা

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : প্রয়াত পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মরণে রবিবার রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। ২০ জন রক্তদান করেন।

বিশ্বের ভাষা মানচিত্রে প্রথম বাংলা

কলকাতা, ৯ মার্চ : বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষার জয়জয়কার। বিশ্বের মানচিত্রে কথ্য আঞ্চলিক ভাষার নিরিখে হিন্দিকে ছাপিয়ে গেল বাংলা ভাষা। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সমগ্র বিশ্বে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলাতেই বেশি মানুষ কথা বলেন। তবে ২০২৩ সালে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি ৯৫ লক্ষ। আর বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ২৭ কোটি ২৮ লক্ষ। অবস্থানের বিচারে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে হিন্দি ছিল তৃতীয় স্থানে। আর বাংলা ছিল সপ্তম স্থানে। তবে ইউনেসকো স্বীকৃত নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৪ সালের এই তথ্য সামনে এসেছে। গ্লোবাল পপুলেশন র‍্যাংক অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কিছুদিনের মধ্যে। এতদিন রিপোর্টের মূল ভিত ছিল বাংলাদেশ। এবার পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই ও দক্ষিণ ভারতকেও যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপ, সোমালিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার নানা প্রদেশে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন। ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্র মিলিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাংলা কথ্য আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। তবে ভারতে কথ্য আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রথম স্থানে রয়েছে।

টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত মানিকচকের পরিযায়ী

মানিকচক, ৯ মার্চ : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী তরুণের। বাড়িতে রয়েছেন নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং বিধবা বৃদ্ধা অসুস্থ মা। ঘটনাটি মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের মোমিনটোলা এলাকার। মৃত পরিযায়ীর নাম খাইরুল আনসারি (৩১)। স্থানীয় বাসিন্দা সহ পরিবারের সদস্যরা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

গত কুড়ি দিন আগে পেটের দায়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলেন খাইরুল। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ইলেক্ট্রিক খুঁটির ওপর কাজ করতে গিয়ে খুঁটি থেকে পড়ে যান তিনি। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তিনদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ রবিবার আনুমানিক সকাল ১০টা নাগাদ মৃত্যুর কাছে হার মানেন খাইরুল। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী তরুণের মৃত্যুতে পরিবারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

বন্দুকের নল ঠেকিয়ে

প্রথম পাতার পর

মণ্ডলকেও মারধর করা হয়। এরই মধ্যে তিন রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তার মধ্যে একটি গুলি দীনেশের বাম পায়ে লাগে।

অন্য জমি মালিকদের বন্দুকের নলের মুখে কান ধরে ওঠবস করানো হয়।

গুলি চালানোর খবর পেয়ে আবারও ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছায় ভূতনি থানার পুলিশ। গুরুতর আহত দীনেশ মণ্ডলকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ভূতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পরে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় মালদা মেডিকেলে।

অভিযুক্তদের অন্যতম রামপ্রকাশ অবশ্য অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মালদাতেই নেই। শুনেছি, আমার পরিবারের লোকেরা নিজেদের জমির ফসল তুলতে গিয়েছিল। সেসময় দীনেশ ও তাঁর পরিবারের লোকেরা হামলা করেছে। গুলিও ওরাই চালিয়েছে।' পুলিশ সুয়োমোটো তদন্ত শুরু করলেও, লিখিত অভিযোগ না হওয়ায় কোনও মন্তব্য করেনি।

ফাঁসে মৃত্যু কিশোরের

ইটাহার, ৯ মার্চ : এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত কিশোরের নাম প্রদীপ সরকার (১৫)। বাড়ি ইটাহার থানার ধামদোল গ্রামে। রবিবার দুপুরে নিজের ঘরে প্রদীপকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কিশোরের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পরিবার। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে খবর, এবছরই প্রদীপ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সোমবার তার ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার কথা ছিল।

প্রদীপের এক আত্মীয় জানান, 'পাশের গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রদীপের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের কোনও টানাপোড়েনের জন্য ওর এই পরিণতি কি না জানি না।'

জলসমস্যা মিটল মানাইনগরে

ইটাহার, ৯ মার্চ : পানীয় জলের সংকট মেটাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইটাহারের মানাইনগর গ্রামে পাম্প বসালেন জেলা পরিষদ সদস্য শায়েস্তা আলম। কয়েক মাস ধরে পিএইচই'র জল সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে এই গ্রামে। এদিকে মানাইনগর, পুরুষোত্তমপুর ও বাসুদেবপুর সংসদের মানুষের জন্য জল জীবন প্রকল্পের মোটরও বিকল হয়ে যাওয়ায় তীব্র জলসংকটে ভুগছিলেন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। জলের দাবিতে এর আগে একদিন রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনও করেছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সরকারি কাজে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। রমজান মাসে জলসংকট মেটাতে নিজেই তড়িঘড়ি নতুন পাম্প বসানোর ব্যবস্থা করলেন জেলা পরিষদ সদস্য শায়েস্তা আলম।

সম্মেলন

করণদিঘি, ৯ মার্চ : রবিবার কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের করণদিঘি ব্লক ইউনিটের বার্ষিক সম্মেলন হল। করণদিঘির সুকান্ত ভবনে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সম্মেলনে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা তুলে ধরেন বক্তারা।

করব, করছি মনোভাব

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

মাম্পি সাহা দাস
প্রধান, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : সাহাপুর পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সংসদে নিকাশি সমস্যা রয়েছে। সমস্যা সমাধানে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : এর জন্য বালা সাহাপুর, ৩ নম্বর কলোনি, নাগেশ্বরপুর সহ বেশ কিছু সংসদে নতুন ড্রেন তৈরি হয়েছে। তবে পঞ্চায়েতের পক্ষে হাইড্রেন তৈরি করা সম্ভব নয়। এর জন্য আমরা জেলা পরিষদকে প্রস্তাব পাঠিয়েছি।

জনতা : বাইপাসের জন্য সরকার সাহাপুরের কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছিল। বাইপাস তৈরি হয়েছে। অথচ বাইপাসের জন্য হেক্টর হেক্টর কৃষিজমিতে জল জমছে। চাষ আবাদ হচ্ছে না। বর্ষার সময় জমি থেকে জল বের করে দেওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে?

প্রধান : এটা বড় প্রকল্প। পঞ্চায়েতের পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়। তবে কৃষিজমি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের নজরে এনেছি।

জনতা : সাহাপুর পঞ্চায়েতে একের পর এক আম বাগান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গাছ কাটা বন্ধ করতে আপনার পঞ্চায়েতের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

প্রধান : প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো, পঞ্চায়েত থেকে গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয় না। শুধু সুপারিশ করি। সেই সব গাছ, যে সব গাছ থেকে কোনওভাবেই ফল পাওয়া যাবে না। তবে কোন বাগান বা কারও বাড়ির জমির গাছ কাটার যোগ্য কি না সেটা খতিয়ে দেখেন পঞ্চায়েতের শিল্প পরিকাঠামো সঞ্চালক।

জনতা : পঞ্চায়েতের সাফাই ব্যবস্থার ওপর কতটুকু জোর দেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : নিয়মিত রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। সাফাইকর্মীরা নিকাশিনালা, আবর্জনা পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যান। সাফাই ব্যবস্থা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

জনতা : পঞ্চায়েত এলাকায় সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জমা জলে মশার লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। যে কারণে ডেঙ্গি সহ পতঙ্গবাহিত রোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এজন্য পঞ্চায়েত থেকে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে?

প্রধান : ডেঙ্গি সহ পতঙ্গবাহিত রোগ মোকাবিলার জন্য নিয়মিত ভেক্টর সারভেলান্স টিম নজরদারি করে থাকে। পরবর্তীতে পঞ্চায়েতের তরফে পদক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

জনতা : ভাঙন একটা বড় সমস্যা। প্রতি বছর বর্ষায় পাড়ে ধস নামে। এতে কৃষি ও বাস্তুজমি নদী গর্ভে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের তরফে এব্যাপারে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : ছাতিয়ান মোড় মৌজার ডোপপাড়া সংলগ্ন এলাকায় একটা সমস্যা রয়েছে। নদীতে জলস্তর বাড়লে অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়।

জনতা : বিভিন্ন সংসদে পথবাতি নেই। সমস্যা সমাধানে আপনারা কতটুকু উদ্যোগী?

প্রধান : রাজ্য সরকারের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রকল্পে আমরা সোলার লাইট বসাচ্ছি। প্রতি সংসদে সোলার সিস্টেম লাইট বসানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : পুরাতন মালদা
মোট সংসদ : ৩০
জনসংখ্যা : ৫১, ৫১৮ হাজার
মোট আয়তন : ২৬.৪৪৫ বর্গ কিলোমিটার।

জনতা : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পঞ্চায়েত কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

প্রধান : জল জীবন মিশনের আওতায় প্রতিটি গ্রাম চলে এসেছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাজ চলছে। পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে চালু হয়নি। শান্তিপুর এবং সদরঘাটে দুটি ওভারহেড তৈরি হচ্ছে। ওভারহেড তৈরি হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দেওয়া সম্ভব হবে।

বিষপানের ১২ দিন পর মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ৯ মার্চ : বিষপান করায় দীর্ঘ ১২ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত তরুণের নাম গোপাল হাজরা (৩৮)। বাড়ি বুনিয়াদপুর পুরসভার দক্ষিণপাড়ায়। পেশায় বিএলআরও অফিসের মুহুরি ছিলেন। এদিন বংশীহারী শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘাস মারার বিষ পান করেন গোপাল। বিষয়টি জানাজানি হতেই তাঁকে প্রথমে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু তিনদিন পরেই চিকিৎসকরা তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তির পরামর্শ দেন। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার তিনি মারা যান।

মেধা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ

বুনিয়াদপুর, ৯ মার্চ : রবিবার বুনিয়াদপুরের সুকান্ত ভবনে সিস্টার নিবেদিতা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হল। গত ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর জেলার মোট ১৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই মেধা অন্বেষণের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় জেলার ২৮০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নিয়ে প্রত্যেকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্মারক, মেডেল এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বংশীহারীর সিস্টার নিবেদিতা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক দেবব্রত সরকার বলেন, '২২০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতেই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।'

পি সেন ট্রফিতে প্রদুন্য

গঙ্গারামপুর, ৯ মার্চ : সিএবি পরিচালিত আসন্ন পি সেন ট্রফি ক্রিকেটে 'কম্বাইন্ড ডিস্ট্রিক্ট ইলেভেন' দলে সুযোগ পেলেন গঙ্গারামপুরের অলরাউন্ডার প্রদূন্য সরকার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে একমাত্র তিনিই এবছর সুযোগ পেয়েছেন। ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং অফ স্পিন বোলার প্রদূন্য সরকার বর্তমানে কলকাতার বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেন।

২৫টি সোলার লাইট উদ্বোধন

গঙ্গারামপুর, ৯ মার্চ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কালদিঘি এলাকায় ৫১৩ জাতীয় সড়কের দুপাশে ২৫টি সোলার লাইটের উদ্বোধন করেন বৃহস্পতিবার। সাংসদ কোটার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গঙ্গারামপুর হাসপাতাল মোড় থেকে দমদমা পঞ্চায়েত পর্যন্ত ২৫টি সোলার লাইটের উদ্বোধন করা হয়। কালদিঘি রাধাগোবিন্দ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়।

উত্তরের চিকিৎসায় বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

প্রথম পাতার পর

তকমা জুটতে পারে। কিন্তু না বললেই নয়, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শুধুমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যে সম্ভব, ওরা সেটা দেখিয়েছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যের মূল সমস্যাগুলিকে যদি অনুধাবন না করা যায়, প্রতিষেধক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলিকে যদি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়োজিত না করা যায়, তাহলে মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তরের হাসপাতালগুলির উপর বেশি চাপ তৈরি হবেই। ভিড় দেখে, সচ্ছল মানুষেরা নাক সিঁটকে যাবেন বেসরকারি হাসপাতালে। যাঁরা পারবেন না, ভবিতব্য মেনে, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত থাকবেন। ভোট আসবে, ভোট যাবে। আর এই অপেক্ষমাণ মানুষেরা ভেবে যাবেন, "হয়তো একদিন......"।

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সংখ্যা ৪২। সরকারি মেডিকেল কলেজ ২৬। সংখ্যা দুটো দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কি? তার আগে একটু তলিয়ে দেখুন। এই হাসপাতালগুলি থেকে, তথাকথিত 'উন্নততর' হাসপাতালে রোগী রেফারের সংখ্যা, বীতশ্রদ্ধ রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে, স্থানান্তরিত হওয়ার অনুপাতটা কত সে খবর নিন। তাহলেই সরকারি পরিষেবার কঙ্কালসার চেহারাটা ফুটে উঠবে।

এ তো গেল, রাজ্যের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির দুরবস্থা। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, এটাই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জাতীয় চিত্র। ক্রমতালিকায় আমরা একটু নীচের দিকে, এই যা। কিন্তু এ রাজ্যে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। যা আন্তর্জাতিক স্তরে আজ চর্চার বিষয়। অভয়া কাণ্ডের পর প্রকাশ্যে এসেছে সেই ভয়াল দুর্নীতি আর অব্যবস্থার নগ্ন আখ্যান। উত্তরবঙ্গের মাথা হেঁট করা 'নর্থবেঙ্গল লবি। হুমকি-সংস্কৃতির নামে, চিকিৎসক ও ছাত্রদের উপর শাসক অনুগত কর্তাব্যক্তিদের আস্ফালনের নানা চিত্র। পাশ-ফেল নির্ধারিত হচ্ছে, শাসকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। জ্ঞান ও মেধা সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। আনুগত্যই পাশের চাবিকাঠি। এই স্বল্প কিন্তু অতীব ক্ষমতাশালীদের হাতে ভবিষ্যৎ রোগীদের তত্ত্বাবধানের ভার থাকলে চিকিৎসা পরিষেবা ভবিষ্যতে কোন অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে, ভাবতেও ভয় করে। আর যে সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা কিছু স্বপ্ন, কিছু সদিচ্ছা নিয়ে এই পেশায় এসেছিলেন, তাঁরাও ভাবতে শুরু করেছেন, কিছুই হয়তো পালটাবে না। কাউন্সিল নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হলে যদি বদলি হতে হয়, প্রতিবাদী হলে কী অবস্থা হবে সহজেই অনুমেয়। অতএব, যা চলছে চলুক, আমরা শুধু স্রোতে ভেসে থাকি। এই চিত্রকল্প যদি প্রবহমান থাকে, বলতে বাধা নেই, 'নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি।'

এসবের মধ্যেও কিছু আলোর দিশা আছে। এক স্বাস্থ্য প্রশাসককে জানি। বিগত দশ বছরে সাতবার বদলি হয়েছেন। অষ্টম বদলির জন্য অপেক্ষমাণ। কারণ, এরা বড় বেয়াড়া। নেতাদের উপেক্ষা, এমনকি প্রতিবাদের সাহস পর্যন্ত দেখায়। মাথা কাটতে পারলেই ভালো হত। নিদেনপক্ষে ছাঁটাই। কিন্তু কী সব গণতন্ত্র, সরকারি নিয়মনীতি আছে। সেসব করা মুশকিল। তাই ঘনঘন বদলি। এমন লোকও আছেন জেলায় জেলায়। সংখ্যায় কম হলেও আছেন। এঁদের দিকে তাকিয়েই তাই আশায় বুক বাঁধি। ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখি হয়তো একদিন জেগে উঠবে, আগামীর ভোরবেলায়।

সিরিয়ায় সংঘর্ষ, মৃত হাজারের বেশি

প্রথম পাতার পর

সেখানে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলছে। নানা জায়গায় মৃতদেহের স্তূপ নজরে এসেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সিরিয়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আলাউইতের সদস্য বাসার আল আসাদ। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেও আলাউইতরা এখনও আসাদ পরিবারের অনুগত। বিপরীতে সিরিয়ান সুন্নিরা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সমর্থক। এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। তবে নিহত সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে আলাউইত সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশি বলে সিরিয়ান অবজারভেটরি জানিয়েছে।

একনজরে

- সিরিয়ায় সদ্য ক্ষমতা দখল করা বিদ্রোহী জোটের সঙ্গে সংঘর্ষ আসাদ অনুগামীদের
- দু'পক্ষের লড়াইয়ে হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন
- আসাদ পরিবারের শক্তঘাঁটি জাবলেহে একজনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল সরকারি বাহিনী। সেই অভিযানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ছড়িয়েছে
- নিহতদের মধ্যে ১২৫ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য

ছোট তারা

গঙ্গারামপুর বোরডাঙির সৃষ্টি সূত্রধর (১০) প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। যোগাসন প্রতিযোগিতায় সে জিতেছে একাধিক পুরস্কার।

অ্যাথলেটিক্সে ট্রেনিং সেন্টার গড়ার উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের মাঠে গড়ে তোলা হবে অ্যাথলেটিক্স ট্রেনিং সেন্টার। তৈরি করবে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রাক্তনী সমিতি। এখানে জেলার ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চলম্ফন, শটপাট, ডিসকাস থ্রো সহ খেলার অন্য বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাঠটিকে ঘিরে যাতে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে এবং জেলা থেকে নতুন নতুন ক্রীড়াবিদ তৈরি হয় সেজন্য প্রাক্তনী সমিতি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কাছে আবেদন জানালেন। কমিটি এই আবেদন মঞ্জুর করে। খেলার মাঠটি তিন বছরের জন্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। গত শনিবার এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন।

বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, 'ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে আমাদের এই উদ্যোগ। মাঠটিকে আধুনিকমানের তৈরি করা হবে। মাঠে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে। তৈরি হবে শৌচালয়।' প্রাক্তনীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি গোবিন্দ কল্যাণী। তিনি বলেন, 'আগামীতে জেলায় ভালো মানের অ্যাথলেটিক্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয়। আমরা অবশ্যই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।'

> ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে আমাদের এই উদ্যোগ। মাঠটিকে আধুনিকমানের তৈরি করা হবে। মাঠে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে। তৈরি হবে শৌচালয়।
>
> **কৃষ্ণ কল্যাণী**, বিধায়ক

নিখোঁজ গৃহবধূ, তরুণী

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : বালুরঘাটে চিকিৎসকের কাছে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে এক গৃহবধূ 'নিখোঁজ' হয়ে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে দেড় বছরের শিশুরও কোনও হদিস মিলছে না বলে পরিবারের দাবি। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে খুঁজেও তাকে না পেয়ে অবশেষে স্ত্রী ও শিশুসন্তানের খোঁজ পেতে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন গৃহবধূর স্বামী।

অপরদিকে, বালুরঘাট শহরের নেপালিপাড়া এলাকার এক তরুণীও রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ১৮ বছরের তরুণীর। ওই তরুণীর পরিবারের তরফেও বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ করা হয়েছে।

রক্তদান

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : রক্তসংকট সমাধানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল যৌথভাবে জেলা প্রেস ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ প্রমুখ।

আর ক'দিন বাদেই দোল। মালদা শহরে কদর রকমারি মুখোশের। - সংবাদচিত্র

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ রায়গঞ্জ শহরে

এটিএম লুটের পর দোকানে চুরি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : শহরের জেলখানা মোড় থেকে শুক্রবার গভীর রাতে এটিএম থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা লুট করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও চুরির ঘটনা ঘটল রায়গঞ্জ শহরে। এবারের ঘটনাস্থল শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র আশা টকিজ সংলগ্ন অঞ্চল। শনিবার গভীর রাতে সেখানে একটি মোবাইলের দোকানে চুরি হয়। কয়েকদিন ধরে চোরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বীরনগরবাসী। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের নজরদারি বা সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী।

রায়গঞ্জ শহরের আইনকানুন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বণিকমহল। ইতিপূর্বে বছর দুয়েক আগে শহরের প্রাণকেন্দ্রের এক বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থার সোনার দোকানে ঢুকে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি করে পালিয়েছিল ডাকাতদল। তারপর সব স্বাভাবিক থাকলেও এখন আবার শহরে শুরু হয়েছে চুরি-ডাকাতি-লুটপাট।

মোবাইলের দোকানদার পার্থ লাহা জানান, 'শনিবার রাত দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে ফিরি। রবিবার সকালে কর্মচারী দোকান খুলে দেখে উপরের টিন ফাটানো হয়েছে। তখনই দোকানে এসে পুলিশে খবর দিই।'

কিশোর দেব নামে বীরনগরের এক বাসিন্দার দাবি, 'কিছুদিন আগে গভীর রাতে আমার বাড়ির জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে মোবাইল, পার্সের মধ্যে থাকা বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। শুধু তাই নয়, রাতের বীরনগরের বিভিন্ন বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিচ্ছে।' তাঁর দাবি, 'ওই ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ করেছিলাম। তবে দু'দিন আগে ফের রাতের বেলা চোর এসেছিল। চিৎকার করলে পালিয়ে যায়।'

এদিন পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেন, 'আমরা প্রত্যেক ব্যবসায়ী ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি। বুঝতে পারছি না যে পুলিশ কী করছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে এটিএম লুট হলেও এখনও তার কোনও খোঁজ মেলেনি। আবার শহরের প্রাণকেন্দ্রে মোবাইলের দোকানে চুরি হয়েছে।'

অপরদিকে, রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির কথায়, 'শহরের বিভিন্ন বাড়িতেও চুরি বেড়ে গিয়েছে। মূলত নেশাগ্রস্তরা এমনটা করছে বলে শুনেছি। তবে ব্যবসায়ী ও শহরবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে শহরে আরও সিসিটিভি এবং পুলিশি টহলদারি চালানোর দাবি জানাব।'

> আমরা প্রত্যেক ব্যবসায়ী ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি। বুঝতে পারছি না যে পুলিশ কী করছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে এটিএম লুট হলেও এখনও তার কোনও খোঁজ মেলেনি। আবার শহরের প্রাণকেন্দ্রে মোবাইলের দোকানে চুরি হয়েছে।
>
> **শংকর কুণ্ডু**, সাধারণ সম্পাদক জেলা বণিকসভা

বেশি দর্শক টানতে লড়াই দুই ফুলের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : ভারত-নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মহারণ। ছুটির দিন হলে কী হবে, থানা মোড় সংলগ্ন এলাকায় জমজমাট। জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে কয়েকদিন আগেই জায়েন্ট স্ক্রিনে ভারত- পাকিস্তান ম্যাচ দেখিয়েছিল বিজেপি। এদিন সেখানেই তৃণমূলের তরফে সবুজ চেয়ার বিছিয়ে খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখান থেকে কয়েক পা এগোলেই রাস্তার উপর গেরুয়া চেয়ার পেতে খেলা দেখাচ্ছে বিজেপি। দুই শিবির থেকেই ভেসে আসছে উল্লাসের ধ্বনি। মাঝেমধ্যে সেটাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে খেলার ধারাভাষ্যের শব্দ। আসলে শব্দ বাড়িয়ে দর্শক টানার প্রতিযোগিতা চলছে দুই তরফেই। দিন গড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সংখ্যা বাড়াতে চেয়ারের পরিমাণও বেড়েছে দুদিকেই।

একদিকে তৃণমূলের জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখতে উপস্থিত বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র, দলের বালুরঘাট শহর সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডল সহ একাধিক কাউন্সিলার। অন্যদিকে, বিজেপির স্ক্রিনে চোখ তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডুর। তার সঙ্গী টাউন সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী ও জেলা সম্পাদক বাপি সরকার। বালুরঘাটবাসীকে খেলা দেখাতে তৃণমূল ও বিজেপি যেন মহাযুদ্ধে শামিল।

এইরকম রেষারেষি প্রসঙ্গে বিজেপির বালুরঘাট টাউন সভাপতি সমীর প্রসাদ বলেন, 'আমরা বরাবরই জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ওই জায়গায় জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করি। ভারত-নিউজিল্যান্ডের ফাইনাল ম্যাচ আমরা সেখানেই দেখাব বলে ঠিক ছিল। কিন্তু এদিন সকালে দেখছি তৃণমূল সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়েছে। আমরা অশান্তি না করে পাশেই খেলা দেখাচ্ছি।'

বালুরঘাট শহর তৃণমূলের সভাপতি প্রীতমরামের কথায়, 'এখানে বালুরঘাটবাসী একত্রিত হয়ে ভারতের খেলাতে উন্মাদনায় মেতেছে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই আসতে পারেন। বিজেপির লোকও চাইলে আমাদের সঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন।' দুই দলের নেতৃত্ব অবশ্য একটা বিষয়ে এক সুরে বলেছেন, 'লোক কোথায় কম বা বেশি হল সেটা বড় কথা নয়, ভারত জিতুক এটাই চাই।'

> বালুরঘাটবাসী একত্রিত হয়ে ভারতের খেলাতে উন্মাদনায় মেতেছে। দলমতনির্বিশেষে সকলেই আসতে পারেন।
>
> **প্রীতমরাম মণ্ডল**, সভাপতি বালুরঘাট শহর তৃণমূল

> বরাবরই জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করি। এদিন তৃণমূল সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়েছে।
>
> **সমীর প্রসাদ**, সভাপতি বালুরঘাট টাউন বিজেপি

(উপরে) ঘাসফুলের তরফে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনাল দেখার ব্যবস্থা। (নীচে) পদ্ম শিবিরের। দুই তরফেই দলের পতাকার রং মিলিয়ে চেয়ারের রং বাছা হয়।

মালদার ব্যস্ততম মোড়ে রিল তৈরির হিড়িক

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ৯ মার্চ : নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়ার তাগিদ আর উপার্জনের স্পৃহা এই দুইয়ের চাপে কোণঠাসা ট্রাফিক ব্যবস্থা। মালদা শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তায় ক্যামেরা সেট করে বানানো হচ্ছে রিলস ও বিভিন্ন কনটেন্ট। এতে যানজট তৈরি হচ্ছে। পথচলতিরা দাঁড়িয়ে কর্মযজ্ঞ দেখায় ভিড় বাড়ছে রাস্তায়। যা শহরে ট্রাফিক সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে রথবাড়ি, গোয়াবাড়ি মোড় সহ মালঞ্চপল্লির মতো ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে বারবার দেখা যাচ্ছে এই ছবি।

এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররাই। তাঁদের বক্তব্য, সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি অবশ্যই ভালো। কিন্তু তার জন্য ব্যস্ত রাস্তা কিংবা জনবহুল রাস্তা কখনোই উপযুক্ত স্থান নয়।

জনপ্রিয় ব্লগার শুভজিৎ সান্যালের পরামর্শ, 'ভাইরাল হতে গিয়ে অনেকেই এখন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পথচারীদের হওয়া এখন অনেকের কাছে পেশা। নোংরা, অশালীন ভঙ্গি করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেন সামনের জেনারেশনকে কুপথে চালনার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। নতুন ক্রিয়েটররা বেশি লাইক ভিউসের জন্য এসব শুরু করেছেন। রাস্তায় ভিডিও হতে পারে, তবে শিক্ষামূলক হোক তা যেন অন্যদের অসুবিধার কারণ না হয়, সেটাও মাথায় রাখা উচিত।'

শহরের পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তার ধারে বা মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও বানানোর কারণে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনলাইনে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য নতুন নতুন পন্থা বের করা স্বাভাবিক। তবে সেটি যদি শহরের ট্রাফিক সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে, তাহলে তা চিন্তার। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উচিত জনজীবন ব্যাহত না করে নিজেদের সৃজনশীলতাকে উপস্থাপন করা। শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে এই ধরনের ভিডিও বানানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেটাই এখন দেখার।

সমস্যা তো হয়ই, ট্রাফিকও আটকে যায়। কনটেন্ট বানানোর জন্য শহরে অনেক পার্ক, খোলা জায়গা আছে সেখানে গিয়ে করা উচিত।'

তবে এই প্রবণতাকে বর্তমান অনলাইন দুনিয়ার অংশ বলেই মনে করেন কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটর। আরেক জনপ্রিয় ব্লগার শুভম ভাস্কর বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট তৈরিতে ব্যস্ত। মালদায়। - সংবাদচিত্র

রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দ ২০ লক্ষ

মালদা, ৯ মার্চ : উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরের জের। অবশেষে শহরের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লি তুলসীমোড় থেকে অনুকূলচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করল ইংরেজবাজার পুরসভা। দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তার সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা।

রাস্তা নির্মাণের সূচনা করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা নাথ প্রমুখ।

কৃষ্ণা নাথের প্রতিক্রিয়া, 'অনেকদিন ধরেই এই রাস্তা সংস্কারের দাবি ছিল। একটুখানি বৃষ্টিতেই রাস্তাটি জলে ডুবে যেত, আর শুকনো দিনে ইট-পাথরে চলাচল করা দুঃসহ হয়ে উঠত। অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ কমবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা শাশ্বনু রায় বলেন, 'এতদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ছিল, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছিল। অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি পেলাম।' একই বক্তব্য স্থানীয় সীমা দাসেরও।

যাদব মহাসভার ছাত্রবৃত্তি প্রদান

মালদা, ৯ মার্চ : মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত রূপসী লজে মালদা জেলা যাদব সভার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল ছাত্রবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ, সহ সভাপতি নির্মল্য ঘোষ, দপ্তর সচিব মুরারিমোহন পাল, ডাঃ সন্দীপন ঘোষ ও ডাঃ শুকদেব ঘোষ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পেশায় সহকারী অধ্যাপক মালদা জেলা যাদব সভার বুদ্ধিজীবী শ্যামল ঘোষ। অনুষ্ঠানের প্রথমে স্বাগত গান, তারপরেই জেলা সভাপতি ধীরেন ঘোষ স্বাগত ভাষণ রাখেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে মালদা জেলার ৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে চেক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ বলেন, 'আজ আমরা এক মহতী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি, যেখানে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব ডঃ দুলালচন্দ্র ঘোষ, তিনি ছিলেন এমন একজন মহামানব যিনি নিজের কর্ম, অধ্যবসায় এবং দানশীলতার মাধ্যমে আমাদের সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।'

পেশায় স্কুল পরিদর্শক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যেকটি মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কীভাবে তারা এখন থেকেই পেশা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতি শুরু করবে ,কীভাবে এগোবে তার উপরে বিস্তারিত বলেন। তিনি জানান, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে চায় তারা চাইলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। - সংবাদচিত্র

ব্যস্ত রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইন, দুর্ভোগ চরমে

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ৯ মার্চ : ব্যস্ততম রাস্তা। সেই রাস্তা আটকেই চলছে গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজ। ফলে রোজ যানজট সমস্যায় নাজেহাল হতে হচ্ছে শহরবাসীকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ডালখোলা বাসস্ট্যান্ড ও মল্লিকপুর মোড় এলাকায় কয়েক সপ্তাহ আগে রাস্তার পাশে বড় বড় গর্ত করে পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়। সেই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ দিয়ে রাস্তার অনেকটা অংশ দখল করে রেখেছে ঠিকাদারি সংস্থা। একদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, তার ওপর রমজান মাস। আশঙ্কা, একটু অসাবধান হলেই সেই গর্তে পড়ে গিয়ে ঘটতে পারে বিপত্তি।

পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ব্যবসা করেন রামবাবু সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'বাসস্ট্যান্ডের অদূরে শহরের মূল সড়কের পাশে একাধিক জায়গায় প্রায় ২৫ দিন ধরে অনেকটা জায়গা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। রোজ যানজট হচ্ছে। ঠিকাদারি সংস্থা বেশিরভাগ সময় রাতে কাজ করছে। ফলে জলকাদায় ভরে যাচ্ছে এলাকা। ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়ছেন।'

দীনেশ শীল নামে আরেক ব্যবসায়ীর কথায়, 'মল্লিকপুর মোড়ের কাছে রাস্তার পাশে প্রায় ৩-৪ ফুট গভীর গর্ত করে রাখা হয়েছে। দিন কয়েক আগে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে ওই গর্তে পড়ে যান।' যদিও এ ব্যাপারে ডালখোলা পুরসভার পুরপতি স্বদেশচন্দ্র সরকারের আশ্বাস, 'রাস্তার পাশে গর্ত করার ফলে মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বলেছি। আশা করছি, দু-এক দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে রাস্তা পুরোপুরি মেরামত করে দেবে ঠিকাদারি সংস্থা।'

সবজির খোসা, পাতা থেকে মাছের খাবার তৈরির প্রয়াস

রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে মালদার অধ্যাপকের গবেষণাপত্র পুরস্কৃত

মালদা, ৯ মার্চ : ঝরাপাতা বা সবজির খোসার মতো অব্যবহার্য সামগ্রী থেকে তৈরি হচ্ছে মাছের পুষ্টিকর খাবার। মালদার বাসিন্দা অধ্যাপকের গবেষণায় উন্মোচিত নতুন দিগন্ত। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় ৩২তম রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক সন্দীপন তালুকদারের গবেষণাপত্রটি 'আউটস্ট্যান্ডিং পেপার' হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর যৌথ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নাল 'ফিজিওল বায়োকেম'এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

মালদার ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়ায় বাড়ি অধ্যাপক সন্দীপন তালুকদারের। বর্তমানে তিনি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক ঘোষের তত্ত্বাবধানে তিনি মাছেদের খাবার নিয়ে গবেষণা করছেন। অধ্যাপক কৌশিক ঘোষের চালিয়ে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে নতুন পদ্ধতিতে মাছের খাবার তৈরির পথ বের করেছেন। মাছেদের এই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ খাবার খুব কম খরচে তৈরি সম্ভব। তাই বৃহত্তর লক্ষ্যে তাঁর এই গবেষণা শুধুমাত্র ল্যাবরেটরিতেই সীমাবদ্ধ নেই। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর গবেষণা হাতেকলমে প্রয়োগ করেছেন রাজ্যের বেশ কিছু মৎস্যজীবীদের পুকুরে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন বেশ কিছু মৎস্যজীবীদের। যাদেরকে তিনি এই নতুন পদ্ধতিতে মাছের খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

অধ্যাপক তালুকদার তাঁর গবেষণার প্রথমার্ধে সমীক্ষা করে দেখেছেন, এই রাজ্যে বর্তমানে

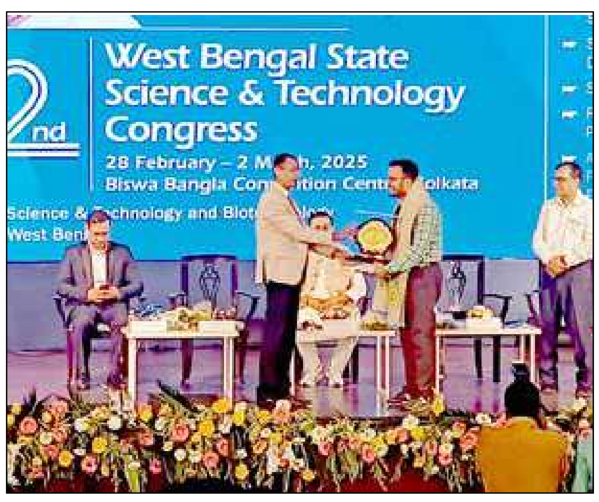

সম্মানিত অধ্যাপক সন্দীপন তালুকদার। - সংবাদচিত্র

মৎস্যচাষিরা প্রায় ৬০ শতাংশ পুঁজি ব্যয় করে থাকেন মাছের খাবারের জন্য। কারণ, পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার না হলে মাছেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই খাবারের ওপরেই বেশি খরচ হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ধানের তুষ, সর্ষের খোল সহ মাছের খাবার তৈরির অন্যান্য সামগ্রীগুলি ক্রমশ তুলনায় কম পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। চাহিদা থাকলেও জোগান না থাকায় দাম বাড়ছে কয়েকগুণ। এই জায়গা থেকেই অধ্যাপক সন্দীপন তালুকদার চেয়েছেন নতুন কিছু। তারপরেই তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করে ঝরে পড়া গাছের পাতা থেকে মাছের খাবার তৈরির পদ্ধতি বের করেছেন। খুব সহজ এই পদ্ধতিতে সাধারণ মৎস্যজীবীরাও তাদের পুকুরপাড়ে এই পদ্ধতিতে মাছের খাবার তৈরি করতে পারবেন। প্রথমে তিনি অধিক ট্যানিনযুক্ত গাছের পাতায় পরীক্ষা করেন। মাছের পেটে থেকে পাওয়া এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া ব্যাসিলাস সাবটিলিস এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাবার তৈরি করতে খরচ একেবারেই কম। কারণ, গাছের পাতা আলাদাভাবে কিনতে হচ্ছে না। আগামীদিনে এই পদ্ধতিতে মাছের খাবার তৈরি মৎস্যজীবীরা শিখে নিলে জলাভূমি অধ্যুষিত মালদা ও দুই দিনাজপুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অনেকটাই বিবর্তন ঘটবে বলে মনে করছেন তিনি।

মৎস্য উৎপাদনে ব্যতিক্রমী এই গবেষণাকে স্বীকৃতি জানিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক বিবেকানন্দ মণ্ডল বলেন, 'আধুনিক গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'ল্যাব টু ল্যান্ড' জুলজির গবেষণা শুধু ল্যাবে আটকে থাকবে কেন? এই জায়গা থেকে তরুণ সন্দীপন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।'

> আধুনিক গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'ল্যাব টু ল্যান্ড' জুলজির গবেষণা শুধু ল্যাবে আটকে থাকবে কেন? এই জায়গা থেকে তরুণ সন্দীপন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।
>
> **বিবেকানন্দ মণ্ডল**, ডিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ

স্বাস্থ্যে হেল্প ডেস্ক

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : সমগ্র রাজ্যের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরই একমাত্র জেলা যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চালু হল ইন্টিগ্রেটেড হেল্প ডেস্ক। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণে চালু হয়েছে এই অনুসন্ধান কেন্দ্র। প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে এই অনুসন্ধান কেন্দ্র। যোগাযোগ নম্বর ৮৩৬৭৮৭৩২০০। আধিকারিকেরা জানান, আপৎকালীন পরিস্থিতি, অ্যাম্বুল্যান্স ও গর্ভবতী মহিলাদের নিশ্চয় যান সহ নিগ্রহ ভূমিকা নিতে চলেছে এই হেল্প ডেস্ক।

সুস্থ থাকুন

থ্যালাসিমিয়া সচেতনতাই হাতিয়ার

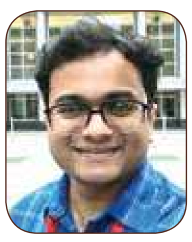

থ্যালাসিমিয়া কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয় বা রক্তের ক্যানসার নয়। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা তো দূর, এই রোগ প্রতিরোধে স্ক্রিনিং নিয়ে তেমন সচেতনতা দেখা যায় না বলেই থ্যালাসিমিয়া এখনও ডালপালা মেলে চলেছে। লিখেছেন নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিকাল হেমাটোলজিস্ট **ডাঃ অনুপম ব্রহ্ম**

থ্যালাসিমিয়া কী

থ্যালাসিমিয়া রক্তের লোহিত কণিকার একরকম জিনগত রোগ, যা বংশানুক্রমে ছড়ায়। লোহিত রক্তকণিকার ভেতর থাকে হিমোগ্লবিন, যা অক্সিজেন পরিবহণ করে শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। এই হিমোগ্লোবিনের ভেতর থাকে একটি 'হিম' অণু, যাকে ধরে রাখে চারটি গ্লোবিন চেন, এর মধ্যে দুটি আলফা চেন, দুটি বিটা চেন।

আমাদের দেশে সাধারণত বিটা-থ্যালাসিমিয়া বেশি দেখা যায়। এই রোগে জিনগত সমস্যার কারণে এই বিটা চেন ঠিকমতো তৈরি হয় না। ফলে হিমোগ্লোবিন তথা লোহিত রক্তকণিকা হয় ভঙ্গুর। এই ভঙ্গুর রক্তকে তৈরি হওয়ার সময় শরীর নিজেই রক্ত তৈরির কারখানা অস্থিমজ্জার ভেতরেই ভেঙে ফেলে, অথবা রক্তের কবরস্থান প্লীহার ভেতরে বেশি বেশি করে ভেঙে ফেলে। ফলে আক্রান্ত শিশুর শরীরে রক্ত কমে যেতে থাকে।

জিনের গুরুত্ব

বিটা গ্লোবিন চেন তৈরি করার জন্য যে জিনগুলি দায়ী, তার অর্ধেক আসে বাবার থেকে, অর্ধেক আসে মায়ের থেকে। থ্যালাসিমিয়ার জেনেটিক্স বেশ জটিল, সোজা ভাষায় বলতে গেলে যদি বাবা বা মায়ের মধ্যে একজনের শরীরে থ্যালাসিমিয়ার বাহক জিন থাকে, তবে শিশুর গ্লোবিন জিন হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হবে অথবা সে থ্যালাসিমিয়ার বাহক হবে। যদি বাবা-মা দুজনের জিনেই সমস্যা থাকে, অর্থাৎ দুজনেই বাহক হলে শিশুর বাহক হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ এবং রোগী হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ।

কী কী সমস্যা হতে পারে

যেহেতু রোগীর শরীরে রক্ত স্থায়ী হয় না, তাই প্রথম অবস্থায় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুকে ফ্যাকাশে দেখায়। সে হাত-পা ছোড়া, কাঁদা ইত্যাদি সক্রিয়ভাবে করে না, বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না। সাধারণত এই অবস্থায় পরীক্ষা করিয়ে রোগ ধরা পড়ে। এরপর শিশুকে বারেবারে রক্ত দিতে হয়, সে রক্ত নেওয়ার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে-

- শরীরে আয়রন জমতে থাকে। অনেক বছর ধরে লিভার, হার্ট ইত্যাদি অঙ্গে আয়রন জমা হওয়ার ফলে এদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, ধীরে ধীরে এরা কাজ করা বন্ধ করে।
- হরমোন গ্রন্থিগুলি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হয় না এবং যথেষ্ট পরিমাণে দরকারি হরমোনগুলো তৈরি করতে পারে না। তাই আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় না, যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে সমস্যা হয়।
- বাইরের রক্তের বিরুদ্ধে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফেলে। ফলে রক্ত দিলেই জ্বর আসা, শরীর কাঁপা ইত্যাদি হতে পারে এবং সেই রক্তও স্থায়ী হয় না।
- শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বিকশিত হয় না, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসবাহিত রোগ বারবার হতে থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমত, ঠিক ঠিক সময়ে রক্ত দেওয়া যাতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নয় থেকে দশ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে বজায় থাকে।

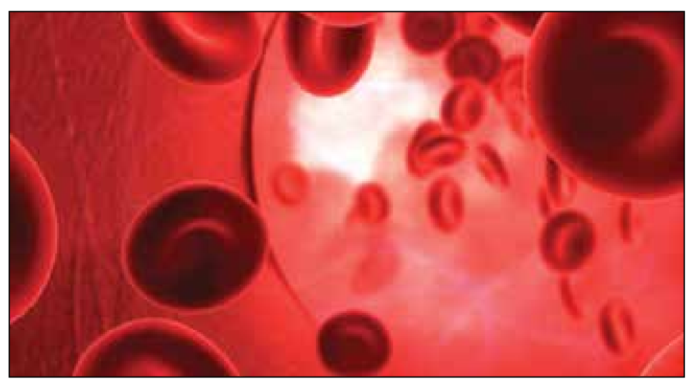

দ্বিতীয়ত, ঠিক সময়ে শরীর থেকে আয়রন বের করে দেওয়ার ওষুধ শুরু করা এবং তা নিয়মিত খেয়ে যাওয়া যাতে শরীরে আয়রন বেশি জমতে না পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শরীরে জমা আয়রনের মাত্রা বোঝার জন্য ফেরিটিন পরিমাপ করা হয়।

এছাড়া যখন বোঝা যায়, রক্ত ভাঙতে ভাঙতে প্লীহা অতিসক্রিয় হয়ে রক্ত আরও বেশি মাত্রায় ভেঙে দিচ্ছে, তখন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে প্লীহা বাদ দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিকভাবে থ্যালাসিমিয়ার চিকিৎসা এভাবে করা হলেও এখন এই রোগের আরও নতুন কিছু চিকিৎসা এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- কিছু ওষুধের মাধ্যমে রোগীর শরীরে 'ফিটাল হিমোগ্লোবিন'-এর মাত্রা বাড়িয়ে রাখা, যাতে অঙ্গে-অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন এবং অক্সিজেনের মাত্রা বজায় থাকে। এই পদ্ধতি রোগী এবং পরিবারের পক্ষে খুব সুবিধাজনক, কারণ শুধুমাত্র কিছু ওষুধ নিয়মিত খেয়ে যেতে হয়, রোগী 'ব্লাড ট্রান্সফিউশন' মুক্ত থাকে এবং ওষুধগুলি খুব ব্যয়সাপেক্ষও নয়।
- থ্যালাসিমিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব একমাত্র বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। তবে এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ, পদ্ধতিটি জটিল এবং প্রতিস্থাপন-পরবর্তী সময়েও কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তবে সফল হলে বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত হয়ে যায়।

প্রতিরোধের উপায়

সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেহেতু থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুর জন্মের একমাত্র কারণ বাহক বাবা-মা, তাই দুজন বাহকের সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। থ্যালাসিমিয়া নির্ণায়ক পরীক্ষার নাম হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। বিয়ের আগে সকলের এই এইচপিএলসি রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত এবং ছেলেমেয়ে দুজনেই বাহক প্রমাণিত হলে তাদের সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। দুজনের মধ্যে একজন বাহক হলে শিশুর বাহক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সে রোগাক্রান্ত হবে না, কাজেই জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও পরিবারে একজন রোগাক্রান্ত বা বাহক প্রমাণিত হলে সেই পরিবারের সকলের এই পরীক্ষা করানো উচিত।

উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুরা ভালো থাকতে পারে এবং তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে। তাই অভিজ্ঞ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ (হেমাটোলজিস্ট)-এর অধীনে নিয়মিত চিকিৎসা এবং ফলোআপ করিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এই রোগ প্রতিহত করার জন্য স্ক্রিনিং পরীক্ষার ওপর জোর দিয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে।

পায়ে ১০ মিনিটের মালিশে উপকার অনেক

আমরা ত্বক ও চুলের যত্নে প্রচুর সময় ব্যয় করি। কিন্তু পদযুগল নিয়ে একেবারেই অসচেতন। অথচ এই পায়ের ওপরেই আমাদের সারা শরীরের ভর এসে পড়ে। সেইসঙ্গে অনবরত হাঁটা, দৌড়ানো এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে পায়ের অবদান কম নয়। কিন্তু আমরা এর যত্ন একেবারেই নিই না। জানেন কী, প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে মাত্র ১০ মিনিট পায়ের তলায় তেল মালিশ করলে অনেক উপকার পেতে পারেন। পায়ে তেল মালিশের ক্ষেত্রে আমন্ড অয়েল, তিল তেল, সর্ষের তেল, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

আয়ুর্বেদ অনুযায়ী পায়ে তেল মালিশের এই পদ্ধতিকে বলে পদ অভ্যাঙ্গ। আমাদের পায়ের তলায় বেশ কতগুলো আকুপ্রেশার পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলো মালিশের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়। শুধু পেশির টান বা ব্যথাই নয়, পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি থেকে স্নায়ু সক্রিয় রাখা, অনিদ্রা ও অস্থিসন্ধির ব্যথা দূর করে পায়ে তেল মালিশ। এছাড়া আরও যা উপকার পাবেন-

ক্লান্তি কমায়

সারাদিনের ক্লান্তি থেকে নিমেষে মুক্তি দিতে পারে রাতে শোয়ার আগে পায়ে তেল মালিশ করা। এটা আপনার স্ট্রেস কমাতে অনেকটাই সাহায্য করে।

রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে

পায়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে মালিশ করলে তা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে।

ভালো ঘুম হয়

শোয়ার আগে পায়ে তেল মালিশ রাতে ভালো ঘুমের জন্য দারুণ কার্যকরী।

পিএমএস কমায়

পিএমএস অর্থাৎ প্রি মেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোমের অভিজ্ঞতা প্রায় সব মহিলারই আছে। এক্ষেত্রে বেশ ব্যথা হয় এবং শারীরিক নানারকম পরিবর্তন হয়। সুতরাং, পিএমএস মোকবিলায় পায়ে তেল মালিশ বেশ উপকার দেয়।

ব্যথা-যন্ত্রণা কমায়

নিয়মিত রাতে শুতে যাবার আগে পায়ে তেল মালিশ শরীরের বিভিন্নরকমের ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে খুবই কার্যকরী।

মাইগ্রেনের জন্য ভালো

আপনার যদি মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে তাহলে রাতে পায়ে তেল মালিশ করে দেখুন, উপকার পাবেন। ওষুধের প্রয়োজন পড়বে না।

গোড়ালির ব্যথা কমায়

অনেকেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর গোড়ালির ব্যথা বোধ করেন। সেক্ষেত্রে রাতে পায়ে তেল মালিশ করলে এই ব্যথা বেশ কমতে পারে। এছাড়া ফ্ল্যাট ফিটের ব্যথা থেকেও উপশম দেয়।

ডিপ্রেশন মোকাবিলা করে

রাতে পায়ে তেল মালিশ ডিপ্রেশন সামলাতেও সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে সেল্ফ-ম্যাসাজের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ফুড ক্রেভিং হলে কী করবেন

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে সবসময় যে মন আপনার প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে, ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তেমন নয়। হুটহাট কিছু খেতে ইচ্ছে করলে বা ফুড ক্রেভিং হলে দু-একবার মনের কথা আপনাকে শুনতে হবে। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও সপ্তাহে একটাবার মনের মতো কিছু খাবারের খানিকটা আয়োজন করতেই পারেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রায়ই যদি উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন সুস্বাদু খাবার খেতে মন চায়, তাহলে ওজন কমানো সত্যিই কষ্টদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অনেকে মনে করেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের অর্থ, খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া কিংবা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা। আদতে ব্যাপারটা এমন নয়। সুস্থ থাকতে আপনাকে সারাদিনে পর্যাপ্ত খাবার খেতে হবে। অবশ্য কী খাচ্ছেন, তার খেয়াল রাখা জরুরি। সাধারণভাবে বলা যায়, রোজকার ভাত ও অন্যান্য শর্করাজাতীয় খাবারের পরিমাণ কমানো এবং ফাস্ট ফুড, বিরিয়ানি বা উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার না খাওয়াই চমৎকার স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন।

যদি আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাহলে খিদের কষ্ট করবেন না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু না কিছু খান। সারাদিন আপনি কখন কী খাবেন, সে ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা করে রাখুন। প্রতি বেলাতেই খানিকটা আমিষ ও ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ভালো। তাহলে সহজে খিদে লাগবে না। নানা রকম ফলমূল, সবজি, শাক, লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি, ওটস, ছাতু প্রভৃতিতে পর্যাপ্ত ফাইবার রয়েছে। সারাদিনে কয়েকবার বাদামও খাবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন খাবারের পদকে সুস্বাদু করে তুলুন। শুধু একটা সাধারণ ফল খেতে ভালো না লাগলে স্যালাড হিসেবে খেতে পারেন। বিভিন্নরকম সুপ তৈরি করুন। তবে একই ধরনের খাবারে একঘেয়েমি আসাই স্বাভাবিক। তাছাড়া শুধু একই ধারার খাবার খেলে পুষ্টির ঘাটতি হয়। এই ঘাটতির কারণেও বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে আপনার।

এছাড়া শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ই আমাদের মনে হয় খিদে পেয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর খানিকটা জল কিংবা স্বাস্থ্যকর পানীয় খাওয়া প্রয়োজন। এমন অভ্যাস গড়ে তুললে হুট করে কোনও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠার প্রবণতা কমে।

সেইসঙ্গে নিজের সুস্থতার জন্যই ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থির করুন, কারও কথার চাপে নয়। পিৎজা, পাস্তা কিংবা বিরিয়ানির মতো খাবার খেতে ইচ্ছা করলেও সপ্তাহের সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করুন, যেদিন আপনি নিজেকে পছন্দের খাবার খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আবার আজকেই যদি খুব বেশি ইচ্ছে করে খাবারটি খেতে, তাহলে আজ তা খেয়ে নিলেও সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, প্রতিজ্ঞা করুন নিজের কাছেই।

টস ভাগ্যে লারার পাশে রোহিত

কয়েন যুদ্ধে হার চাইছিলেন অশ্বীন!

দুবাই, ৯ মার্চ : খেতাবি যুদ্ধে প্রথম বল পড়ার আগেই জোড়া রেকর্ড!

ভারতীয় দল ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার। তবে খুশির নয়। কিছুটা হতাশার। তার চেয়েও অনেক বেশি চমকে দেওয়া নজির। ২০২৩ ওডিআই ফাইনাল থেকে ওডিআই ম্যাচে টসে হার শুরু হয়েছিল।

দুবাই দ্বৈরথে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে যা অটুট। সবমিলিয়ে টানা ১৫টি ম্যাচে একটানা হার! অঙ্কের নিরিখে তেত্রিশ হাজার বারের মধ্যে এরকম ঘটনার সম্ভাবনা নাকি একবার থাকে। আর সেই অবিশ্বাস্য কাজটাই করে দেখিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়করা!

রোহিত শর্মা এর মধ্যে টানা ১২টি

> রান তাড়া করা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই আমাদের। ভালো পিচ। পিচ খুব বেশি বদলাবে না। মূল লক্ষ্য প্রথমে বোলিং করে ওদের কম রানে আটকে রাখতে হবে। টস নিয়ে অহেতুক চিন্তা করতে রাজি নই। সাজঘরে আমরা এটাই বলি। দিনের শেষে মূল কথা তুমি বাইশ গজে কতটা ভালো খেললে।
>
> **রোহিত শর্মা**

ম্যাচে টসে হেরেছেন। যার সুবাদে স্পর্শ করলেন ব্রায়ান লারার নজির। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯৯-র মে মাস পর্যন্ত টানা এক ডজন ওডিআই ম্যাচে টসে হেরেছিলেন। ক্যারিবিয়ান যুবরাজ লারার যে আক্ষেপে আজ ভাগ বসালেন আজ রোহিত।

টানা এক ডজন টস হেরে হতাশ রোহিত শর্মা। ব্যাট হাতে ঝড় তুলে সেই খামতি ঢেকে দেন তিনি। রবিবার।

ওডিআইয়ে অধিনায়কদের টানা টসে হার

টস হারের সংখ্যা	অধিনায়ক	সময়কাল
১২	রোহিত শর্মা	নভেম্বর ২০২৩-মার্চ ২০২৫*
১২	ব্রায়ান লারা	অক্টোবর ১৯৯৮-মে ১৯৯৯
১১	পিটার বোরেন	মার্চ ২০১১-অগাস্ট ২০১৩

নেদারল্যান্ডসের পিটার বোরেনকে (১১টিতে হার) অতিক্রম করে লারার পাশে রোহিত।

রোহিত শেষবার টসে জিতেছিলেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। তারপর টস দুর্ভাগ্য জারি হিটম্যানের। দলগত টানা পনেরো নম্বর টস হারে বাকি তিনটিতে হেরেছেন রোহিতের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলান লোকেশ রাহুল।

টস যুদ্ধে হিটম্যানের 'সুপার ফ্লপ শো' নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মিমসে ছয়লাপ। কারও মতে রোহিতের টস করতেই নামা উচিত নয়। অন্য কাউকে টস করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কারও দাবি, টসে হারুক, কিন্তু ম্যাচ হাতছাড়া করলে চলবে না।

বেচারা রোহিত! নিজের ভাগ্য নিয়ে নিজেই হাসছিলেন টসের সময়। পরে যুক্তি দেন, 'রান তাড়া করা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই আমাদের। ভালো পিচ। পিচ খুব বেশি বদলাবে না। মূল লক্ষ্য প্রথমে বোলিং করে ওদের কম রানে আটকে রাখতে হবে। টস নিয়ে অহেতুক চিন্তা করতে রাজি নই। সাজঘরে আমরা এটাই বলি। দিনের শেষে মূল কথা তুমি বাইশ গজে কতটা ভালো খেললে।'

২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের হেডকোচ লালচাঁদ রাজপুতও প্রাক্তন ছাত্রকে সমর্থন করছেন। রাজপুতের মতে, ভারতীয় ব্যাটাররা ভালো খেলছে। বিরাট কোহলি সহ মিডলঅর্ডার দারুণ ফর্মে। টসে হার ফ্যাক্টর হবে না।

টসের আগেই রবিচন্দ্রন অশ্বীন মজার সুরে বলেছিলেন, টসে জেতার দরকার নেই। রান তাড়াতে মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন বিরাট কোহলিরা। সেটাই বজায় থাকুক। অশ্বীনের যে দাবি পূরণ কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়ায়!

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ রবিচন্দ্রন অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথমে স্কোর করে যেমন প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে সক্ষম ভারত, তেমনই রান তাড়াতেও মুনশিয়ানা দেখিয়েছে। ভারতের টসে জেতার দরকারই নেই। নিউজিল্যান্ডই জিতুক এবং ঠিক করুক ওরা কী করবে।'

শিল্ড জয়ের পর বলছেন গর্বিত মোলিনা

আবেগ-পরিশ্রমের মিশেলেই সাফল্য

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মার্চ : শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াই নয়। এবারের আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট গড়ে ফেলেছে নানা রেকর্ড। কিন্তু চাইলেই যে বারবার এটা হবে না, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

হয়তো এই মুহূর্তে পৃথিবীর সুখীতম মানুষ তিনি। কিন্তু পেশাদারি দুনিয়ায় লম্বা সময় কাটিয়ে ফেলার পর জানেন, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় নিজের আবেগ। তাই ম্যাচ শেষে মাঠেই রেখে আসেন যাবতীয় উচ্ছ্বাস। বরং সাংবাদিকদের মাধ্যমে সমর্থকদের বার্তা দিয়ে দেন, 'এবার যা হয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত খুশি। কিন্তু এটাও ঠিক, আমাকে যদি বলেন ঠিক এরকমটাই আগামী মরশুমে চাই। তাহলে বলব, এটা বারবার নাও হতে পারে। আমরা যে আগামী মরশুমেও শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হবই এরকম কোনও মানে নেই।' সম্ভবত এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাও জানিয়ে দেন, আরও এক মরশুমের জন্য তিনি থেকে যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি মোহনবাগানকে দিয়েই দিয়েছেন। তাঁর যা চুক্তি ছিল তাতে শিল্ড জিতলে এক বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়বে, একথা ছিলই। শেষপর্যন্ত চুক্তি বাড়াতে দুই পক্ষই সম্মত হয়েছেন বলে গুজব ছিলই। সরাসরি না বললেও মোলিনা তাতেই সম্মতি দিলেন। তিনি কোথায় এগিয়ে অন্যদের থেকে? জবাবটা দিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। ম্যাচের পর সরাসরি স্বীকার বলেছেন, 'নিজেদের ভুল বোঝাবুঝিতে ওরকম একটা বাজে গোল খেলে এরকম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে আর লড়াই করা যায়? আর মোহনবাগান দলটাই এমন যে এরপর আর ওদের রোখা অসম্ভব। তবে এই দলটার এক্স ফ্যাক্টর হলেন ওদের কোচ। মোলিনা এত বড় জায়গায় কাজ করেছে যে এরকম তারকাখচিত দল কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সেটা ওর নখদর্পণে।' গত মরশুমেও প্রায় এই দলটাই জিতেছিল লিগ-শিল্ড। সেকথাও মনে করিয়ে দেন মোলিনা, 'পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া কিন্তু মুখের কথা নয়। এই ছেলেরাই গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়। হয়তো সবাই ছিল না। কিন্তু বেশিরভাগই ছিল এবং আমি যতটুকু দেখেছি তাতে গতবারের থেকেও এবার বেশি কঠিন হয়েছে লিগ। তাই এটা বলতেই হবে যে এই ফুটবলাররা প্রমাণ করেছে যে ওদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষমতা আছে।'

মোলিনা মাঠের মধ্যে যদি অসম্ভব কড়া হন তাহলে বাইরে আবার ফুটবলারদের পাশে দাঁড়াতেও দ্বিধা নেই। তাই ম্যাচ শেষে ফুটবলারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, 'আজ আমি সবথেকে খুশি মানুষ। আমরা দারুণভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। কর্ণধার থেকে ফুটবলার, কোচিং স্টাফ থেকে আমরা কোচ, সাপোর্ট স্টাফ সবাই মিলে শিল্ড জয়ের ভাগীদার। যখন আপনি আবেগ এবং পরিশ্রমকে মিলিয়ে দিতে পারবেন তখন আপনার ভাগ্য খুলবেই। অবশ্যই ভাগ্যের সহায়তা দরকার কিন্তু সেটা এমনিই আসে না।' শনিবার রাতেই ফুটবলারদের দশদিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। কারণ ২ বা ৩ এপ্রিল তাঁর দলের প্রথম সেমিফাইনাইল খেলতে হবে। তাই হাতে লম্বা সময় থাকায় রাতেই বিদেশিরা দেশে ফিরে গেলেন। আর কোচ আপাতত গেলেন স্ত্রী-কে নিয়ে ভিয়েতনাম বেড়াতে। ভারতীয়রাও গত রাত থেকেই কেউ বাড়ির পথ ধরলেন, আবার কেউ কেউ বেড়াতেও গেলেন। তার আগে অবশ্য সাজঘরে চলে প্রবল নাচাগানা। 'জামাল কদু,' গানের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে ধীরাজ সিং, বিশাল কেইথ, অনিরুদ্ধ থাপা, শুভাশিস বসু, মনবীর সিংদের। তবে তাঁদের অনেকেরই অবশ্য ছুটির মেয়াদ খুবই কম। দিন চারেকের ছুটি কাটিয়ে মনবীর-লিস্টন-বিশালদের এবার অবশ্য জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

দশদিনের ছুটি মোহনবাগানে

সাফল্যের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ ভাগে হোসে মোলিনা ও শুভাশিস বসু।

নতুন শঙ্কা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে

জয়ের দিনেও হতাশ লিভারপুল কোচ স্লট

অ্যানফিল্ড ও নটিংহ্যাম, ৯ মার্চ : লিভারপুল জিতল বটে, কিন্তু গ্যালারিতে বসে আরও একবার দলের আগোছালো পারফরমেন্স দেখতে হল আর্নে স্লটকে। ম্যাচ শেষে অকপটে স্বীকারও করে নিলেন, সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেনি তাঁর দল।

শনিবার রাতে ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে জয়ের পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গিয়েছে লিভারপুল। যদিও এদিন ম্যাচে অল রেডদের চেনা ছন্দে দেখা যায়নি। প্রথমার্ধে তো নয়ই। দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার জেরে ডাগআউটে ছিলেন না দলের হেডকোচ স্লটও। ম্যাচ শেষে হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। স্পষ্ট বলে দিলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ইপিএল জিততে হলে এই ম্যাচগুলো দাপটের সঙ্গে জিততে হবে। যে মানের ফুটবল খেলা উচিত সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রথমার্ধে আমরা তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারিনি।' পারফরমেন্স আশানুরূপ না হলেও তাঁর দলের ফুটবলারদের মধ্যে আরও ভালো খেলার ক্ষমতা আছে বলেই মনে করেন স্লট।

শনিবার আরেকদিকে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে হেরে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে আসার সুযোগ হেলায় হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আরও একবার প্রথম চার থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কাও দেখা দিয়েছে সিটি শিবিরে। কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'পরিস্থিতি যা, বাকি দশটা ম্যাচের মধ্যে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। তাহলেই হয়তো আমরা আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ছাড়পত্র পাব। এছাড়া কোনও পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই যা করার আমাদেরই করতে হবে।' সেই সুরে গলা মিলিয়ে রুবেন ডায়াসও বললেন, 'লক্ষ্যটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার। সেখানে কোনও যদি-কিন্তু নেই। যেভাবে হোক, আমাদের সেরাটা দিতে হবে।'

> পরিস্থিতি যা, বাকি দশটা ম্যাচের মধ্যে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। তাহলেই হয়তো আমরা আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ছাড়পত্র পাব। এছাড়া কোনও পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই যা করার আমাদেরই করতে হবে।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিতে টম ল্যাথামের উইকেট। ফুটছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

নজরে পরিসংখ্যান

৩২৭৬৮/১ টানা ১৫টি টস হারের ঘটনা ৩২ হাজার ৭৬৮ বারে একবার হয়ে থাকে। যা রবিবার রোহিত শর্মার সঙ্গে হয়েছে।

৪ ভারতীয় ফিল্ডাররা রবিবার চারটি ক্যাচ ফেলেছেন। যা ২০০৫ সালের পর ওডিআই নকআউট ম্যাচে ভারতের সর্বাধিক।

৫ চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাচিন রবীন্দ্রর পাঁচটি ক্যাচ পড়েছে। যা এবারের প্রতিযোগিতায় কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক।

৩০ ১১ থেকে ৪০-এর মধ্যে ভারতীয় স্পিনারদের ওভারের সংখ্যা। ২০০২ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে শেষবার ওডিআইয়ে ভারতীয় স্পিনাররা ১১-৪০ ওভারের মধ্যে ৩০ ওভার বোলিং করেছিলেন।

৯১ অর্ধশতরানে পৌঁছাতে ৯১ বল লাগল ড্যারিল মিচেলের। যা ২০১৪ সালের পর থেকে কিউয়ি ব্যাটারদের মধ্যে মন্থরতম ওডিআই অর্ধশতরান।

১০৩/৪ ১১ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের স্কোর। ২০১৮ সালে শেষবার কিউয়িরা ওডিআইয়ে ১১-৪০ ওভারে এদিনের চেয়ে কম রান তুলেছিল।

৮১ নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ১৪ থেকে ২৭ ওভারের মধ্যে বাউন্ডারিহীন বলের সংখ্যা।

শিল্ড জিতে পরিবারের সঙ্গে গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও জেসন কামিংস।

এবার কাপ জয় লক্ষ্য দিমিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : আইএসএল শিল্ড জয় এখন অতীত। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পাখির চোখ এবার আইএসএল কাপ। গতবার শিল্ড জিতলেও কাপ অধরা থেকে গিয়েছিল সবুজ-মেরুনের। এবার সেই ভুল করতে নারাজ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ব্রিগেড।

শনিবার রাতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল বাগান জনতা। তবে ট্রফি নেওয়ার পরে সেভাবে উৎসবে মাততে দেখা যায়নি দিমিদের। বরং দশদিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার তাড়া ছিল তাদের। বাড়ি যাওয়ার আগে বাগান জনতার নয়নমণি দিমিত্রিস পেত্রাতোস বলে গেলেন, 'টানা দুইবার লিগ-শিল্ড জেতার অনুভূতিটা আলাদা। আপাতত ছুটি উপভোগ করব। তারপর এসে আইএসএল কাপের প্রস্তুতি শুরু করব। এবার ওটা জিততে চাই।'

দিমির সঙ্গে একসুরে সুর মিলিয়েছেন বাগান ডিফেন্ডার আশিস রাই। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতে ভালো লাগছে। এখন কয়েকদিনের জন্য ছুটি রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। তারপর আমাদের লক্ষ্য আইএসএল কাপ জয়।' শনিবার গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন চোট পান আশিস। তাঁর জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়া অনিশ্চিত। তবে মেডিকাল পরীক্ষার রিপোর্ট এলে চিত্রটা পরিষ্কার হবে। যদিও বাগান ডিফেন্ডার বলেছেন, 'আমার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। তবে এখন আমি ঠিক রয়েছি।'

শনিবার মরশুমে প্রথমবার মোহনবাগানের হয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছিলেন গোলরক্ষক ধীরাজ সিং মৈরাংথেম। গোটা মরশুমজুড়ে বিশাল কেইথের অনবদ্য পারফরমেন্সের জন্য রিজার্ভে বসেই কাটাতে হয়েছে এই গোলরক্ষককে। তবে তাতেও আত্মবিশ্বাসে কোনও চিড় ধরেনি। বরং তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। বিশাল দুর্দান্ত খেলেছে। ওর সঙ্গে আমার দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। তবে আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। শনিবার সেই সুযোগ পেতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি।'

জকোভিচের বিদায়, জয়ী আলকারাজ

ক্যালিফোর্নিয়া, ৯ মার্চ : প্রথম ম্যাচেই হার, বিদায়। ইন্ডিয়ান ওয়েলসের শুরুতেই থামলেন পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ। অন্যদিকে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন কার্লোস আলকারাজ।

শনিবার নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডি জান্ডশুপের কাছে হার মানলেন জকোভিচ। প্রথম সেট হারের পর দ্বিতীয় সেটে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু তার পরের সেটে ডাচ প্রতিপক্ষের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না জোকার। ম্যাচের ফল ২-৬, ৬-৩, ১-৬। গতবার ইউএস ওপেনে এই বোটিকের কাছেই পরাস্ত হয়েছিলেন আলকারাজ। এবার হারলেন জকোভিচ। ডাচ প্রতিপক্ষের কাছে হেরে নিজের খেলা নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। বললেন, 'কোনও অজুহাত দিতে চাই না। খারাপ খেলেছি। এটাও ঠিক দিনটা আমার ছিল না।'

দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। কুইন্টিন হ্যালিসকে স্ট্রেট সেটে হারান স্প্যানিশ টেনিস তারকা। ম্যাচের ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-৪ ও ৬-২। পরের রাউন্ডে আলকারাজ খেলবেন ডেনিস শাপোভালোভের বিরুদ্ধে।

বিদায় নেওয়া নোভাক জকোভিচকে সান্ত্বনা বোটিক জান্ডস্ক্যালপের।

ছুটছে পিএসজি

প্যারিস, ৯ মার্চ : ফরাসি লিগে অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাচ্ছে প্যারিস সাঁ জা। রবিবার তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে রেনেঁকে। দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন ওসমানে ডেম্বেলে। বাকি দুটি গোল বার্কোলা ও গঞ্জালো র‍্যামোসের।

এদিন প্রথম একাদশে আটটি পরিবর্তন করেছিলেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। তাতেও জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি র‍্যামোসদের। ২৭ মিনিটে ব্র্যাডলি বার্কোলা পিএসজিকে এগিয়ে দেন। ৫০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন র‍্যামোস। অবশ্য ৫৩ মিনিটে ব্রাসেইর রেনেঁর হয়ে একটি গোল শোধ করেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জোড়া গোল করেন পরিবর্তরূপে নামা ডেম্বেলে।

এই জয়ের পর লিগে ২৫ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। চলতি ফরাসি লিগে তারা একটিও ম্যাচ হারেনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্সেইঁয়ের থেকে ১৮ পয়েন্টে এগিয়ে তারা।

মুখ সামলে, সানিকে তোপ ইনজামামের

'বি টিমও হারাবে পাকিস্তানকে'

করাচি, ৯ মার্চ : ভারতের 'বি' টিমও হারাবে। পাকিস্তান দল নিয়ে সুনীল গাভাসকারের কটাক্ষের পালটা জবাব এদিন দিলেন ইনজামাম-উল-হক। 'মুখ সামলে কথা বলুন', তোপ দাগলেন ভারতীয় কিংবদন্তির বিরুদ্ধে।

পাকিস্তান গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিয়েছে। ফাইনালে ভারত-নিউজিল্যান্ড টক্কর। কিন্তু ভারত-পাক মাঠের বাইরের লড়াই থামার লক্ষণ নেই। দুই প্রাক্তন গাভাসকার-ইনজির মৌখিক যুদ্ধ তা ফের উসকে দিল।

ইনজামাম বলেছেন, 'গাভাসকারজি, কিছু মন্তব্য করার আগে পরিসংখ্যানে চোখ বুলোনো প্রয়োজন। আপনি অনেক সিনিয়ার ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। আমরাও সম্মান করি আপনাকে। ভারত ভালো খেলছে। দলের প্রশংসা করতেই পারেন। কিন্তু অন্য দল, দেশকে নিয়ে এরকম আলটপকা মন্তব্যের অধিকার কে দিয়েছে? মুখ সামলে কথা বলুন। এরকম মন্তব্য করবেন না।'

২৩ মার্চ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ঘটনা। ভারত জেতার পর প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে কটাক্ষের সুরে গাভাসকার বলেছিলেন, 'আমার ধারণা ভারতের 'বি' টিমও পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে। 'সি' দলের কথা বলতে পারব না আমি। তবে ভারতীয় 'বি' দলের বিরুদ্ধে খেললেও সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান। ওদের হাল এতটাই খারাপ।'

জিতল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : রবিবার ডেভেলপমেন্ট লিগে গাড়োয়াল হিরোজ এফসি-কে ৪-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। মশাল বাহিনীর হয়ে গোল করেন রাপগে লেপচা, জোসেফ জাস্টিন, আন্দ্রেউস ও কুশ ছেত্রী। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে ওডিশা এফসি-কে ৩-১ গোলে হারাল লাল-হলুদের মেয়েরা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একাই তিনটি গোল করেন এলসাদাই।

হকি ডার্বি ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : কলকাতা হকি লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বড় ম্যাচ ড্র। ম্যাচের ফল ২-২। সবুজ-মেরুনের হয়ে দুটি গোল অর্জুন শর্মা ও নীতীশ নিউপানের। উলটোদিকে লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন জাইদ খান ও রাজবীর সিং।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন হেনরি

পাওয়ার প্লে ও ডেথে বোলিং পছন্দ করি বরুণ

দুবাই, ৯ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার কথাই ছিল না তাঁর। প্রাথমিক স্কোয়াডেও ছিলেন না। একেবারে শেষ বেলায় ডাক পান। বাকিটা এখন ইতিহাস।

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটারের তকমা পাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বরুণ চক্রবর্তী যেন একটু বেশি গুটিয়ে, আগামীর ভাবনায় ডুবে। শেষ রবিবারে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচেই প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন। দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন পাঁচ উইকেট নিয়ে। পরে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে দুই উইকেটের পর আজ ফাইনালেও বরুণের শিকার সংখ্যা দুই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন ম্যাচে মোট নয় উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে তিনি।

গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের মতো আজও কিউয়ি ব্যাটাররা বরুণের রহস্য স্পিন খেলতে সমস্যায় পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত ২৫১ রানে নিউজিল্যান্ড ইনিংস শেষ হওয়ার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়ে বরুণ ফাঁস করেছেন তাঁর সাফল্যের রহস্য। বলেছেন, 'আলাদা কোনও রহস্য নেই। নিজের শক্তি অনুযায়ী লাইন লেংথ বজায় রেখে বল করেছি। এভাবেই সাফল্য।' কুলদীপ যাদবের সঙ্গে জুটি জমে গিয়েছে বরুণের। সেই জুটি যে তিনিও উপভোগ করছেন, জানিয়েছেন রহস্য স্পিনার বরুণ। একইসঙ্গে বলেছেন, 'শুরুর পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে বোলিং করাটা উপভোগ করি আমি। বলতে পারেন, এই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা অনেকদিনই আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।'

দুবাইয়ের মাঠে জাতীয় দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুটি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে বরুণের। সেই দুই ম্যাচের তুলনায় আজকের পিচটা তাঁর অন্যরকম বলে মনে হয়েছে। যেখানে বল কম টার্ন করেছে। কিন্তু তারপরও কিউয়ি ব্যাটাররা বরুণ রহস্য ভেদ করতে পারেননি।

বরুণ যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটার হয়ে থাকেন, তাহলে নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার ম্যাট হেনরিকে খুব একটা পিছিয়ে রাখা যাবে না। মোট দশ উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বাধিক উইকেট শিকারি তিনি। অথচ, কাঁধের চোটের কারণে আজ ফাইনাল ম্যাচটাই খেলা হল না তাঁর। টসের আগে মাঠের ধারে হেনরির ফিটনেস পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষার পরই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

আসলে ক্রিকেট এমনই। জীবন যেমন বদলে দেয়। তেমনই কখনও হতাশায় ডুবিয়েও দেয়।

গ্লেন ফিলিপসকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস বরুণ চক্রবর্তীর।

ইনিংসে ভারতীয় স্পিনারদের সর্বাধিক ওভার (ওডিআইয়ে)

ওভারের সংখ্যা	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৪১.২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইন্দোর	২০১১
৩৯	কেনিয়া	গোয়ালিয়র	১৯৯৮
৩৮	নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫
৩৭.৩	নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫

এক ইনিংসে স্পিনারদের সর্বাধিক ওভার (চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে)

ওভারের সংখ্যা	ম্যাচ	স্থান	সাল
৩৯.৪	শ্রীলঙ্কা বনাম অস্ট্রেলিয়া	কলম্বো	২০০২
৩৮	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫
৩৭.৩	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫
৩৬.৫	শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড	ঢাকা	১৯৯৮

চন্দ্রশেখরকে মনে করাচ্ছে : ইঞ্জিনিয়ার

চেন্নাই, ৯ মার্চ : প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ম্যাজিক জারি। টি২০ হোক বা ওডিআই, বরুণ চক্রবর্তীর যে ম্যাজিকে মজে ক্রিকেটমহল। ফাইনাল দ্বৈরথেও এদিন বরুণকে সামলাতে হিমসিম কিউয়ি ব্যাটাররা। মুগ্ধ ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারও। এতটাই, তুলনা টানছেন কিংবদন্তি ভারতীয় লেগস্পিনার ভাগবত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে!

তাঁর মতে, বরুণ তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে গত শতাব্দীতে সাতের দশকের চন্দ্র-ম্যাজিককে। চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'ভারতের হাতে কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীর মতো ক্লাস স্পিনার রয়েছে। বরুণ আমাকে চন্দ্রশেখরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

সমব্যথী গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ না পাওয়া ঋষভ পন্থের প্রতিও। জল বওয়া, থিংকট্যাংকের বার্তা মাঠে পৌঁছে দেওয়ার মতো পার্শ্বচরিত্রেই আটকে ভারতীয় 'গেমচেঞ্জার'। প্রিয় ঋষভের জন্য খারাপ লাগলেও লোকেশ রাহুলকে খেলানোর সিদ্ধান্তকে বাস্তবোচিত বলে আখ্যা দিলেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার।

প্রাক্তন বলেছেন, 'ঋষভ অত্যন্ত ভালো খেলোয়াড়। ব্যাট হাতে ধ্বংসকারী। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য দলে লোকেশ রাহুলও রয়েছে। ভারতীয় দলের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির ঢেঁকুর। আর রাহুল জোড়া দায়িত্বে খুব বেশি ভুলচুক করছেও না। বাড়তি ব্যাটার হিসেবে ঋষভকে খেলানো যেত কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে ভারতের হাতে একঝাঁক অলরাউন্ডার। ফলে ঋষভের জন্য জায়গা ছিল না।'

রবি শাস্ত্রীর গলায় ফের বিরাট কোহলি-স্তুতি। বলেছেন, শৃঙ্খলা, ম্যাচ ভাবনা, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরতে পারা বিরাটকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখা, সর্বক্ষণ স্ট্রাইক রোটেট, প্রয়োজনে বিগহিট- খুব কম ক্রিকেটার যা করতে পারে।

ঋষভের জন্য 'সমব্যথী'

ঋষভ অত্যন্ত ভালো খেলোয়াড়। ব্যাট হাতে ধ্বংসকারী। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য দলে লোকেশ রাহুলও রয়েছে। ভারতীয় দলের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির ঢেকুঁর। আর রাহুল জোড়া দায়িত্বে খুব বেশি ভুলচুক করছেও না।

ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড

ইয়ং এলবিডব্লিউ বো বরুণ	১৫
রবীন্দ্র বো কুলদীপ	৩৭
উইলিয়ামসন ক ও বো কুলদীপ	১১
মিচেল ক রোহিত বো সামি	৬৩
ল্যাথাম এলবিডব্লিউ বো জাদেজা	১৪
ফিলিপস বো বরুণ	৩৪
ব্রেসওয়েল অপরাজিত	৫৩
স্যান্টনার রানআউট	৮
স্মিথ অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	**১৬**
মোট (৭ উইকেট, ৫০ ওভার)	**২৫১**

উইকেট পতন : ৫৭/১, ৬৯/২, ৭৫/৩, ১০৮/৪, ১৬৫/৫, ২১১/৬, ২৩৯/৭।

বোলিং : সামি ৯-০-৭৪-১, হার্দিক ৩-০-৩০-০, বরুণ ১০-০-৪৫-২, কুলদীপ ১০-০-৪০-২, অক্ষর ৮-০-২৯-০, জাদেজা ১০-০-৩১-১।

ভারত

রোহিত স্টা ল্যাথাম বো রাচিন	৭৬
শুভমান ক ফিলিপস বো স্যান্টনার	৩১
কোহলি এলবিডব্লিউ বো ব্রেসওয়েল	১
শ্রেয়স ক রাচিন বো স্যান্টনার	৪৮
অক্ষর ক রৌরকে বো ব্রেসওয়েল	২৯
রাহুল অপরাজিত	৩৪
হার্দিক ক ও বো জেমিসন	১৮
জাদেজা অপরাজিত	৯
অতিরিক্ত	**৮**
মোট (৬ উইকেট, ৪৯ ওভার)	**২৫৪**

উইকেট পতন : ১০৫/১, ১০৬/২, ১২২/৩, ১৮৩/৪, ২০৩/৫, ২৪১/৬।

বোলিং : জেমিসন ৫-০-২৪-১, রৌরকে ৭-০-৫৬-০, স্মিথ ২-০-২২-০, স্যান্টনার ১০-০-৪৬-২, রাচিন ১০-১-৪৭-১, ব্রেসওয়েল ১০-১-২৮-২, ফিলিপস ৫-০-৩১-০।

ফল : ভারত জয়ী ৪ উইকেটে।
ম্যাচের সেরা : রোহিত শর্মা।

জিতল স্ট্রাইকার্স

দেওয়ানহাট, ৯ মার্চ : দেওয়ানহাট হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার দেওয়ানহাট রুথলেস স্ট্রাইকার্স ৬ উইকেটে সরকার সুপার লায়ন্সকে হারিয়েছে। প্রথমে সুপার লায়ন্স ১০ ওভারে ১৩৩ রান তোলে। অর্ক পণ্ডিত ২ উইকেট নেন। জবাবে স্ট্রাইকার্স ৯.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অর্ক ২৮ রান করেন।

দেওয়ানহাট সুপার কিংস ৪ উইকেটে দেওয়ানহাট নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে নাইট রাইডার্স ৯৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সঞ্জীব মারাক ৩ উইকেট নেন। জবাবে সুপার কিংস ৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। দেওয়ানহাট ড্যাশিং ইলেভেন ৮ উইকেটে দেওয়ানহাট ডায়নামাইটসকে বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ডায়নামাইটস ১২৭ রান তোলে। জবাবে ড্যাশিং ইলেভেন ৮.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বাপ্পা দাস ৪২ রান করেন। ইম্প্যাক্ট ইগনিটার্স ৭ উইকেটে দেওয়ানহাট অ্যাগ্রেসিভ রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইডার্স ৮০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজর্ষি রায় ৩ উইকেট নেন। জবাবে ইগনিটার্স ৯.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয়।

দীপকের দাপট

দেওয়ানহাট, ৯ মার্চ : ধুমপুর হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০০৭-'০৮ ব্যাচ ৩ রানে ২০১১ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৭-'০৮ ব্যাচ ১০ ওভারে ৯৯ রান তোলে। জবাবে ২০১১ ব্যাচ ৯৬ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা প্রদীপ দাস ৩ উইকেট পেয়েছেন।

সুপার সিনিয়ার ব্যাচ ৫৪ রানে ২০১০ ব্যাটের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে সুপার সিনিয়ার ১২৪ রান তোলে। জবাবে ২০১০ ব্যাচ ৭০ রানে আটকে যায়।

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

আজ শেষ ম্যাচে নামছে মহমেডান

সন্তোষ ট্রফির ফর্ম পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে তুলে ধরতে মরিয়া রবি হাঁসদা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : আইএসএলের প্রথম ম্যাচে আশা দেখিয়ে শুরু করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু যতই লিগ এগিয়েছে সাদা-কালো শিবির যেন হতাশ করেছে। আপাতত লিগ টেবিলে ২৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে রয়েছে তারা।

সোমবার আইএসএলে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচটা জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চায় তারা। কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু বলেছেন, 'এই মরশুমে আমাদের পারফরমেন্স সত্যি হতাশাজনক। সোমবার আমরা শেষ ম্যাচ খেলতে নামছি। এই ম্যাচ জিতে লিগ শেষ করতে চাই। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা আমরা দেব।'

এখনও পর্যন্ত ঘরের মাঠে একটিও ম্যাচ জিততে পারেননি অ্যালেক্সিস গোমেজরা। এই মরশুমে আইএসএলে দুটি জয় পেয়েছে সাদা-কালো শিবির। দুটিই অ্যাওয়ে ম্যাচে। শেষ ম্যাচে দলে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ মেহরাজ তারই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবসময় তরুণ খেলোয়াড়দের দলে সুযোগ দিতে চাই। মহমেডানের দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারকে সুযোগ দিয়েছি। সোমবারও সেইরকম কিছু করতে পারি।'

পাঞ্জাব ম্যাচে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরছেন মিরজালোল কাশিমভ। সেই সঙ্গে যদি রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ান, লালডিনপুইয়াদের প্রথম একাদশে দেখা যায়, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কী আনন্দ আজ

ভারতের ঘরে তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এনে লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা। দুবাইয়ে রবিবার।

মুম্বইয়ে প্রোটিয়া বস

গিলদের সহকারী কোচ ওয়েড

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : সহকারী কোচ হিসেবে ম্যাথু ওয়েডকে নিল শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাট টাইটান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি। আসন্ন আইপিএলে হেডকোচ আশিস নেহেরা, ব্যাটিং কোচ পার্থিব প্যাটেলদের সঙ্গে কোচিং স্টাফে এবার দেখা যাবে প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে ওয়েডের অন্তর্ভুক্তির কথা জানিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। যেখানে লেখা হয়েছে, 'চ্যাম্পিয়ন। ফাইটার। এখন আমাদের সহকারী কোচ। গুজরাট টাইটান্সের স্বাগত ম্যাথু ওয়েড।' সংক্ষিপ্ত ১৫ ম্যাচের আইপিএল কেরিয়ারের ১২টিই খেলেছেন গুজরাটের হয়েই। ২০২২ সালের আইপিএলজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। পুরোনো দলে এবার নতুন ভূমিকায় ওয়েড।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্ট বোলার লিজাড উইলিয়ামসের পরিবর্ত হিসেবে সেদেশেরই বোলিং অলরাউন্ডার কোরবিন বশকে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। গত ডিসেম্বরেই আন্তর্জাতিক অভিষেক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও ছিলেন কোরবিন বশ। তবে আইপিএলে খেলার সুযোগ হয়নি। ২০২৪ সালে রাজস্থান রয়্যালসের নেট বোলার ছিলেন। এবার মুম্বইয়ের জার্সিতে মেগা লিগে খেলার হাতছানি।

জয়ী ডিয়ার, রাইনো

মালবাজার, ৯ মার্চ : সংকার সমিতির প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার ডিয়ার ইলেভেন ৮ উইকেটে পিকে চ্যালেঞ্জারকে হারিয়েছে। রেলওয়ে মাঠে প্রথমে চ্যালেঞ্জার ৮.১ ওভারে ৩২ রান তোলে। জবাবে ডিয়ার ৩ ওভারে ২ উইকেটে ৩৩ রান তুলে নেয়।

অন্য ম্যাচে পরস্পর মুখোমুখি হয় ক্যালটেক্স মোড় রাইনো ৮ উইকেটে ট্রাইবাল বুলসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বুলস ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। জবাবে রাইনো ৫.১ ওভারে ২ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আপার প্রাইমারি একাদশ। ছবি : বাবাই দাস

সেরা আপার প্রাইমারি

তুফানগঞ্জ, ৯ মার্চ : শিক্ষক ক্রীড়া মহলের আন্তঃস্কুল স্টাফ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপার প্রাইমারি একাদশ। ফাইনালে তারা ৩৩ রানে শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এবং দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের যৌথ দলকে হারিয়েছে। এনএনএম হাইস্কুলের মাঠে আপার প্রাইমারি প্রথমে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান তোলে। প্রদীপ সাহা ৪৮ রান করেন। জবাবে শ্যামগঞ্জ ও দেশবন্ধু ৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। শুভদীপ মজুমদার ৫৪ রান করেন। ২৯ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন ফাইনালের সেরা আনারুল হোসেন। প্রতিযোগিতার সেরা সুজিত দাস।

ক্রিকেটারদের নিলাম

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে দিনাজপুর প্রিমিয়ার লিগ। সেই উপলক্ষে রবিবার দুপুরে হয়ে গেল ক্রিকেটারদের নিলাম। মোট ১৯৮ জন ক্রিকেটারকে বেছে নিল ৮টি দল। দলগুলি হল- রায়গঞ্জ রয়্যালস, আর কে প্যান্থার, রায়গঞ্জ নাইটস, এসপি চ্যালেঞ্জার, আইডলস, সানরাইজ স্পোর্টিং, গৌরী সুপার কিংস ও বিধাননগর সুপার কিংস। ক্রিকেটারদের বেস প্রাইস ছিল ৩০০ টাকা। সর্বোচ্চ ১২ হাজার টাকা।

দলবদল শেষ

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দুইদিনের দলবদল রবিবার শেষ হল। এদিন ৩৫ জন ফুটবলার দলবদল করেন। ভগৎ সিং কলোনি দল গুছিয়ে নিয়েছে। সংস্থার পরিচালনায় প্রথম বার মহিলা লিগ শুরু হতে চলেছে। সেই প্রতিযোগিতারও দলবদল এদিন হয়েছে। ৩২ জন মহিলা ফুটবলার দল বদল অংশ নেন।

৭ উইকেট তমোজিতের

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে রবিবার পতিরাম হাইস্কুল ৩৬ রানে বাদামাইল লক্ষ্মীপ্রতাপ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। পুলিশ লাইন মাঠে পতিরাম টসে জিতে ২৯.২ ওভারে ১২৭ রান তোলে। সোহম সাহা ৩০ ও দেবজিৎ মালি ২৬ রান করেন। রোনাথ দেবনাথ ২১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভাল বোলিং করেন সৌম্য বর্মন (১৬/২)। জবাবে বাদামাইল ১৮.৫ ওভারে ৯১ রানে অল আউট হয়। সুমন মহন্ত ১৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা তমোজিৎ মণ্ডল ১২ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আদিত্য বর্মন (১৯/২)।

ম্যাচের সেরা তমোজিৎ মণ্ডল।

জেলা যোগা

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলা যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে। জেলা সভাপতি সুব্রত দে জানিয়েছেন করেন। ৫-৭৫ বছর বয়সী প্রায় ৬১ প্রতিযোগী অংশ নেয়।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে পতিরাম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন পতিরাম

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্তঃক্লাব টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। রবিবার ফাইনালে তারা ১২৬ রানে বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে পতিরাম। টাউনের মাঠে পতিরাম ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ম্যাচের সাহিল সরকার ৯১ রান করেন। শেখরকান্তি রায় ৩৮ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে টাউন ১২.৩ ওভারে ৬২ রানে অল আউট হয়। শেখর মহন্ত ২১ রান করেন। বিকি ভদ্র ২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ধ্রুব রায় (৭/২)।

জয়ী এমজেএন

কোচবিহার, ৯ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার এমজেএন ক্লাব ৬ উইকেটে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শংকর ক্লাব ৩১.১ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। রূপক দেবের অবদান ৪৫ রান। দীপক শা ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে এমজেএন ১৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রেম শা ৪৫ রান করেন। রূপকের শিকার ১৯ রানে ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা প্রেম শা।

শুভ্রজিতের শতরান

ক্রান্তি, ৯ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার সানরাইজার্স সুপার কিংস ৮ উইকেটে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। ৬৪ রান করেন শশাঙ্ক প্রামাণিক। জবাবে সানরাইজার্স ৯ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। ১১৮ রানে অপরাজিত থাকেন ম্যাচের সেরা শুভ্রজিৎ ঘোষ ছোট্টু। বারোঘরিয়া স্ট্রাইকার্স ১১ রানে নিউ ক্রান্তি টাইগার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে স্টাইকার্স ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আমজাদ আলি ৪৬ রান করেন। খুরশিদ আলম ৩২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নিউ ক্রান্তি ৯ উইকেটে আটকে যায় ১২৬ রানে। মাসুম রেজা করিম ৫৫ রান করেন। আবেক ওরাওঁ ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার নামবে স্টার ইলেভেন ক্রান্তি এবং স্ট্রাইকার্স।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা লক্ষণ সাহা - কে 26.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43K 91597 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি সাধারণ মানুষদের জন্য চমৎকার সুযোগ প্রদান করে তাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য কোটিপতি বানানোর মধ্য দিয়ে। আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি এবং এবার আমিও একজন কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।